আন্দামানে দশবৎসর

শ্রীমদনমোহন ভৌমিক

১৪ কৈলাস বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আন্দামানে দশবৎসর

শ্রীমদনমোহন ভৌমিক

১৪ কৈলাস বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভূমিকা

"আন্দামানে দশবৎসরের" লেখক শ্রীমান মদনমোহন ভৌমিক আমাকে তাহার পুস্তকের ভূমিকা লিখিতে অনুরোধ করিয়াছে। নানা কারণে তাহার এই দাবী অগ্রাহ্য করা আমার পক্ষে অসাধ্য; তাই এই ভূমিকারূপে কয়েকটি কথা বলিতেছি। বয়সে আমার থেকে বহু কনিষ্ঠ হইলেও আমার কর্ম্মোদ্যমের প্রায় প্রথম অবস্থা হইতেই শ্রীমান মদনমোহন আমার সহকর্ম্মীগণের এবং আমার কর্ম্মপথের সহায়কগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল; এবং সেই কর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে থাকিয়াই বহু আপদ বিপদ কারাযন্ত্রণা, নির্ব্বাসন, অপমান প্রভৃতি ভোগ করিয়াও দেশ-প্রীতি ও দেশহিত ব্রতে স্থিরচিত্তে অবিচলিত রহিয়াছে এবং দৃঢ়তার সহিতই সর্ব্বরূপ বাধা, বিঘ্ন, লাঞ্ছনা প্রভৃতির ভয় উপেক্ষা করিয়াও স্বকীয় কর্ম্মপদ্ধতিতেই রত রহিয়াছে। বর্ত্তমান কর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে আমার সঙ্গে তাহাদের কোন কোন বিষয়ে মত পার্থক্য থাকিলেও শ্রীমান মদনমোহন এবং তাহার অন্যান্য বর্ত্তমান সহকর্ম্মীগণের অধ্যবসায় ও সৎ-আকাঙ্ক্ষার অবশ্যই প্রশংসা করিতেছি।

গ্রন্থকার নিজে ভুক্তভোগী এবং পরদুঃখে সম্পূর্ণ সহানুভূতি-সম্পন্ন; তাই আন্দামানের বিভিন্ন জাতীয় বন্দীগণের নানাবিধ দুঃখ যন্ত্রণা ও হতাশার ভাবগুলি প্রত্যক্ষদর্শন ও অনুভূতির প্রভাবে বিশদভাবেই বর্ণনা করিতে সক্ষম হইয়াছে। কি ভাবে হৃদয়হীন পাঠান জাতীয় ক্রূরকর্ম্মা বন্দীগণ নিঃসহায় অপরাপর বন্দীগণকে, বিশেষতঃ হিন্দুদের বিভিন্নরূপ অত্যাচার উৎপীড়নে জর্জ্জরিত করিতে উৎসাহ পাইয়া থাকে তাহাও

কোন কোন ঘটনার বর্ণনামধ্যে সামান্য দুই একটি ভ্রম ভ্রান্তি থাকিলেও থাকিতে পারে। তথাপি এই পুস্তকে কর্ত্তৃপক্ষগণের ব্যবহার সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট করিয়াই শ্রীমান সাধারণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছে।

দেশের কর্ত্তৃপক্ষগণ এবং বর্ত্তমান দেশকর্ম্মী রাজবন্দীগণের—বিশেষতঃ যাঁহারা দেশের কল্যাণ, উন্নতি ও পরিবর্ত্তন মূলক বিভিন্নরূপ চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কোনও প্রীতির ভাব কিম্বা সদ্ভাব কিছুতেই আশা করা যায় না। তাই দেশহিতব্রতে রত হইতে হইলে কিরূপ ঘটনা চক্রের মধ্য দিয়া কত রূপ অভাবনীয় অত্যাচার ও উৎপীড়নের কবলে পতিত হইতে হয়, তাহা যদি দেশকর্ম্মীগণ—বিশেষতঃ বাংলার তরুণ সম্প্রদায় জানিতে ইচ্ছা করেন তবে শ্রীমান মদনমোহন ভৌমিকের "আন্দামানে দশবৎসর" গ্রন্থখানি অবশ্যই একবার পাঠ করিবেন।

বন্দী অবস্থায় থাকিয়াও দেশকর্ম্মীগণ কিরূপ লাঞ্ছনা ও যন্ত্রণা সহ্য করিয়া কিরূপ কৌশলে আংশিকভাবে কারা-শাসন-পদ্ধতির কতকগুলি সংশোধন সাধন করাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং সেই উদ্যমে কেহ কেহ কিরূপে প্রাণবিসর্জ্জন পর্য্যন্ত দিয়াছেন—এই গ্রন্থ মধ্যে সে সম্বন্ধেও অনেক বিষয় পাঠকগণ জানিতে পারিবেন। কতদূর ঐকান্তিকতা, মানসিক বল, দৃঢ়তা ও নির্ভীকতা—কতদূর সহ্যগুণ এবং কতদূর অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়া দেশকর্ম্মীগণের কর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে হয়, এই গ্রন্থপাঠে সেই বিষয়ে দেশবাসীগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া উপকার সাধন করিবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

১৩ই বৈশাখ, ১৩৩৭
কলিকাতা। } শ্রীপুলিনবিহারী দাস।

আন্দামানে দশ বৎসর

পূর্ব্বাভাষ।

বহু অতীত অন্ধকারের কথা, পাঁচটী জীব ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইয়া কারাগারে আবদ্ধ, বাহ্যিক জগতের সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন; শেষের দিন দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত, অপরিজ্ঞাত ভবিষ্যৎ পরিণাম প্রতীক্ষায় বসিয়া পরস্পরে নানারূপ কল্পনার আকাশকুসুম রচনা করিতেছে, কখনও খেলায়—কখনও গল্পে—কখনও বা আমোদ কৌতুকে কখনও বা লেখা পড়ায় সময় কাটাইতেছে—ভবিষ্যতের কোন্ স্থানে যে এই বর্ত্তমানের সন্ধিস্থল তাহার কোন সন্ধান পাইতেছে না। এ ভাবে একমাস, দুইমাস, তিনমাস—ক্রমে পনর মাস অতীত হইল। এই পঞ্চদশ মাসের শেষভাগেই যে ভবিষ্যতের প্রতীক্ষায় তাহারা বসিয়াছিল সে ভবিষ্যৎ দেখা দিল; প্রতীক্ষার পরিণাম হইল একজনের পনর আর অবশিষ্ট চারিজনের প্রত্যেকের দশ বৎসর নির্ব্বাসন দণ্ড। জেলের আইন অনুসারে, আইন না বলিয়া প্রথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, প্রত্যেককেই বেশ-ভূষায় বিভূষিত হইতে হইল—তিন পোয়া হাত লম্বা ডবল সূতায় বোনা জাঙ্গিয়া দুইটা, হস্তবিহীন পৌনে দুইহাত লম্বা জামা, আড়াই হাত লম্বা গামছা, একটা টুপী, ঘোড়ার গায়ের কম্বলে তৈরি একটা কম্বল-কোট ও ২টা কম্বল হইল

সম্বল, আর অলঙ্কার হইল মোটা লোহার তারের একটী গোলাকার চাকার মধ্যে ঝুলান ত্রিকোণাকার কাষ্ঠ 'গলার হাসলী—তাহাতে লেখা রহিল 8162. 10 y. ২9. 11. 15 উপরে—২৪. 11. 25 নিম্নে।—একটা নম্বর, একটা দণ্ডের পরিমাণ, একটা দণ্ডের তারিখ এবং শেষটী, মুক্তির তারিখ। ১৮ ইঞ্চি লম্বা এবং সোয়া ইঞ্চি ডায়েমেটারের লোহার ডাণ্ডা প্রত্যেক পায়ের কড়ার সঙ্গে গাঁথা একপ্রান্ত এবং অপর প্রান্তের আংটার সঙ্গে তিন হাত লম্বা একটা চামড়া বাঁধা—সেই চামড়া দ্বারা বেড়ীটী কোমরের সঙ্গে ঝুলান—ইহা হইল পায়ের নুপুর।

এরা ইহার সঙ্গে সঙ্গেই ৫।৬ দিনের মধ্যেই স্থানান্তরিত হইল—সেই স্থানে যে স্থানে বঙ্গের প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতাসাধক আজ ২০ বৎসর যাবৎ নিপীড়িত, নির্য্যাতিত হইতেছে—যে স্থানে বিপ্লবপথের প্রথম যাত্রী কানাই সত্যেন্ অকাল্পনিক আশাতীত অভূতপূর্ব্ব অভিনব বীরত্বের খেলা খেলিয়াছিল, যে স্থান হইতে তাঁহাদের শেষ তপ্ত নিঃশ্বাস দেশের বুকে নিঃসরণ করিয়াছিল—প্রেসিডেন্সি জেলের যে কক্ষে তাঁহাদের শেষ যামিনী প্রভাত হইয়াছিল তাহারই পাশে—পুণ্যক্ষেত্রে—হইল তাহাদের স্থান!—তাহাদের কেন্দ্রীভূত ভাবরাশির মধ্যে হইল তাহাদের আবাস। স্রোতের ন্যায় দিনের পর দিন, যামিনীর পর যামিনী চলিতে লাগিল, আবার পুনঃ পরিণামের, পুনঃ ফলের আশায় পথের পানে চাহিয়া আছে—কবে কি হবে, একটা শেষ-মীমাংসা হইয়া গেলেই হয়। পুনর্ব্বিচারের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া গেল—এখন অবস্থা দাঁড়াইল আমরা ও তাহারা এই দুই দল। আমরা—আমি, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী ও খগেন্দ্রনাথ চৌধুরী এবং তাহারা—প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী ও রমেশচন্দ্র দত্তচৌধুরী। আমাদের

পরিণাম প্রত্যেকের দশ বৎসর নির্ব্বাসন দণ্ড (আন্দামান) আর তাহাদের অবস্থা হইল—রাজবন্দী।

পিঞ্জরাবদ্ধ শার্দ্দূলের ন্যায় সেই ধর্ম্মক্ষেত্রের এক এক কক্ষে এক এক জন আবদ্ধ ; ব্যবধান কেবল মাত্র একটী প্রাচীর, কিন্তু তবুও পরস্পরে দেখা করা বা কথা বলার জো নাই। সর্ব্ববিধ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত। এ বঞ্চনার পরিণতি কি, ইহার সত্যোপলব্ধি কোথায়, এই দুঃখের মধ্যেও আনন্দ কি, তাহা কে বলিবে—সে জানে একমাত্র অন্তর্য্যামী—যাঁহার নিকট কিছুই গোপন থাকে না। পূর্ব্ব হইতেই আমাদিগকে সেই কানাই, বীরেন, সত্যেনের স্বাধীনতা-সাধন-ক্ষেত্রের প্রাচীরবেষ্টিত বদ্ধবায়ুর পিঞ্জর হইতে বাহির করিয়া মাঝে মাঝে সেই স্থানে লইয়া যাইত—যে স্থান আজ অর্দ্ধ শতাব্দী যাবৎ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত সাধারণ নির্ব্বাসিতের ম্লান মুখ, হতাশ হৃদয় ও ক্রন্দনধ্বনি জীবন্ত শ্মশানের পরিচয় দিতেছে। জেলে ঐ স্থানকে দায়মলী খাতা বলে। দায়মল অর্থ যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন। এই দগ্ধহৃদয় দায়মলীদের মুখের দিকে তাকাইলে মনে হয় তাহাদের হৃদয় যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহারা যেন জীবন্মৃত।—এ যেন এক মহান অশান্তির রাজ্য। কাহারও মনে স্ফূর্ত্তি নাই, মুখে হাসির লেশমাত্র নাই, চোখে আনন্দের চিহ্ন নাই—সর্ব্বাঙ্গে হতাশার ভাব। একবার দুইবার ক্রমে পাঁচবার এ শ্মশানক্ষেত্র আমাদের দর্শন করিতে হইয়াছিল। আমাদের অবস্থা হইল মেষরক্ষকের পালে বাঘপড়ার ন্যায়। কবে ডাক পড়ে কখন যাইতে হয় সেই যাত্রার দিনের অপেক্ষা করিতেছি। এবার ক্রমান্বয়ে তিন দিবস আমাদের ডাক পড়িল। তখন আমাদের বুঝিবার বাকী রহিল না—আমরাও শেষ

বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হইলাম। প্রথম দিবস দায়মলী খাতায় যাইয়া দেখি আমাদের পথের পথিক ও সহযাত্রী বেনারস ষড়যন্ত্র-মামলার প্রধান আসামী শচীন্দ্রনাথ সান্যাল অনুসন্ধিৎসু হইয়া প্রফুল্লচিত্তে এক কোণে দাঁড়াইয়া আছে। আমাদেরও স্থান হইল তাহারই পাশে--অন্যের সঙ্গে আমাদের কোন নিকট সম্বন্ধ রহিল না। আমরা বিশেষভাবে চিহ্নিত হইয়া পৃথক রহিলাম। এই দায়মলী খাতায় নবীন যাত্রীকে সাথীরূপে পাইয়া দুঃখের মধ্যেও নূতনকে পাওয়ার যে আনন্দ সে আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইলাম না। ইহা এক পক্ষে নহে উভয় পক্ষেই। আজ দেশমাতার অঙ্ক হইতে আমাদিগকে নির্ব্বাসিত করার জন্য Mr. Malvainy, Thomson আসিল। তাহারা আমাদের প্রত্যেককেই উপযুক্ত মনে করিয়া টিকিটে Fit to travel এর পাশে নাম দস্তখত করিয়া দিল। এ সময় ত্রৈলোক্যবাবু Malvainyকে বলিলেন "I have a complain" মালভেনি বলিল "What complain ?" ত্রৈলোক্যবাবু বলিলেন "Since my arrest I am suffering from asthma, therefore I like to be Examined thoroughly." তারপর Stethoscopeটী একটু বুকে লাগাইয়া দেখিল, সঙ্গে সঙ্গেই Thomson অমনি বলিয়া উঠিল "This batch must go." মালভেনি বলিল "I will refer your case to higher authority" আমাদের তিন দিন শেষ হইতে চলিল কিন্তু ত্রৈলোক্যবাবুর সম্বন্ধে কি হইল জানিতে পারিলাম না। Fit to travelএর ত্রিরাত্রির মধ্যেই আমাদের যাত্রা করিতে হইবে সুতরাং আজই আমাদের যাত্রার দিন।

যে দেশের জল-বায়ু-ফল-শস্যে এ দেহ হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ ও পরিবর্দ্ধিত—

যাঁহার সুখে সুখী যাঁহার দুঃখে দুঃখী ; যাঁহার মঙ্গলসাধনাই চিরব্রত, যাঁহার শৌর্য্য বীর্য্য ঐশ্বর্য্য ও সর্ব্বশ্রীবৃদ্ধির জন্য এ দেহ-মন-প্রাণ উৎসৃষ্ট আজ সেই মায়ের স্নেহবঞ্চিত ও চরণছাড়া হইয়া কোন্ অজানা সুদূর গভীর অরণ্যে বিতাড়িত ও নির্ব্বাসিত হইতেছি ! সে মনের অবস্থা বুঝাইবার ভাষা আমার নাই। একদিন আনন্দভরে গাহিতাম "মাগো চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি, আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি।" আজ আমাদের সকলেরই মনে হইতে লাগিল যে, আমাদের বুঝি এদেশে মরিবারও অধিকার নাই। আজ আমাদের যাত্রার দিন, বিদায়ের দিন, কে জানে এ যাত্রাই আমাদের মহাযাত্রা কি না। আজ আমাদের বিদায় লইতে হইবে। কাহার নিকট বিদায় লইব কে আমাদিগকে বিদায় দিবে—সকলেই দূরে। মনে মনে সহকর্ম্মী, সহযাত্রী সমপাঠী, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, ভৃত্য প্রভৃতি দেশবাসীর নিকট হইতে বিদায় লইলাম ; জ্ঞানে কি অজ্ঞানে যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি তাহার জন্য ভারতের মনুষ্য, পশু, পাখী, তরুলতা প্রভৃতির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বিদায় লইলাম। এ সময় আমাদের সাক্ষাৎ-ভাবে বিদায় লইবার একজন সহকর্ম্মী ছিলেন ইনি Roda case এ Arms act এ দণ্ডিত হন। তাঁহার নাম হরিদাস দত্ত। মনের কথা তাঁহাকেই জানাইয়া বন্দেমাতরম্ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া :—

"বিদায় লইয়া এবে যেতেছি চলিয়া ভাই।
কর্ম্মক্ষেত্রে শিশু মোরা ক্ষম যত অপরাধ তাই ॥
ভারতের ছবি আঁকি যতনে হৃদয়ে রাখি।
কারাগারে দ্বীপান্তরে পূজিব যেথানে যাই ॥

ভারতের স্বাধীনতা-ব্রতে ভুলিব না দীক্ষা দিতে ।
বনের বিহগ ডাকি যদি না মানুষ পাই ॥
স্বাধীনতা-তৃষানল এবে জ্বলেছে কেবল ।
নিভাইবে এ অনল হেন সাধ্য কারো নাই

• • •

বাধা দিতে হেন কাজে বিধি যদি আসেন নিজে ।
নির্ভয়ে বলিব তাঁরে হেন বিধি নাহি চাই ॥

এই গানটী গাহিতে গাহিতে বাহির হইলাম ।

যাত্রা।

আমরা কারাগারের পাঁচ পর্দ্দার ভিতর আবদ্ধ ছিলাম। এক, দুই করিয়া ক্রমে তিন পরদা অতিক্রম করিলাম, তখন সুযোগ পাইয়া মন একবার চাহিল গার্ডেনরিচ মামলার রাধাচরণ প্রামাণিককে দেখিবার জন্য। এদিক ওদিক নিরীক্ষণ সতর্কভাবে অনেক চেষ্টা করিলাম কিন্তু কোন চেষ্টাই সফল হইল না। সে আজ ইহজগতে নাই, তাহার অমর আত্মা অমরধামে চলিয়া গিয়াছে। তাহার উদার স্বভাব, করুণ প্রাণ, নির্ভীক হৃদয় কোন আনন্দের জন্য ইংরেজ শাসকের ৯ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড আদেশকে ফাঁকি দিয়া এবং কারাগারের সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া চলিয়া গিয়াছে। সে আজ চির মুক্ত—চির স্বাধীন, সর্ব্ববন্ধনহীন, কোন বন্ধনই তাহাকে বাধা দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই। আজও তাহার মহৎ প্রাণের কথা ভুলিতে পারি নাই তাই তাহার একটু স্মৃতি চিহ্ন এখানে রাখিয়া গেলাম।

ক্রমে আমরা main gate এর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমাদের পৌঁছিবার পূর্ব্বেই দায়মলী খাতার অন্যান্য ৭৬ জন নির্ব্বাসিতকে আনিয়া জোড়া জোড়া এক একস্থানে এক এক group বসাইয়া রাখিয়াছে। প্রত্যেকের পায়েই বেড়ী, সেই বেড়ী বাঁধিবার জন্য চামড়ার ফিতা বিতরণ হইতেছে। কেহ বলিতেছে আমাকে, কেহ বলিতেছে মেছু, মুন্বে, মলা ইত্যাদি কে কার অগ্রে গ্রহণ করিবে এ নিয়া যেন একটা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে। দূর হইতে মনে হয় লুট বিতরণ করা হইতেছে আর

সকলেই যেন নারায়ণের লুটের প্রসাদ গ্রহণে ব্যস্ত। নিকটে আসা মাত্রই আমাদিগকে শচীনের সঙ্গে বসাইয়া দিল। ভিতর হইতে জেলার হিল সাহেব বাহিরে আসিয়া আমাদের উপর একবার চোখ বুলাইয়া গেল। আমাদের উপর সরকারের দৃষ্টি চিরকালই তীক্ষ্ণ সে জন্যই হিল সাহেব ভিতরে যাইয়া আমাদের in charge আন্দামানের Chief Engineer সাহেবকে দেখাইয়া দিল। এই মুহূর্ত্ত হইতেই আন্দামানের দৃষ্টিতে পড়িলাম। জেলের নিয়মানুসারে নির্ব্বাসিতের সমস্ত private property বিক্রি করিয়া দেওয়া হয়। তদনুসারে আমাদের সমস্তই বিক্রয় হইয়াছে। Assistant Jailor আসিয়া private property বিক্রির কার কতটাকা warrant এ জমা হইয়াছে তাহা শুনাইয়া দিল।

এবার জেলার আসিয়া আমাদিগকে ডাকিয়া উঠাইল তাহার পিছনে পিছনে চলিলাম—রুদ্ধদ্বার খুলিয়া গেল। পাঁচ পর্দ্দার বাহির হইলাম। এ সকল গণ্ডীর পরদা ক্ষুদ্র সুতরাং অতিক্রম করিতেও গৌণ হইল না, কিন্তু এবার আসিয়া এক বৃহদায়তন পরদার ভিতর পড়িলাম—ইংরাজ শাসনতন্ত্রের বেড়া জাল। আমাদের দেশের লোকের ধারণা যাহারা কারাগারের নিগড়ে আবদ্ধ তাহারাই বদ্ধ, তাহারাই বন্দী; একথা স্বাধীন দেশ জাপান, আমেরিকার যুক্ত প্রদেশ, জর্ম্মানি, ফরাসি, ইটালির পক্ষে শোভা পায় কিন্তু পরাধীন পরপদদলিত ভারতবাসীর পক্ষে নহে। আমরা পাঁচ পরদার বাহিরে আসিয়াও মুক্ত বলিয়া মনে করিতে পারিলাম না।—আমাদের রুদ্ধদ্বার খুলিয়াও খুলিলনা। বাহিরে আসিয়া আমরা পাশাপাশিভাবে এক সারিতে চারিজন বসিয়া গেলাম, অবশিষ্ট ৭৬ জন নির্ব্বাসিতও আমাদের অনুসরণ করিল। Front rankই

আমাদের। এবার জেলার হিল সাহেব তাহার শেষ ঝাল মিটাইয়া লইবার জন্য আমাদের সম্মুখে আসিয়া প্রথমেই শচীনকে দেখাইয়া বলিল "you won't come back" শচীন বলিল "why ?" "you will be killed by the aborigines" হিল সাহেব এই উত্তর দিল। হিল সাহেব এরূপ উত্তর কেন দিল তাহার একটা কারণ আছে ; এখানে সংক্ষেপে একটু বলিয়া রাখি ; স্থানান্তরে বিশেষ ভাবে বলিব। শচীন যখন বেনারস জেলে আবদ্ধ তখন সে একবার পলায়নের চেষ্টা করে। এবং তাহার বন্দোবস্ত যখন ঠিক হয়, জিনিষ পত্র যখন আসিয়া যায়, যে দিবস সে পলায়ন করিবে সে দিবসই একজন কয়েদী বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাহার গুপ্ত অভিসন্ধি বলিয়া তাহার অস্ত্র ও সমস্ত সরঞ্জাম ধরাইয়া দেয়। হিল সাহেব যে সে কথাটা জানিতে পারিয়াছে তাহার ঐরূপ উত্তরেই আমরা বুঝিতে পারিলাম। আমাকে দেখাইয়া বলিল "You will remain there" আমি বলিলাম "How do you know ?" তখন হিল বলিল "Malaria consume you there" একথা বলার মধ্যে একটা সত্য ধারণা তাহার হইতে পারে, কারণ আমি যখন ধরা পড়িয়া Presidency জেলে আসি তখন কালাজ্বর আমার skeleton দেহেই বহন করিয়া আনিয়াছিলাম। খগেনবাবুকে দেখাইয়া বলিল "There is hope for you" ত্রৈলোক্যবাবুকে দেখাইয়া বলিল "you will die there" তাহাকে একেবারে জবাব দিয়া দিল। কারণ তিনি ধৃত হওয়ার পূর্ব্ব হইতে হাঁপানি রোগে ভুগিতেছিলেন ত্রৈলোক্যবাবু তাহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মাল্‌ভেনির নিকট যে complain করিয়াছিলেন তাহার সম্বন্ধে হিল সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন হিল সাহেব বলিল "We have got special

order from the Govt. not to detain you here," পরে দেখা গেল টিকেটে লেখা আছে Has asthma, Fit for travel vide I. G. P letter No—এ সকল আলাপের পর হিল সাহেব তাঁহাকে একটু আশাও দিল যে "Don't be hopeless; you will get sea climate there which is much beneficial to cure asthma. You will get that treatment there which is impossible in Indian Jail." পূর্ব্বে ছিলাম Hutchinson, Tegart, Colson ও গুর্খা পুলিশের হাতে, পরে জেল Surgeant এর হাতে, এবার পড়িলাম আন্দামান মিলিটারি পুলিশের হাতে। Andaman Police Inspector আসিয়া আমাদের দাঁড়াইবার আদেশ করিল। সর্ব্বাগ্রে আমরা দাঁড়াইলাম আমাদের সঙ্গে সঙ্গে সকলেই উঠিল এবং আমাদের সঙ্গে সঙ্গে Forward হইল। আশি জনের পায়ের বেড়ী ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল, এই বেড়ীর তালে তালে সৈনিক শ্রেণীর ন্যায় চলিলাম। এতগুলি লোকের দুরবস্থা দেখিয়া প্রকৃতি দেবীও যেন তাঁহার দুঃখ সম্বরণ করিয়া রাখিতে পারিলেন না। দুঃখের বাহ্যিক প্রকাশের জন্য বরুণদেব আবির্ভূত হইয়া শোকাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। আমাদের তখন আশ্রয় পাওয়ার কোন স্থান ছিল না কারণ আমরা আজ ঘরের নই পরের! প্রত্যেকের হাতেই লোহার থালা বাটী এবং উহার সাহায্যেই আপন আপন মাথা বাঁচাইলাম। অর্দ্ধ রাস্তায় যাওয়ার পর বৃষ্টি থামিয়া গেল, রক্তরাগ অরুণ দেবের হাসিমুখ আবার দেখা দিল।

আমাদের এই সেনা দলে হিন্দুস্থানি, বিহারী, পাঠান, বোম্বাই, আসামী উড়িয়া, বেলোচ, গুজরাটী, পাঞ্জাবী, বাঙ্গালী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকই

ছিল। পাঠানরা গান ধরিয়া দিল ; শিখরা গ্রন্থ সাহেবের শ্লোক উচ্চারণ এবং হিন্দুস্থানীরা "জয়কালী মাইকি জয়" মুসলমানরা "আল্লা আল্লা" ধ্বনি করিতে লাগিল। আর কেহ বা তালে তালে বেড়ী বাজাইতে বাজাইতে চলিল। আর ভেতো বাঙ্গালীগুলি লক্ষ্মীছাড়া মুখ করিয়া মরার মত চলিল। পাঠানদের গান বুঝি আর না বুঝি কিন্তু শ্রুতি মধুর হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সকল হৈ চৈয়ের মধ্য দিয়া আমরা যেন রণসাজে ঢাল তলোয়ার বিহীন নিধিরাম সিপাই সমর যাত্রা করিতেছি। আবার আমাদের মার্চ্চও তেমনি "ঘাস্ বিচালি ঘাসের" মত। আমাদের চারি ধারে টোটা ভরা সঙ্গিন অবস্থায় আন্দামান পুলিশ পাহারা। আমাদের সম্মুখে নিকটেই সেই Inspectorটী ছিল—আমরা তাহার সঙ্গে আন্দা-মানের সম্বন্ধে আলাপ করিতে করিতে পথ বাহিয়া চলিয়াছি আর যতদূর দৃষ্টি পৌছায় ততদূর পর্য্যন্ত নয়ন ভরিয়া স্বর্গাদপি গরীয়সী সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা সোনার বাঙ্গলা দেশকে শেষ দেখা দেখিয়া প্রাণের পিপাসা মিটাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছি।

"নন্দন-কাননে কিবা শোভাহার,
বনরাজি কান্তি অতুল তাহার,
ফল শস্য তার সুধার আধার,
স্বর্গ হতে সে যে মহা গরীয়ান "

আজ সেই স্বর্গ ছাড়িয়া কোথায় যাইতেছি—কোথায় নির্ব্বাসিত হইতেছি ! এ সময় মনে হইল যদি একটী বিশ্বাসী লোক পাই তবে মনের ব্যথার কথা, শেষ গোপন কথা একবার তাহাকে বলিয়া যাই। সে

লোকও পাইলাম না বলিতেও পারিলাম না, সে কথা আজ এখানেও লিখিব না।

* * *

ক্রমে আমরা গঙ্গার তীরস্থ কয়লা ঘাটের নিকটবর্ত্তী হইলাম অল্প দূর হইতে একখানা ছোট জাহাজও দেখিলাম; এবার ঘাটের উপর আসার পরই আমাদের বসিবার হুকুম হইল, বসিয়া পড়িলাম। দেখিতে পাইলাম জাহাজ খানার গায়ে অগ্রভাগে লেখা আছে Maharaja। তখন আমাদের মধ্যে ত্রৈলোক্য বাবুকে নিয়া একটু ঠাট্টাচাতুরীও চলিল। ত্রৈলোক্য বাবু আমাদের সকলেরই নিকট বুদ্ধিমান স্থির, ধীর ও সাহসী চরিত্রবান বলিয়া মহারাজ নামে পরিচিত; তাঁহাকে অনেকেই তাঁহার স্বনামে চিনেন না। আজ মহারাজাকে যাত্রীরূপে গ্রহণ করিয়া বাহক হইবার জন্য the maharaja উপস্থিত—ইহাই ছিল ঠাট্টার কারণ। ইতিমধ্যে আমাদের Regiment এর গণাবাছা হইয়া গেল, উপর হইতে সিঁড়ী নামিয়া আসিল; মনে হইল এবারই দেশের মাটি হইতে পা উঠিবে। কতই না উৎফুল্লচিত্তে গাহিতাম—

এ দেহ তোমার মাটি হ'তে
হয়েছে সৃজিত পোষিত তাহাতে
মাটি হয়ে পুনঃ মিশিবে তাহাতে
ভবলীলা হবে অবসান।

আজ আর সে আশা রহিল না—দেশের ধূলিকণাকে বোধহয় স্বর্ণরেণু বলিয়া মনে করিতে, দেশের মাটি বলিয়া হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাইতে, দেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসার পরিচয় দিতে পারি নাই তাই আজ

মাটির উপর আমাদের পা রাখিবার অধিকারও রহিল না। এই চিন্তা করিতে করিতে দেশের, ভারতের একখণ্ড মাটি সঙ্গে লইলাম, লইলাম শুধু এই জন্য যদি জীবন ওখানেই শেষ হয়, যদি আর দেশে ফিরিয়া আসিতে না পারি, যদি মায়ের ফলশস্যে, জলবায়ুতে পরিপোষিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া মৃত্যুকালে তাহার পরশ হইতে বঞ্চিত হই তবে এই মাটী বক্ষোপরি ধারণ করিয়া ভারতের (মাটীর) ধ্যান করিতে করিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিব।

উঠিবার হুকুম হইল—

তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম্ম,
তুমি হৃদি, তুমি মর্ম্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে,
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারি প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।

এই বন্দনা উচ্চারণ করিতে করিতে দেশের মাটি হইতে শেষ পা উঠাইলাম।

জাহাজে পাঁচ দিন।

১৯১৬ সালের ১৩ই আগষ্ট তারিখ সিঁড়ীর পর সিঁড়ী অতিক্রম করিয়া চন্দ্রনাথের চূড়ায় উঠার ন্যায় একেবারে জাহাজের সর্ব্বোচ্চস্থানে উঠিয়াছি। এস্থান হইতে চতুর্দ্দিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। যতই দেখি ততই দেখার প্রবৃত্তি বাড়িয়া চলিল আর প্রতি নিয়ত এই ধারণা হইতেছিল এই বুঝি যবনিকা পাত হয়। এই বুঝি অস্ত গমনোন্মুখ সূর্য্যের ন্যায় ডুবিয়া যাই, এই বুঝি অন্ধকূপে নিমজ্জিত হই! স্বর্গাদপি গরীয়সী সকল দেশের রাণী ভারতবর্ষ বুঝি আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে লুকাইয়া যায়! যাঁহার রূপ ভুবন মনোমোহিনী, চন্দ্রে যাঁর হাসি, সূর্য্যে যাঁর দীপ্তি, নিকুঞ্জকানন যাঁর সৌষ্ঠব যাঁহার শস্য শ্যামল হরিৎ ক্ষেত্র মনোমুগ্ধকর, যাঁহার নদনদী পীযূষ ধারা বহনশীল,—সে বহু রত্ন প্রসবিনী মাকে বুঝি আজ আমরা হারাই! ফলে তাহাই হইল! দেশের সঙ্গে সম্বন্ধবিচ্ছিন্ন আজ আমরা মাতৃহীন সন্তান।

আমরা উপরে উঠিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে এস্থান আমাদের জন্য নহে কারণ আমাদের অবস্থার সঙ্গে এ ব্যবস্থার সামঞ্জস্য হয় না। কয়েদীর বালাখানা শোভা পায় না। এই বলিয়াই মনকে প্রবোধ দিলাম, এ স্থান লম্বা লম্বা বেতনভোগী শ্বেতাঙ্গের জন্য। আমরা এ স্বর্গ ছাড়িয়া মর্ত্ত্যে গেলাম, দেখিয়া মনে হইল সম্ভবতঃ এ স্থান আমাদের জন্য; এ স্থানে থাকার পর আরও নীচে যাওয়ার হুকুম হইল সে স্থানে পৌছিয়া মনে করিলাম এবার যখন পাতালে প্রবেশ করিয়াছি ইহার পর আর কোথায় যাইব, নিশ্চয়ই এই শেষ। কিন্তু আমরা বন্দী, দণ্ডিত ও নির্ব্বাসিত আমাদের স্থান ত্রিজগতের কোথাও হইল না। আরও নীচে যাওয়ার

হুকুম হইল— গেলাম। যাওয়ার পর বিশ্বাস হইল এবার যখন ত্রিজগতের বাহিরে আসিয়াছি তখন আর কোথাও যাইতে হ‍ইবে না—এবং আমাদের এ বিশ্বাসও সত্যে পরিণত হইল। দ্বিতীয়বার যে প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম উহা অত্যন্ত কদর্য্য, বায়ু চলাচলহীন অন্ধকারাবৃত ; অব্যবহার্য্য ক্ষুদ্রায়তন মেঝেয় বিক্ষিপ্তাবস্থায় কতকগুলি কম্বল রক্ষিত ; এ কারণেই উহা আমাদের যোগ্য বলিয়া মনে হইল। পরে উহা আমাদের প্রহরী শিখ ও মুসলমানদের জন্য জানিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। তাহারা যে কোন দেশী বা প্রদেশীই হউক কিন্তু আমাদের দেশের লোক—আমাদের সহোদর কল্প। এই পৃথক ব্যবস্থা, এরূপ তুচ্ছ তাচ্ছল্যের ভাব দেখিয়া হৃদয়ে বড় লাগিল, হৃদয়ে অনল জ্বলিয়া উঠিল, এ অনল কখন কোন্ শুভক্ষণে যে নিভিবে, কোন অমৃতযোগে যে শান্ত হইবে কে জানে ; সে এক সৃষ্টি কর্ত্তাই জানেন।

আইন কানুনের কর্ত্তা তারা
তাদের স্বার্থ সকল ধারা,
রিজার্ভ করা সুখ সুবিধা তাদের ভারতময়।

* * *

তাদের কলে তোরাই কুলী
তারাই নিচ্ছে টাকার ঝুলি
ক্ষুধায় মৃত্যু হয়।

কবির এ উক্তি আজ মর্ম্মে মর্ম্মে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিলাম। এই গেল, ত্রিতলের কথা। কেহ দ্বিতল ত্রিতল প্রাসাদের ন্যায় বুঝিয়া ভুল

করিবেন না। আমরা জাহাজের খোলে প্রবেশ করিতেছি এস্থানে নিম্ন হইতে উপরে যাওয়ার উপায় নাই। সর্ব্বাগ্রে উপর হইতেই নিম্নে আসিতে হয়। অতঃপর তৃতীয়বার আমরা দ্বিতলে প্রবেশ করিলাম। সেস্থানের অবস্থা দর্শনে সকলেরই নাসিকা কুঞ্চিত করিতে হইল—নাসিকা বস্ত্রের দ্বারা আবৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না, ইহা মানুষের ব্যবহারের যোগ্য এ ধারণা কিছুতেই হইল না। এমন দুর্গন্ধময় কদর্য্য ও অব্যবহার্য্য স্থানের তুলনা করিতে হইলে আমাদের সহরের ধারে municipalityর পুরীষ মূত্র ত্যাগের সদর স্থানগুলিই উপমার যোগ্য। বহু বৎসর পূর্ব্বে ১৯১৪—১৯১৯ সালের জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময়ে London Times এ আইরিশ বন্দীদের প্রতি অত্যাচারের সংবাদ পাঠ করিয়াছিলাম, তাহাদিগকে যে স্থানে রাখা হইয়াছিল সে স্থানের কদর্য্যতা সম্বন্ধে যে বর্ণনা দিয়াছিল এ স্থানেরও তুলনা কতকটা উহার সঙ্গে হইতে পারে। এ যেন তৈলের গুদাম ঘর। আমরা স্বর্গ মর্ত্ত্য অতিক্রম করিয়া পাতালে প্রবেশ করিয়াছি ত্রিজগতের মধ্যেই যখন সৃষ্টির বিকাশ—জীবের বাস তখন আমাদের এ স্থানেই প্রবাসী হইতে হইবে এ বিশ্বাসই হইল। পরে দেখিলাম এ স্থানও আমাদের জন্য নহে এবার আমাদের সৃষ্টির বাহিরে যাইতে হইল—স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালের কোন স্থানেই আমাদের স্থান হইল না—আরও নীচে গেলাম এবার আসিয়া অন্ধকূপে প্রবেশ করিলাম। বাঙ্গলা দেশের অনেকেই হয়ত আলিপুর চিড়িয়াখানার সিংহ ও শার্দ্দূল পোষার স্থানটী দেখিয়াছেন; উহা যেরূপ লোহার শিক দ্বারা চতুর্দ্দিক সুরক্ষিত আমাদের এ অন্ধকূপের সঙ্গেও উহার সাদৃশ্য আছে। একটী প্রকোষ্ঠ পুরুষের জন্য আর একটী স্ত্রীলোকদের জন্য। আমাদের ৮০

জনকে চারি কক্ষে সমভাগে বিভক্ত করিয়া দিল। এ স্থানে বায়ু চলাচল বন্ধ, আলোক রশ্মির উপর ১৪৪ ধারা জারি, তবে প্রত্যেক প্রকোষ্ঠের এক পাশে জাহাজের গায়ে দুইটী করিয়া ফুটবলের সম পরিমাণ কাঁচাবৃত গোলাকার স্থান আছে, (post hole) আলোক রশ্মি সময় সময় civil disobedience করিয়া উহার মধ্য দিয়া আমাদের কক্ষে উঁকি দেয়। আন্দামানের সরকারী কাজের জন্য যথা হাতী-গরু-ঘোড়া ভেড়া এ দেশ হইতে নেওয়া হয়, তখন তাহাদের স্থান যেখানে হয়, মাল মসলা ধান-চাল-ডাল যেখানে রক্ষিত হয়, আমাদের স্থানও সেখানেই;—যে স্থানে মশা-মক্ষিকা ভয়ে প্রবেশ করে না সেস্থানেই প্রবাসী হইলাম আমরা। আবার ইহারই মধ্যে এতগুলি লোকের মল-মূত্র ত্যাগ করার স্থান একটা পিপার অর্দ্ধাংশে। প্রয়োজন হইলে সকলকে সাক্ষ্য করিয়াই অসভ্যের ন্যায় নির্লজ্জের ন্যায় কাজ শেষ করিতে বাধ্য—কারণ "হাগায় না মানে বাবার ভয়"।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল কি না বুঝিতে পারিলাম না—যে স্থানে অন্ধকারের রাজত্ব, যেস্থানে আলোর প্রভাব খর্ব্ব, যেখানে দিবারাত্র এক সেখানে সন্ধ্যা বা ঊষার পরিচয় পাওয়া যায় না—উপলব্ধি হয় না। ইহারই মধ্যে আপন আপন সম্বল কম্বলগুলি স্তুপ হইতে কায়ক্লেশে অনুমানে বাছিয়া লইয়া আমরা চারি কক্ষের এক এক কোণে শয্যা করিয়া লইলাম। অল্পক্ষণ পরে সন্ধ্যাবার্ত্তা নিয়া বিজলী বাতি জ্বলিয়া উঠিল—প্রকৃতি দেবী সন্ধ্যার আগমন বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন। আজ আমাদের রাত্রি ভোজের কোন ব্যবস্থা হইল না—অনাহারে অনিদ্রায় রাত্রি কাটিয়া গেল; বিজলী বাতি দিবা আগত সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া চলিয়া গেল; ভোরে নঙ্গর উঠাইয়া

জাহাজখানা মন্থরগতিতে ধীরে ধীরে ডায়মণ্ড হারবার অভিমুখে যাত্রা করিল। আমরা হাত মুখ ধুইয়া সেই কাঁচাবৃত গোলক-মধ্য দিয়া বার বার রাজরাণী বীরপ্রসবিনী রত্নগর্ভা প্রতাপ-শিবাজী-জননী সুখদা বরদা ভারত-মাতাকে মনের সাধে দেখিতে চেষ্টা করিলাম ; সে চেষ্টা একবার দু'বার নয়, শত কষ্ট স্বীকার করিয়াও প্রায় সমস্ত দিন একজন আর একজনের সাহায্যে প্রাণের অনন্ত তৃষ্ণা মিটাইতে যত্ন করিলাম। একজন কোমরে ধরিয়া উঁচু করিয়া রাখিলে দেখিবার সুবিধা হইত। নচেৎ বেড়ী-পায়ে লম্ফ প্রদানে কৃতকার্য্য হওয়া অসম্ভব ছিল। বেলা দশটার সময় আমাদের খাবার আসিল চিড়া, চিনি, তেঁতুল, নুন, ছোলাভাজা আর চাটগাঁয়ের লম্বা লম্বা শুকনা লঙ্কা। পূর্ব্ব বঙ্গের নৌকার মাঝির মত চিড়া চিনি জল সংযোগে উদরসাৎ করিয়া উদরানল নিবৃত্তি করিলাম। চারিটার সময় আবার খাবার উপস্থিত। চারিটার সময় খাবার উপস্থিত শুনিয়া কেউ মিঠাই সন্দেশ মনে করিবেন না—ইহা কয়েদীর খানা সেই চানা আর চিড়া। প্রাত্যাহিক নিয়মানুসারে বিজলী বাতি তাহার সংবাদ পৌছাইল—সন্ধ্যা হইল বুঝিতে পারিলাম। আমরা রাত্রির আহার শেষ করিয়া শুইয়া পড়িলাম। রজনীর শেষ ভাগে, জাহাজ সমুদ্রের ফেনিল উত্তাল তরঙ্গের মাঝে উপস্থিত বুঝিতে পারিলাম। ভাদ্র মাস দিবাভাগে আকাশ মেঘের মায়াজালে আবৃত, সূর্য্যের কিরণ রেখা ম্লান সাগর বক্ষে পড়িয়াছে। গুড়্ গুড়্ রবে, সাগর তরঙ্গের নৃত্যে নিনাদিত। বুক ফাটা অসীম তরঙ্গের হিল্লোলে অন্তহীন আশা লইয়া অল্পায়তন দোদুল্যমান জাহাজখানা সমুদ্রের বক্ষভেদ করিয়া গমন করিতেছে, এ অবস্থায় post hole দুটীও বন্ধ করিয়া আমাদিগকে জগতের বাহির করিয়া রাখিল।

সকলকে sea sickness এ ধরিয়াছে, কাহারো মাথা উঠাইবার ক্ষমতা নাই, ক্রমে সকলেরই স্ফূর্ত্তি নষ্ট হইয়া আসিল। সমুদ্রের মাতলামীতে সকলকেই পাইয়াছে, "সংসর্গয়া দোষা গুণা ভবন্তি"র প্রভাব সকলেরই উপর পড়িয়াছে, আমরা শির ঘূর্ণণে ও বমনের যন্ত্রণায় অস্থির। কোথায় আছি, কোথায় যাইতেছি, জগতে প্রকৃতির অবস্থা কি সকলই অপরিজ্ঞাত। প্রাত্যহিক নিয়মানুসারে চিড়া চানা আনার ত্রুটি নাই কিন্তু খায় কে? খাবার ইচ্ছা থাকিলেও শক্তির অভাবে আয়োজন করিয়া নেওয়া কঠিন সুস্থ অসুস্থ. সবল দুর্ব্বল যেখানে একত্র সেখানে সুস্থ ও সবল অসুস্থ ও দুর্ব্বলকে সাহায্য করিতে পারে। এখানে সকলেই অসুস্থ, সকলেই দুর্ব্বল, সকলেই সাহায্যপ্রার্থী সকলেরই অবস্থা এক, কে কাহার সেবা করে, কে কাহাকে ভোজন করায়! কে কাহার আপন কে কাহার পর সকলেরই অবস্থা "চাচা আপন পরান বাঁচা"। চারিটা বাজিয়া গেল, আমাদের রুদ্ধদ্বার খুলিয়া দিল। মুক্ত হাওয়ায় ছাদের উপরে সকলেরই যাওয়ার আদেশ হইল। হাফ ছাড়িয়া বাঁচিবার আশায় শত কষ্ট স্বীকার করিয়াও বেড়ী নিয়া সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি দিয়া এ দুর্ব্বল শরীরটাকে কোন প্রকারে টানিয়া উঠাইলাম। এখানে সুখের লোভে আসিয়া দেখি বাতাস মাতাল একা বেকা ফ (তোলা তরঙ্গে সমুদ্র ক্ষ্যাপা চতুর্দ্দিকে অনাতি দূরে আকাশ ও সমুদ্রের যেন মিলন হইয়াছে মনে হয়। সমুদ্র আকাশ ও ক্ষুদ্র জলযান খানা ব্যতীত যেন জগতে আর কিছুই নাই, এ তিনটী জিনিষ লইয়াই যেন জগৎ। আমরা সেই জগতের অধিবাসী প্রত্যেকটী উন্মাদ তরঙ্গ আকাশকে স্পর্শ করার জন্য ব্যস্ত, তরঙ্গ সৃষ্টি সাগরকে সঙ্গে লইয়া আকাশের সঙ্গে মহামিলনের জন্য প্রয়াসী। উর্ম্মিমালার গর্জ্জনে আকাশ

যেন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে! এই মস্ত ঢেউয়ের উপর দৃষ্টি পড়িলে অন্ন-প্রাশনের অন্ন পর্য্যন্ত নির্গত হইতে চায়; তখন মুক্ত বায়ু সেবনের প্রবৃত্তি আর কারো থাকে না। তখন নীচে থাকিলেই যেন বাঁচি।

সমুদ্র ক্ষ্যাপা হইলেও উহা দেখিবার প্রবৃত্তি আমাদের খুব জন্মাইয়াছিল। দুর্ভোগ ভুগিতে হইলেও এ লোভ সম্বরণ করিতে পারি নাই। কোন ফাঁকে একবার অল্প সময় সমুদ্র দৃশ্য দর্শন করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতাম। আমরা চারি জন ব্যতীত সহযাত্রীদের মধ্যে অন্য কাহারও একবারের বেশী দুইবার সমুদ্র দেখার প্রবৃত্তি জন্মাইয়াছে বলিয়া মনে হইল না। এ সম্বন্ধে লোভের মাত্রাটা বোধ হয় আমাদেরই বেশী ছিল; sea sicknessএর প্রতিষেধক Lime juice অল্প পরিমাণ পান করিয়া নীচে আসার হুকুম তামিল করিলাম। সেই রাত্রে আর আহার হইল না, আহারের কথা মনে হইলেই উল্টি (বমী) নির্গত হওয়ার উপক্রম হয়। ভোর হইল, ৮টার সময় আবার উপরে যাওয়ার তাগিদ আসিল, যাওয়ার পর দেখিতে পাইলাম দুস্তর সমুদ্রের মাতলামীর নেশা পূর্ব্বাপেক্ষা আরও বাড়িয়া গিয়াছে, ভাবিলাম এ চির অশান্ত, চির চঞ্চল, চির দুর্দ্দান্ত, চির উন্মাদ—ইহার শ্রান্তি নাই—অবসাদ নাই—আলস্য নাই—আপনভোলা অদম্য উৎসাহী—অবিশ্রান্ত কর্ম্মী। জাহাজখানা ইহার অনন্ত বিস্তৃত উর্ম্মিমালার বুক চিরিয়া, অন্তহীন আশা ও অসীম সাহসে নির্ভর এবং চির চঞ্চল সমুদ্রের কলরোলকে ব্যঙ্গ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে করিতে যাত্রার পথ শেষ করিতেছে। মাইল ব্যাপী দুই তরঙ্গের মাঝে যখন জাহাজখানা ডুবিয়া পড়ে, তখন এত নীচে আসে যে উহার ৮।১০ হাত উপর দিয়া তরঙ্গগুলি চলিয়া যায়; জাহাজখানা যেন

জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে। দুই মাইল দূরেই যেন উহাদের চির-বাঞ্ছিত জন্ম-জন্মান্তরের মহামিলন হইয়াছে। এবার শত ইচ্ছা থাকিলে কুজ্ঝাটিকাময় ক্ষিপ্ত সাগরের প্রতি কারো দৃষ্টিপাত করার ক্ষমতা হইল না—দৃষ্টিপাত-করা মাত্রই উল্টি;—সাধ করিয়া গলায় ছুরি দেওয়ার প্রবৃত্তি কাহারো কখনও হয় না, সুতরাং আমরাও প্রলোভন সম্বরণ করিতে বাধ্য হইলাম। এখন অন্ধকূপে প্রবেশ করিলেই বাঁচি—নিত্য নৈমিত্তিক নিয়মানুসারে লেবুর সরবৎ পান করিয়া নীচে আসিয়া প্রাণ বাঁচাইলাম। আজ কোথাও যাইয়া শান্তি নাই—কাহারো দাঁড়াইবার কি বসিবার ক্ষমতা নাই সকলেরই অবস্থা "ত্রাহি মাং মধুসূদন।" মরার মত শয্যাশায়ী হইলাম। বিছানা-পত্র সহ ওলট পালট হইয়া এক সঙ্গে বারমসলা পেষার মত অবস্থা হইল আমাদের! বমীর বিরাম নাই—দুর্গন্ধের মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল, কারো এমন ক্ষমতা ছিল না যে একটু দূরে যাইয়া বমী নিঃসরণ করে। কেউবা আপন বিছানায় কেউবা অন্যের বিছানায় আবার কেউবা সামলাইতে না পারিয়া অন্যের দেহোপরিই উল্টি করিয়া দিতেছে। এ সকল অবস্থা দেখিয়া অপরাপর সাধারণ নির্ব্বাসিতদের কারো কারো কলেরা হইয়াছে বলিয়া ধারণা হইল এবং সকলেই অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল। বহু লোক প্রাণের আশা ছাড়িয়া দিল। যারা আমাদের পাশে শয়িত তারা কাঁদ কাঁদ ভাবে জিজ্ঞাসা করিত "বাবু জি! ক্যা হোগা' জাজ ডুব যায়গী? বাঁচনেকা কৈ ওমেদ হ্যা?" আমরা যথাসাধ্য তাহাদের হৃদয়ে আশার সঞ্চার করিতে চেষ্টা করিতাম, উহা তাহাদের বিশ্বাস হইয়াও যেন হইত না—যখন শির যন্ত্রণায় এবং বমীর যন্ত্রণায় অস্থির হইত তখনই আবার বিশ্বাস নষ্ট হইয়া যাইত আবার অবিশ্বাস আসিয়া গ্রাস করিত। বিছানা-

পত্র বমী ও জলে ভিজিয়া গেল শোওয়ার স্থান পর্য্যন্ত নাই ;—শুধু ডেকের উপর আধমরার অবস্থায় প্রায় সকলেই পড়িয়া রহিল। মহামারীর প্রপীড়নে পরিচর্য্যা ও সৎকারের অভাবে গ্রাম্য শ্মশানের যে অবস্থা হয় আমাদের এ অবস্থার সঙ্গে সে অবস্থার তুলনা হইতে পারে। এমন একটা দৃশ্য দেখিলাম—শবদেহগুলি শ্মশান ক্ষেত্রে পড়িয়া আছে শ্মশান বন্ধুর অভাবে দাহ হইতেছে না—একটা বিভীষিকার জাগ্রত ভাব বিকাশ করিয়া তুলিয়াছে ! পূর্ব্বে অনেক স্থানে এই জীবন-মৃতের আশ্রয় স্থলের বর্ণনা দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি, এখন ঐ সকল অবস্থা স্মরণ করিয়া এ নরক কুণ্ডের অবস্থা বুঝিয়া লইতে পাঠকগণ চেষ্টা করিবেন, কল্পনাদ্বারা হৃদয়ঙ্গম করিতে সচেষ্ট হইবেন। ভাষায় ব্যক্ত করিয়া অবস্থা বুঝাইবার ক্ষমতা আমার নাই—আমার পক্ষে উহা অসম্ভব।

চারিটা বাজিয়া গেল। সমস্ত দিন আহার নাই, আরাম নাই, শান্তি নাই, সুখ নাই এমন সময় আবার উপরে যাওয়ার ডাক পড়িল। সকলেই strike সকলেই refuse ; শুইয়াই প্রাণ বাঁচে না, যন্ত্রণা সহ্য হয় না, দাঁড়াইব কোন সাহসে ! অন্যান্যকে ধমক দিয়া ভয় দেখাইয়া উঠাইয়া লইয়া চলিল কিন্তু আমরা চারিজন absolutely refuse করিয়া একেবারে বাঁকিয়া বসিলাম। তখন Inspector আসিয়া বলিল Babu please come out. You will get relief on the top, otherwise you will suffer much dne to sea-sickness. For your benifit I request you to go again. তাহার কথায় বিশ্বাসে এবং কতকটা ভদ্রতার খাতিরে নির্ভর করিয়া উঠিলাম। উপরে যাইয়া দেখি চতুর্দ্দিক অন্ধকার, কুজ্ঝটিক ছাড়া আর কিছুই দৃষ্টি-

পথে পড়ে না। এই অন্ধকারের মধ্যে অসীম সাহসে নির্ভর করিয়া জলযানখানা শিশুর খেলার পানসি নৌকার ন্যায় ওলট পালট অবস্থায় টলমল করিতে করিতে পথ অতিক্রম করিতেছে—উর্ম্মিমালার মধ্যদিয়া Submarineএর ন্যায় গমন করিতেছে। যাহারা জাহাজে ষ্টিমারে বা নৌকায় কখনও চলাচল করে নাই, তাদের হঠাৎ এ অবস্থায় পড়িলে চিন্তাকুল ভীত বা সন্ত্রাস্ত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।—বাঁচার আশা নাই এবং মৃত্যু অনিবার্য্য ইহাই তাদের স্বতঃসিদ্ধ ধারণা হওয়া স্বাভাবিক।

উপরে যাইয়া ঝাড়া-ফিরার (মলমূত্র ত্যাগ) ইচ্ছা আমাদের হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে সে স্থানটীর অবস্থা জানিতে পারিব এ প্রবৃত্তিও জন্মিল। বেড়ী-পায় দুর্ব্বল অবস্থায় আঁকা-বাঁকা অপ্রশস্ত সিঁড়ী দিয়া নিম্নাভিমুখে গমন করার কালেই বুঝিতে পারিলাম ইহা কয়েদীর জন্য স্বতন্ত্র একটী স্থান। তাহাদেরই ব্যবহারের উপযুক্ত করিয়া তৈরি হইয়াছে। ইহা পায়রা-পোষার পিঞ্জরার ন্যায় ১২০ ডিঃর মুখমুখি দুই বাহুর উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খোপে সজ্জিত অতি কষ্টে বসা যায়, বসিয়াও শান্তি নাই। নিম্নদেশ হইতে জলবিন্দু তাড়া করে, উর্দ্ধদেশ হইতে টুপটাপ বারিবিন্দু নিপতিত হয়—দিবাভাগেই অন্ধকার। অতি কদর্য্য—পুতিগন্ধময়—বমনের বেগ না থাকিলেও স্থান দেখিয়াই উদ্গিরণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এ স্থান সভ্য জগতের কোন ধার ধারে না ঘৃণা লজ্জা থাকিলে এখানে কার্য্য শেষ করা চলে না। কোন প্রকারে ঘৃণা লজ্জা ত্যাগ করিয়া কার্য্যশেষে উপরে আসিয়া অল্পক্ষণ বিশ্রামের পর উদ্গিরণ প্রতিষেধকটী পান করিয়া মৃতের মত নীচে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। আজ চতুর্থ দিবস শেষ হইতে চলিল সন্ধ্যাতারার ন্যায় বিজলি বাতি জ্বলিয়া উঠিল। অনাহারে অনিদ্রায়

কোন প্রকারে রাত্রি কাটাইয়া দিলাম। ভোর হইল এবার জাহাজ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া তীরের সন্ধান পাইল। আজ আকাশের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক নির্ম্মল—সাগরও সৌম্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। সাগর-দৃশ্য দেখিবার এই উপযুক্ত সময়, কিন্তু এ স্বযোগে আর আমাদিগকে উপরে নেওয়া হইল না। প্রতি কক্ষের পাশের port hole দুটি হইতে অনুগ্রহ করিয়া ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করিয়া লইল—ইহার মধ্যদিয়াই আন্দামান দ্বীপশ্রেণীর দৃশ্য দর্শন করিলাম। পূর্ব্বে ধারণা ছিল ইহা অরণ্যাবৃত কিন্তু এখন দেখিলাম সমস্তই পাহাড়—এই পর্ব্বত শ্রেণী উঁচু নীচু হইয়া প্রকৃতির মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য্যের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে, দেখিতে অতি সুন্দর অতি মনোহর। সাগর সলিলে পরিবেষ্টিত বলিয়াই ইহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। জলযানখানা দীর্ঘ সন্তরণ শেষ করিয়া যখন Port blair ঘাটের নিকটবর্ত্তী হইল তখন দেখিলাম সহস্র সহস্র নারিকেল বৃক্ষ শৃঙ্খলাবদ্ধ সৈনিক শ্রেণীর ন্যায় সমুদ্র বেলাভূমে দাঁড়াইয়া যেন জাহাজের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেছে। ফলভারে নতশির সংখ্যাতীত নারিকেল বৃক্ষ কখনও বাংলা দেশের কেহ দেখিয়াছে কি না বলিতে পারি না, তবে ইহা আমাদের পক্ষে অভিনব। আবার যে নারিকেল বৃক্ষগুলি একেবারে সমুদ্রতটে সেগুলি বক্র হইয়া সাগর বক্ষকে যেন চুম্বন করিতেছে, ক্রমে মন্থরগতিতে জাহাজখানা ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। এবার জাহাজখানা তাহার যাত্রার প্রায় ৯০০ মাইল পথ শেষ করিয়া গতি বন্ধ করিল।

এ কয়দিন নানাবিধ যাতনা ও অসহ্য সোয়াস্তির মধ্যেই কাটাইয়াছি। কিন্তু যেই জাহাজখানা গতিহীন হইল, সেই তার আন্দামানে আগমন

সন্দেশ বিদিত হইলাম, জাহাজখানা যখন একেবারে স্থির হইয়া দাঁড়াইল তখন সহযাত্রিগণ পৌছ সংবাদ জানিবার জন্য উৎকণ্ঠিত চিত্তে কাতরভাবে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল বাবু সাহেব! কালা পানিমে জাহাজ আগিয়া? হিয়াপর হি হামলোক কো উৎরানে হোগা?" আমরা তাহাদিগকে বলিলাম "হাঁ হিয়াপরহি উৎরানে হোগা" যখন অন্ধকূপে পড়িয়া নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলাম তখন এই ৮৬ জনের প্রত্যেকেরই ইচ্ছা ছিল যে যতশীঘ্র যাইয়া আন্দামানে পৌছি ততই মঙ্গল। কিন্তু যেই আসিয়া পৌছিলাম তখন আবার মনের অবস্থা বিপরীত—একবার আন্দামানের জমিতে পা দিলেইত গেল আর ত কোন আশা নাই—মনের যখন এরূপ ওলট পালট অবস্থা চলিতেছে তখনই ছাদের উপরে যাওয়ার ডাক পড়িল আমরা সকলেই তখন আন্দামানের দৃশ্য দেখিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠিলাম। উপরে যাওয়ামাত্রই জেলের দৃশ্য দৃষ্টিপথে সর্ব্বাগ্রে পড়িল। দেখিতে অতি সুন্দর বাহির হইতে জেলখানা বলিয়া মনে হয় না যেন কোন বড় লোকের বাড়ী অথবা বড় রকমের একটা মেস্ বা বোর্ডিং; কিন্তু এই মাকালের ভিতর যে কি আছে তাহা পাঠকগণকে স্থানান্তরে জানাইব। আমাদের প্রত্যেকেরই দেহ বিবস্ত্র করার হুকুম হইল। কেন হইল বুঝিতে পারিলাম না। কিছুক্ষণ পরে আমাদের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে করিতে একটী লোক সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল, তখন অনুমান করিয়া লইলাম আমাদের medical Examination শেষ হইল। আবার নীচে চানা চিড়া দ্বারা দু'দিনের উদরানল নির্ব্বাপিত করিয়া যাত্রার শেষ যামিনী আজ জাহাজেরই খোলে কাটাইলাম। যাত্রাপথের পাঁচ দিবস এ ভাবেই শেষ হইল। পর দিবস, পূর্ব্বাকাশে উষার প্রথম চিহ্ন

প্রকাশ পাওয়ার পর আমাদের একটা গান গাহিবার ইচ্ছা হইল—কোন্‌টা গাহিব এ বিষয় নিয়া সমালোচনার পর গানটা ঠিক হইল।—কিন্তু রাগ-রাগিণী ও কণ্ঠস্বরে আমরা সকলেই কিন্নর, তবে খগেনবাবু এ সম্বন্ধে কিছু অভ্যস্ত ছিলেন, আমরা তাহারই অনুকরণ করিয়া পূর্ব্বনির্ব্বাসিত বিপ্লবীদের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত গানটী গাহিতে চেষ্টা করিলাম।

(বেহাগ)

কে আছ মায়ের মুখ পানে চেয়ে,
এস কে কেঁদেছ নীরবে ;
মার মুখ চেয়ে আত্মবলি দিয়ে,
সে মুখ উজ্জ্বল করিবে !
নিজেরে ভাবিয়া অক্ষম দুর্ব্বল,
বাড়ায়েছ মায়ের যাতনা কেবল ;
মাতৃকণ্ঠে যার বাজিছে শৃঙ্খল,
দুর্ব্বল, সবল সে কি ভাবিবে।
জাননারে মূঢ়, জননী তোমার,
পুরাকাল হতে কি শক্তির আধার ;
সন্তানের কণ্ঠে শুনিলে হুঙ্কার,
নয়নে বিজলী খেলিবে।

আন্দামানে দশ বৎসর

ক্ষুদ্র স্বার্থে মজি, এখনও কি ভাই,

মা হ'তে সুদূরে রবে ঠাঁই ঠাঁই ;

হিন্দু মুসলমান এস সবে ভাই,

মায়ে ঐ ডাকিছেন সবে !

কে আজিও পরপদসেবী,

এস শীঘ্র এস মা'র পুত্র সবই ;

ধমনী ভিতরে একই রক্ত বহে,

একই মাতৃনামে উন্মত্ত হবে ।

কে আছ বিপদে না করি দৃক্‌পাত,

মৃত্যু নির্য্যাতন, দৈব বজ্রাঘাত ;

খণ্ড খণ্ড হয়ে, মার মুখ চেয়ে,

এস কে মরিতে পারিবে ।

এস শীঘ্র এস, বেলা বয়ে যায়,

এনেছে জাপান উষা এশিয়ায় ;

মধ্যাহ্ন-গরিমা স্বাধীন ভারত,

আসিবে নিশ্চয় আসিবে ।

(স্বামী প্রজ্ঞানন্দ)

সেলুলার জেলে প্রবেশ।

আমাদের গানটী শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উপরে যাওয়ার হুকুম হইল। যার সঙ্গে যাকিছু 'সম্পত্তি' ছিল তাহা নিয়াই ঔৎসুক্য চিত্তে অজানা অনিশ্চিত আনন্দের আশায় উপরে যাইয়া উঠিলাম। কখন আদেশ হইবে, কখন জেলে প্রবেশ করিব, কখন নির্ব্বাসিত রাজনৈতিক বন্দীদের সাক্ষাৎ পাইব— কতক্ষণে তাঁহাদের নিকট দেশের অভিনব সংবাদ পৌছাইব—আজ বহু বৎসর যাবৎ যাঁরা নির্য্যাতিত, নির্ব্বাসিত দেশের সঙ্গে যাঁদের কোন সম্বন্ধ নাই—যাঁহারা দেশের মঙ্গলের জন্য,—শৌর্য্য-বীর্য্য ঐশ্বর্য্য রক্ষা ও পরিবর্দ্ধিত করিবার জন্য,—সর্ব্বপ্রকার উন্নতির জন্য, দেশকে দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া পূর্ণ স্বাধীন করিবার জন্য সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়া আত্মাহুতি দিয়াছেন সেই সহোদরকল্প দেশপ্রাণ ভারতমাতার সুসন্তানদিগকে স্বচক্ষে দেখিতে পাইব এই আশাতেই মন নৃত্য করিয়া উঠিল। তাঁরা যে কিভাবে আছেন তাঁদের দিন-যামিনী যে কিরূপে কাটে তাহা আমরা জানি না, দেশবাসী তাহার খোঁজ রাখে না সুতরাং তাহাদের অবস্থা কে বুঝিবে—"বুঝিবে সে কিসে, কি যাতনা বিষে, কভু আশীবিষে দংশেনি যারে" অনল যাহাকে দগ্ধ করে নাই সে কখনও অনল-দগ্ধ জ্বালা উপলব্ধি করে নাই,—অনলের দাহিকাশক্তি সে কখনও অনুভব করিতে পারে নাই—আজ তাঁহাদের মরম বেদনা তাহারাই জানে।

যাহারা ভুক্তভোগী—সেই স্বাধীনতা-মন্ত্র-প্রবর্ত্তক ঋষিগণের সাক্ষাৎ পাইবার আশায় মন আজ উৎফুল্ল। যাঁহারা অগ্নিযুগের স্রষ্টা আজ তাঁহাদের দর্শন লাভ করিব এই উল্লাসে আত্মহারা—তীর্থক্ষেত্র হইতে তাড়িত হইয়া শ্মশানক্ষেত্রের স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিয়া সতীর্থদের দর্শনলাভে নয়ন-মনের তৃপ্তিসাধন করিব,—বহুদিনের জমাটবাঁধা গোপন আশা মিটাইব—ইহাই চিন্তাস্রোতের মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠিল। আজ আর অন্য কোন কথাই মনে হয় না সকলই ভুলিয়া গিয়াছি—হারাধন কখন পাব, কোন শুভ মুহূর্ত্তে মায়ের খাঁটি সুসন্তানদিগকে প্রাণ ভরিয়া আলিঙ্গন দিয়া শান্তিলাভ করিব এই ভবিষ্যৎ চিন্তাই আমাদের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিল।—এই অপূর্ব্ব আনন্দের জন্যই মন নাচিয়া উঠিল।

উপর হইতে আমরা আমাদের সম্পত্তিগুলি ঢিল ছোঁড়ার ন্যায় "ধপা-ধপ্" জালি-বোটে ফেলিয়া দিয়া একটু হাল্কা হইলাম—পরে যে চন্দ্রনাথের চূড়ায় একবার আরূঢ় হইয়াছিলাম সেই স্থান হইতে ক্রমে অবতরণ করিয়া উক্ত জালি-বোটে আসিয়া নামিলাম। তরীখানা তীরে সংলগ্ন হইল, মাল-পত্র সঙ্গে করিয়া এই প্রথম আন্দামানের জমিতে পদার্পণ করিলাম। প্লাটফর্ম্মে মেলার জানোয়ারের ন্যায় বসিয়া আছি, কিছুক্ষণ পরেই আন্দামানের ডেপুটি কমিশনার লুইস সাহেব সকলকেই নিরীক্ষণ করিয়া গেল। ইতিমধ্যে ভারপ্রাপ্ত ইন্‌স্পেক্টর আমাদের ৪ জনকে রাজনৈতিক বন্দী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিল।

আজ জেলে প্রবেশ করিতে হইবে। জেল পাহাড়ের টিলার উপর অগ্রসর হওয়ার হুকুম হইল, প্রায় ১ মাইল আঁকা-বাঁকা পথ অতিক্রম করিয়া জেলের রাক্ষসদ্বারে বোঝা মাথায় করিয়া উপস্থিত হইয়া আগমনবার্ত্তা

জানাইলাম। চারি দিবস আমাদের আহার নিদ্রা ছিল না, সমুদ্রযাত্রায় শরীর দুর্ব্বল। এমন অবস্থায় সকলেরই জিনিষপত্রসহ পথ অতিক্রম করিতে অতি কষ্ট হইল। কষ্ট হইলে কি হইবে—কিছু বলার উপায় নাই, এ যে মার্শেল আইনের দেশ—ঘাটে যেরূপ অবস্থা দেখিলাম তাহাতে মনে হইল যেন মুখ খুলিলেই shut up seven days standing handcaffs, যাক্ এ সকল ঘটনা সম্বন্ধে পাঠকগণকে অনেক দৃষ্টান্ত ভবিষ্যতে দিতে পারিব! একবার জেলে প্রবেশ করিয়া নেই। জেলের সম্মুখে আসিয়াই দেখিলাম রাক্ষসদ্বারের উপরিভাগে অর্দ্ধ বৃত্তাকারে বড় বড় অক্ষরে লেখা সেলুলার জেল আন্দামান যে নির্য্যাতনের সেরা স্থান এ ধারণা পূর্ব্বেই ছিল আজ এই জেলের নাম দেখিয়া আমাদের বিশ্বাস ও ধারণা আরও বদ্ধমূল হইল! এই জেল যে কেবল কারাগর্ত্তে পূর্ণ উহা বুঝিতে আর বাকী রহিল না প্রেসিডেন্সী জেলের ৪৪নং ডিগ্রীর মত চির-কালই cell'এ বাস করিতে হইবে ইহা মনে মনে স্বীকার করিয়া লইলাম। জাহাজ হইতে জেলের বাহ্যিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া যে আনন্দ হইয়াছিল এখানে তাহা অন্তর্হিত হইয়া গেল। ইহা যে খাঁটি মাকালের ন্যায় উহা বুঝিতে আর বাকী রহিল না। কারাগারের বৃহৎ দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিল, একে একে আমরা ৮০ জন প্রবেশ করিলাম। এখানে আর ছয় জন নারীকে প্রবেশ করিতে হইল ফিমেল জেলে। সে জেল এখান হইতে প্রায় তিন মাইল দুরে।

আমাদিগকে যেন চিনিতে না পারে এই উদ্দেশ্যে আমরা এখানে বুদ্ধি খরচ করিতে ত্রুটি করিলাম না—আমরা সমস্ত গোলমালের মধ্যে সকলের সঙ্গে মিশিয়া গেলাম। কিন্তু সরকারের দৃষ্টি আমাদের উপর কোন দিনই

কম নহে। এ দৃষ্টি এড়াইয়া চলিবার জন্য আমরা শত চেষ্টা করিয়াও মুক্তি পাই নাই। হট্টগোলের মধ্য হইতে আমাদিগকে সহকারী জেলার Mr, waggon বাছিয়া বাহির করিয়া চারি জনের নাম লিখিয়া লইয়া গেল। এতক্ষণ আমরা অন্তর্জগত (জেল) ও বহির্জগতের (বাহিরের) সন্ধিস্থলে ছিলাম এবার জেলে প্রবেশ করিয়া একটা প্রাঙ্গণে আসিয়া স্থান পাইলাম। এখানে সকলেরই তালাসী লওয়া হইবে। বৃত্তাকারে সকলেই আপন আপন বিছানা খুলিয়া attenitonএর positionএ দাঁড়াইলাম। তালাসী নিবার জন্য জেলের হাওয়ালদার, জমাদার, টিণ্ডাল, পেটি অফিসার, ওয়ার্ডার প্রভৃতি ফৌজ ক্রমে ক্রমে যম-দুতের ন্যায় আসিয়া উপস্থিত হইল। এ তালাসী শুধু টাকা পয়সার গোলা বারুদের নহে। জেলে একটা নিয়ম আছে যদি কোন কয়েদীর নিকট অর্থ পাওয়া যায় তাহা হইলে তাহার অর্দ্ধাংশ বাজেআপ্ত হইয়া সরকারের কোষাগারে জমা হয়। এই অর্দ্ধাংশের লোভেই তালাসীর এত কড়াকড়ি। আমাদের সঙ্গে কিছুই নাই কেবল একখণ্ড ভারতের মাটী। শুধু উহা রক্ষা করার জন্যই আমাদের একটু সাবধান হইতে হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত আমাদের তালাসীর ভয় আর কিছুই ছিল না।

আমরা জাহাজে খাইবার জন্য যে চানা, চিড়া, চিনি পাইয়াছিলাম তাহার উদ্বৃত্ত যাহা ছিল তাহা অগ্নিযুগের ঋষিদিগকে খাইবার জন্য দিব এই আশায় উহা আমাদের সঙ্গে আনিয়াছিলাম। কিন্তু উহা জেল তালাসার আইন অনুসারে নিষিদ্ধ, সুতরাং আশা আর পূর্ণ হইল না—চিরকালের জন্যই বুঝি পূর্ণ রহিয়া গেল। এই তালাসীর জন্য সহযাত্রীদের কাহারো কাহারো

উত্তম মধ্যম অর্দ্ধচন্দ্র লাভ করিতে হইয়াছিল। যাহাদের সঙ্গে কিছু টাকাতে কড়ি ছিল তাহারাই উহার ভাগী হইল।

আন্দামানে আসার কালে ভারতীয় জেল-পোষাক পরিবর্ত্তন করিয়া ৮ হাত ধুতি তিন কোয়াটার জামা এবং পাঁচ হাত লম্বা একটা পাগড়ী দিয়াছিল, আবার এখানে আসার পরই উহা কাড়িয়া লইয়া ভারতীয় জেলের অনুরূপ পোষাকই দিল। মাঝখানে পথে যেন লোক দেখাইবার ছলনার জন্য জামা কাপড় দিয়াছিল! হিন্দুর উপর একটা অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা দেখিলাম। যাহারা গোঁড়া ব্রাহ্মণ (হিন্দু) তাহাদের হৃদয়ে ইহা শেলের ন্যায় বিদ্ধ হইল—ব্রাহ্মণদের ব্রাহ্মণত্বের চিহ্ন যজ্ঞ-সূত্রটী কাড়িয়া লইল। আজ সকলের চেয়ে আমাদের খগেনবাবুর হৃদয়েই বেশী আঘাত লাগিল। এরূপ অত্যাচার ইচ্ছাকৃত (intentional) নিশ্চয়ই বলিতে হইবে। হিন্দুদের Dimoralised করিয়া হিন্দুজাতকে ছোট করাই এ দেশের সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য। আজ এখানে আসিয়া একটা বিষয়ে বড়ই হাল্কা হইলাম; যে ডাণ্ডাবেড়ী আজ নয় মাস যাবৎ পায়ে ঝুলিতেছিল, যে বেড়ী দিয়া পাঁচ পরদার ভিতরে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল আজ সেই বন্ধন হইতে মুক্ত হইলাম—আমরা সকলেই। যে লোকটী আমাদের পায়ের বেড়ী মুক্ত করিল সে মৈমনসিংহ জেলার একজন বাঙ্গালী নির্ব্বাসিত মুসলমান ওয়ার্ডার উহার নাম সেখ ফিলু। তাহাকে বাঙ্গালী জানিতে পারিয়া এখানে bomb case এর কোন আসামী আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলাম। বারীন্দ্র বাবুর নাম করিয়া বলিল "তিনি এখানেই ১লা নম্বরে আছেন" এমন সময় একটী পীপার ন্যায় উদর,—মণিপুরি নাসিকা, দুষ্টা বিড়ালীর ন্যায় চক্ষুবিশিষ্ট কোলা ব্যাঙের মত কিম্ভূতকিমাকার চেহারার

শ্বেতাঙ্গকে আসিতে দেখিয়া হঠাৎ পালাইবার চেষ্টা করিল—তাহার এই পলায়ন পর প্রচেষ্টার মর্ম্ম আমরা কিছুই উদ্ঘাটন করিয়া উঠিতে পারিলাম না কিন্তু কল্পনাদ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়া লইলাম—এ জেলার। হাওয়ালদার আমাদের চারিজনকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে দেখাইয়া বলিল এ চারজন বাঙ্গালী"। বাঙ্গালীও অনেক আছে, তবে শুধু আমাদের চারিজনকে দেখাইয়া একথা বলিল কেন? মনে করিলাম—"বাঙ্গালীর" পর হয়ত মৃদুকণ্ঠে আরও কিছু বলিয়াছে। হাওয়ালদার রাজকুমার আমাদিগকে পুনঃরায় রাক্ষস-দ্বারে লইয়া গেল, সেখানে আবার সেই তাসের Joker সদৃশ জেলার এবং সৌম্য ভাবাপন্ন থিওসফিষ্ট Mr. Daggonএর সঙ্গে দেখা হইল। জেলার আমাদের সকলের নাম জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল "Why do you join in the conspiracy" আমাদের পক্ষ হইতে উত্তর হইল—there is no conspiracy simply every one fights for his birth right. জেলার সাহেব আমার উত্তরের পর—mind that, it is not India. It is Andaman, we tame here Indian lions. If you behave well, you will be treated well, otherwise you will put into trouble to get the consequence 'finish' ভূমিকায় এই উপদেশ বাণী নির্ব্বিবাদে শুনাইয়া হাওয়ালদারকে "দু নম্বর মে লে যাও" বলিয়া বিদায় করিয়া দিল। দুই নম্বরই আমদানী নম্বর, দেশ হইতে নবাগতদিগকে এই নম্বরেই প্রথম আসিতে হয়, স্থানাভাব হইলে অন্য নম্বরে (yard) রাখা হইয়া থাকে। এস্থানে আসার পর আবার তালাসি আবার ঝুলনা-ঝারা ইত্যাদি মঙ্গলাচরণ শেষ হওয়ার পর আমরা প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিবার জন্য যাইতেছি এমন সময় দশটা

বাজিয়া গিয়াছে, যে সকল লোক আবদ্ধ ছিল সকলকেই ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, উহার মধ্য হইতে একটী ভদ্রলোক দৌড়াইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "আপনাদের সঙ্গে কোন বোম্‌কেসের লোক আসিয়াছে ?" উত্তর দিলাম "কেন, একথা জিজ্ঞাসা করেন কেন ?" আমার এই প্রকার উত্তর শুনিয়াই জিজ্ঞাসা করিল "আপনি কি political prisoner" আমার "হাঁ" উত্তর শুনিয়া আর প্রতিক্ষা না করিয়াই "পরে কথা হবে" বলিয়া তাড়াতাড়ি পালাইল। এত ভয়বিহ্বল চিত্তে কেন পালাইল তখন বুঝিতে পারি নাই। এরূপ ভাবে পালাইবার যে কারণ আছে তাহা জেল-শাসন প্রণালীর বর্ণনা কালে উল্লেখ করিব। আগামীবারে নবাগত নির্ব্বাসিত-দের অবস্থা পাঠকগণকে জানাইব।

নূতন আমদানী

যে সকল নির্ব্বাসিতদিগকে আন্দামানে আনা হয় তাহাদের জেলে পৌঁছা পর্য্যন্ত অবস্থা যথাসাধ্য পাঠকগণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। এখন নবাগতের ২০ দিবসের অবস্থাই বর্ণনা করিব।

ভারতীয় জেলের নিয়মানুসারে এক জেল হইতে অন্য জেলে স্থানান্তরিত হইলে ডাক্তারের পরীক্ষা (Medical Examination) না হওয়া পর্য্যন্ত কোন কাজে দেওয়া হয় না। এখানে আসিয়া সেরূপ ব্যবহারই পাইব এ ধারণা আমাদের ছিল—৪।৫ দিবস জাহাজে আমরা যে অবস্থাতে ছিলাম তাহা পাঠকগণ জানেন। এ অবস্থায় আমরা Hospital treatment পাওয়ার যে উপযুক্ত নহি ইহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। দশটার সময়ই এখানে খাবার আসিয়াছে, যেই আহার শেষ করিয়াছি কাহারও বা শেষ হয় নাই, অমনি হুকুম হইল "আমদানীকা আদমি হিয়া জোড়া জোড়া বৈঠ্ যাও।" বসার পর আবার নীতি উপদেশ "দেখো এ কালাপানী হ্যায়, মুল্লুক নেহি, কৈ আদমী গোলমাল মত করো, তব মাট্টিমে মিল যাওগে।" অমনি হুকুম হইল "উঠ্ যাও এক এক আদমি এক এক লাকড়ি (২×২ কাষ্ঠ খণ্ড) লেকে এক এক কুঠিমে ঘুস যাও।" সকলের উপর এই common advice আর আমাদের উপর additional advice হইল "তোম লোক পহেলা চার কুঠিমে চার আদমি লাকড়ি লেকে ঘুস যাও, লেকিন ইয়াদ রাখ তোম লোক কিসিকা

সাথ বাত মত করো, তোম লোককা দোসরা বাঙ্গালীকা সাথ বয়ঠনা, বাতচিত কর না, একসাথ বয়ঠকে খানা খানা মানা হ্যায়।"

এবার বাঙ্গালীর অর্থ যে রাজনৈতিক বন্দী উহা বুঝিলাম। এই আন্দামানে প্রসিদ্ধ আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার রাজনৈতিক বন্দিগণ প্রথম এখানে আসিয়াছিলেন সেই হইতেই বাঙ্গালীর অর্থ ওরূপ হইতেছে। এখানে হুকুম তামিল করিতেই হইবে কেউ মরে বা বাঁচে তৎপ্রতি দৃষ্টি নাই—জাহাজে আমরা যে ধারণা করিয়াছিলাম তাহা আর সত্য হইল না। আমরা প্রত্যেকে একটী লাকড়ি লইয়া চারি কুঠিতে (cell) চারিজন প্রবেশ করার পর একটা মুগুড় ও কতকগুলি নারিকেলের ছোবরা আমাদের সেলে রাখিয়া তালাবন্ধ করিয়া দিল। কেমন করিয়া কি করিতে হইবে কিছুই জানি না, বুঝি না। কিংকর্ত্তব্যবিমুঢ় হইয়া সকলেই বসিয়া আছি, এমন সময় করাণ সিং নামক একজন যাবজ্জীবন নির্ব্বাসিত ওয়ার্ডার আসিয়া কেমনে কি করিতে হইবে দেখাইয়া দিল। তদনুসারে প্রথম ছিলকাগুলি কাঠের উপর রাখিয়া মুগুড় দ্বারা পিটিয়া নরম করিলাম পরে বাহিরের চামড়া এবং ভিতরের বুকাগুলি ফেলিয়া দিয়া জলে ভিজাইতে দিলাম। ভিজিয়া আসার পর আবার মুগুড় দ্বারা পিটিয়া পিটিয়া ভুষিছাড়া করিয়া সূক্ষ্ম তার বাহির করিলাম। প্রথম দিনেই হাত লাল হইয়া ফোসকা পড়িল। প্রথম দিবস এভাবেই কাটিল। চারিটার সময় আমাদিগকে খুলিয়া দিল প্রত্যেকেই ৩।৪ আউন্স করিয়া তার বাহির করিয়াছে দেখিলাম। প্রথম দিবসই ইহা যে কালাপানী—ইহা যে দেশের বাহির—ইহা যে নির্য্যাতনের পিঠস্থান—ইহা যে মানুষ মারা যমদুতের রাজ্য তাহা কতকটা বুঝিতে পারিলাম। যার যাহা কার্য্যের ফল হইয়াছিল তাহা

বুঝাইয়া দিয়া বহিরে আসিয়াছি তখন ৪॥টা বাজিয়া গিয়াছে—৪॥টা হইতেই আহার্য্য বিতরণ আরম্ভ হয়। আমরা চারিজন পাশাপাশি বসিয়া আছি এমন সময় টিণ্ডালের দৃষ্টি আমাদের উপর পড়িল, অমনি আসিয়াই হুকুম দিল "তোম লোক এক গাট্টা হোকে কবি মত বৈঠ, এ্যাসা বয়ঠেনেকা হুকুম নাহি হ্যায়।" আমাদের প্রতি দুই জনের মাঝে ৪।৫ জন করিয়া লোক বসাইয়া আমাদের দল ভাঙ্গিয়া দিল। একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া আপদে বিপদে একে অন্যের উপকার করিয়া ভ্রাতৃত্বের পরিচয় দিব, আজ এখানে আসামাত্রই আমাদের অটুট বন্ধনকে ছিন্ন করিয়া দিয়া প্রাণের ভালবাসাকে বিলোপ করিয়া আমাদিগকে মনুষ্যত্বহীন করিয়া তুলিবার প্রয়াস দেখিতে পাইলাম। দেশের জেলে প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন কারাগর্ত্তে দিবারাত্রি আবদ্ধ ছিলাম সুতরাং ওটা সহ্য হইত। কিন্তু এখানে চোখের সামনে থাকিব—কথা বলিতে পারিব না; একই প্রাঙ্গনে আহার করিব—একে অন্যের পাশে বসিতে পারিব না; পাশাপাশি কারাগর্ত্তে বাস করিব 'টু'শব্দ করিতে মানা, চার হাত দূরে বসিয়া থাকিব আলাপ করা নিষিদ্ধ!! মনে হইল এ অতি অমানুষিক অযৌক্তিক ও কল্পনাতীত অত্যাচার—ইহা শরীরের উপর অত্যাচার নহে—মনের উপর! এ নির্য্যাতন মনের!! ভারতবাসী যদিও আন্দামান সম্বন্ধে কিছু জানে না, তথাপি তাহাদের নিকট আন্দামানের নাম করিলে তাহাদের হৃদয়ে একটা বিভীষিকার ভাব জাগিয়া উঠে; একে একে আজ প্রথম দিনেই তাহার মর্ম্মানুভব করিতে লাগিলাম। "বিপ্লববাদীদের প্রতি সরকারের ব্যবহার" নামক অধ্যায়ে এ সমস্ত বিষয়ের এক বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ার ইচ্ছা রহিল।

৭ দিবস ক্রমে আমাদের উপর একটার পর অন্যটা এভাবে আইন জারি

হইতে চলিল। ৭ম দিবস আমদানীর ডাক্তারী পরীক্ষা (medical examination)। Major Murray আমাদের পরীক্ষা করিয়া প্রত্যেককেই শক্ত কাজের (Hard labour) উপযুক্ত মনে করিল। আমার ওজন ৯৬ পাউণ্ড; ত্রৈলোক্য বাবুর ওজন ৯৪ পাউণ্ড; খগেন বাবুর ওজন ১০৪ পাউণ্ড এবং শচীনের ওজন ১০৮ পাউণ্ড। মহারাজ (ত্রৈলোক্য বাবু) বলিলেন "I have got asthma." Major Murray উত্তর দিল "you committed crime in the country, so you must suffer here." শচীনের টিকিটে mills if required এবং আমাদের তিন জনের টিকিটে লিখিয়া দিল Coir pounding অন্যান্য সহযাত্রীদের মধ্যে কাহাকে oilmills, কাহাকে Coir pounding ইত্যাদি লিখিয়া দিয়া বিদায় হইল। জেলে ইহাকে অর্থাৎ এই পরীক্ষাকে 'মুলাজা' বলে। 'মুলাজা' শেষ হইয়া গেল। নম্বরে আসিয়া নিত্য নৈমিত্তিক নিয়মানুসারে আহারের পর আপন আপন কাজে প্রবৃত্ত হইলাম আমাদের এই ছোবার কাজকেই Coir pounding বলে। প্রত্যেককে প্রতিদিন ২ পাউণ্ড অর্থাৎ /১ সের পরিষ্কার তার ছোবরা হইতে বাহির করিয়া দিবার নিয়ম। আমরা সকলেই অনভ্যস্ত সুতরাং আমাদের দ্বারা তাহা পূর্ণ হয় না এ জন্য প্রতিদিন কথা শুনা, তিরস্কার ইত্যাদি চলিল; আমাদের চারিজনকে একটু খাতির করিল নতুবা আর সকলেরই উপর লাঠিটা, লাথিটা, গুতাটা পড়িল। আমাদের যে খাতির করিয়া ছাড়িয়া দিল তাহা মহে ভয়ে, বাঙ্গালীকে (political prisoner) এখানে বড় হইতে ছোট সকলেই ভয় করে—সেজন্য। এই সময়ের মধ্যে পূর্ব্বতন যে সকল বিপ্লবপন্থী এই প্রাঙ্গনে ছিল ক্রমে গোপনে,

কর্ত্তৃপক্ষের অজ্ঞাতসারে তাহাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হইয়া গেল—তাহাদের নিকট হইতে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম! এখানে প্রথম যাহাদের সঙ্গে পরিচিত হই তাহার মধ্যে শিবপুর ডাকাতি মোকদ্দমার শ্রীযুত সত্যরঞ্জন বসু, শ্রীমান্ যতীন্দ্র নাথ নন্দী; বালেশ্বর খণ্ড-যুদ্ধের শেষ চিহ্ন ৺জ্যোতিষচন্দ্র পাল এবং লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার ইন্দ্র সিং, ৺যোড়াসিং ও ৺লোরিয়া সিং। এখানে যাহাদের নামের পূর্ব্বে মৃত-চিহ্ন আছে তাহাদের বিবরণ পরে উল্লেখ করিব।

১৭ সপ্তদশ দিবসে Chief Commissioner এর অফিসে 'মুলাকাত' জন্য যাইতে হয়। সেখানে নাম, ধাম, থানা, জিলা, বিচারালয়-ইত্যাদি পরিচয় দিতে হইল। সমস্ত কয়েদীকে অপরাধের পরিমান অনুসারে এইখানে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া থাকে, যথা; Dangerous, Ordinary ও Star-gang. Dangerous গোল টিকিট Ordinary সোজা টিকিটে এবং Stargang তোক্‌মা 39324 পাইয়া থাকে। আমাদের গলায় গোলাকার টিকিটই পরাইল কারণ আমরা সরকারের উচ্ছেদ সাধনকারী চির বিদ্রোহী শত্রু! একথা যদিও আমরা অস্বীকার করি—কিন্তু সরকার যুদ্ধোদ্যমের মামলায় আমাদিগকে দণ্ড দিয়া ঘোষণা করিয়া দিল।

Chief Commissioner এর অফিস যেস্থানে অবস্থিত উহাকে আন্দামানে রাজধানী (Capital town) বলে। ইহা যে দ্বীপে অবস্থিত উহার নাম Ross island. আমাদের এই অফিসে যাওয়ার পর কর্ম্মচারী ও প্রভাবশালী কয়েদী কর্ম্মচারীদের (influencial convict officers) মধ্যে রাজনৈতিক বিদ্রোহীদের দেখিবার জন্য ব্যাকুলতা দেখা গেল।

তাহারা আমাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া দেশের কথা সম্বন্ধে অনেক বিষয় আলোচনা করিল। সকলকেই সহানুভূতি সম্পন্ন দেখিলাম। যাঁহারা আমাদের উপর বিশেষ সহানুভূতি দেখাইয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে দুইজন প্রধান—একজন কাজিম হোসেন—B. A. ইনি Government forest Department এর একজন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন, পরে কোন কারণে যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ড পাইয়া এখানে আসিয়াছেন। আর অন্যজন Henry. ইনি লঙ্কাদ্বীপের এক জন বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ভদ্রলোক ইঁহারা দুই ভাই যাবজ্জীবনের জন্য এখানে নির্ব্বাসিত। ইঁহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া জানিতে পারিলাম যে তাঁহারা সকলেই আমাদের মোকদ্দমার সংবাদ রাখেন। আমাদের warrent এর সঙ্গে সঙ্গে রায়ের একটা নকল ও আর একটা Police Report আসে; তাহা পাঠ করিয়া একটা সংক্ষিপ্ত অতীত ইতিহাস—Convict History—টিকিটে উল্লেখ করিবার জন্য প্রস্তুত করিতে হয়। ইহাই সে সংবাদ রাখিবার কারণ। আজ আমরা এখানে বড় সাহেবের 'মুলাজা' শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। ইহার দুই দিন পরেই আবার জেলার Barry সাহেবের মুলাজা; যাহাদের টিকিটে কাজ লিখা আছে তাহারা পাশে নাম দস্তখত করিল এবং যাহার টিকিটে কিছু লিখা নাই তাহার টিকিটে খ্যায়াল মত একটা কিছু লিখিয়া দিল। শচীনকে লিখিয়া দিল Cocoanut oil mill শচীন তখন আপত্তি করিয়া বলিল May I get any other work except it ?' ব্যাড়ি সাহেব গম্ভীর ভাবে বলিল—'It is the order of Superintendent; what can I do, শচীন তখন আর কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া চলিয়া আসিল; নম্বরে আসিয়া সকলের

সঙ্গে পরাপর্শ করিয়া যা হয় একটা করিবে এই ছিল তার ইচ্ছা। এই মুলাজা শেষ হইতে হইতেই আমাদের দল ভাঙ্গিয়া দিবার হুকুম হইল। আমাদের চারিজনকে চারিটা প্রাঙ্গনে ভাগ করিয়া দিল। আমাকে ৪নং খগেন বাবুকে ১নং মহারাজকে ৫নং দিল এবং শচীনকে রাখিল ২ নম্বরেই, আজ হইতেই আমরা নাকি আন্দামান-কয়েদী হইলাম। এখানে আসিয়া আর একটা নূতন ব্যবস্থা দেখিলাম। এখানে যে কয়জন বিদ্রোহী আছে তাহাদের রাত্রে থাকিবার ব্যবস্থা ১নং, ৭নং, ১৫নং, নীচের Cell ৪নং, ১১নং ২০নং মাঝের cell এবং ৬নং, ১৩নং এবং ২০ নং উপরের cell। উপরের ১৩ নম্বরই হইল আমার। ইহা শুধু আমাদের জন্যই, অন্য সাধারণ কয়েদীর জন্য এরূপ কোন কঠোর ব্যবস্থা প্রচলন নাই।

এই Chief Commissiner এর মুলজার দিন নবাগত নির্ব্বাসিত-দিগকে কার কত দিন জেলে থাকিতে হইবে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। কম ছয় মাস এবং উর্দ্ধে 'farther order।' এই 'farther order' অর্থ দুই বৎসরের কম নহে এবং আজীবনও হইতে পারে। আমাদের দলে যতজন ছিলাম তাহার মধ্যে আমাদের চারিজনকে 'farther order' এ বন্ধ করিল, আর সকলকেই ৬মাস হইতে দুই বৎসরের মধ্যে।

—(০)—

বন্দীশালার সাধারণ বিবরণ

এই জেলের মাঝখানে চৌতালা একটা ঘুমটি (Central tower) আছে, তাহার চতুস্পার্শ্বে নানাভাবে ৭টী ত্রিতল ইষ্টকালয় আছে। প্রত্যেক তলেই এক শ্রেণীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষ (cell)। এক একটী দালান লইয়া এক একটী পৃথক প্রাঙ্গন (ward)। এই ঘুমটি central tower হইতে প্রত্যেক প্রাঙ্গণে যাতায়াত করিবার জন্য প্রতিদ্বিতল ও ত্রিতলে দুইটী করিয়া সেতু আছে। আবার নম্বর ও হাঁসপাতালের মধ্যে আর একটী সেতু আছে। হাঁসপাতাল, আফিস ও প্রধান-দ্বারের অতি নিকটে। এই হাঁসপাতাল হইতে যে-কোন প্রাঙ্গনে যাইতে হইলে কাহাকেও ভূমি স্পর্শ করিতে হয়না। প্রতি দুইটী প্রাঙ্গনের মাঝে একটী ইষ্টকালয়। একটীর সম্মুখ এবং অন্যটীর পশ্চাৎ এই দুইয়ের মাঝেই প্রাঙ্গন ; সুতরাং এক প্রাঙ্গনের সঙ্গে অন্য প্রাঙ্গণের কোন সম্বন্ধ নাই। ইচ্ছা হইলে এক প্রাঙ্গণ হইতে গোপনায় বা নিয়ম বিরুদ্ধ ভাবে যে আলাপ করিবে তাহার কোন সুযোগ প্রায় নাই বলিলেই হয়।

প্রতি প্রাঙ্গণে ৬৪—১৫৬টী করিয়া কারাকক্ষ আছে। এক একটী কক্ষ ৯×৭ হাত, সম্মুখ ভাগে ৪×১॥০ হাত একটী দ্বার এবং পশ্চাৎ ভাগে ২×১ হাত একটী ক্ষুদ্র বাতায়ন। এক প্রাঙ্গণ হইতে অন্য প্রাঙ্গণের বিপ্লববাদী-বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ ও

সংবাদের আদান-প্রদান করিতে হইলে এই বাতায়নের সাহায্যেই আমরা সরকারের আইন অমান্য করিতে পারি। এ বাতায়ন ভূমি হইতে প্রায় ৬হাত উচুতে। প্রত্যেক কারাকক্ষের সম্মুখে দালানের সম পরিমান দৈর্ঘে ৪ হাত প্রস্তে একটী বারেন্দা আছে, রাত্রিতে পাহারাদাররা এই বারেন্দায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া পাহারা দিয়া থাকে। এই বারান্দার চতুর্দ্দিক লৌহের গরাদ দ্বারা বন্ধ এবং সম্মুখ অংশে একটী দ্বার আছে রাত্রিকালে উহা তালাবদ্ধ থাকে। প্রত্যেক প্রাঙ্গণের মাঝখানে একটী করিয়া টিনের কারখানা ঘর। সমুদ্রজলে স্নান করিবার জন্য ইষ্টকদ্বারা তৈরী নালার আকারে জলের হাউদি এবং এক এক পাশে ১০টী কি ১৫টী করিয়া মলমূত্র ত্যাগের স্থান আছে। পানিয় জল বাহির হইতে আসে। সমস্ত বর্ষাকাল বৃষ্টির জল একস্থানে জমাইয়া রাখা হয়, উহা নলের (pipe) সাহায্যে জেলের মধ্যে আনিয়া রাখে, সেই বর্ষাবারির সাহায্যেই নির্ব্বাসিতের তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়।

ভারতীয় সকল জেলেই কয়েদীর আহারের স্থান আছে। কিন্তু আন্দামানে তাহা নাই ; এখানে বৎসরের মধ্যে প্রায় আট মাসই বৃষ্টি ধারার বিরাম নাই। অনেক সময় এমনও হয় যে ক্রমান্বয়ে এক মাস কাল অবিশ্রান্ত বর্ষাধারা ঝড়িতে থাকে। আহার করিবার স্থানাভাবে অধিকাংশ দিনই কারখানার পাশে দাঁড়াইয়া কম্পিত কলেবরে আহার্য্য গ্রহণ করিতে হয়। অতিরিক্তবৃষ্টি ধারা বর্ষিত হইলে অনেক সময় ডালভাতে বন্যার প্লাবন দেখা দেয়। কাহারো বা ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় আর কাহারো বা পেটের ক্ষুধা পেটেই থাকিয়া যায়। এত কষ্ট স্বীকার করিয়াও আমরা মরার মত পাড়িয়া আছি শুধু বাঁচার ইচ্ছাটা আমাদের মধ্যে প্রবল বলিয়া।

আর মরার মত মরবার ইচ্ছা নাই বলিয়া; অথবা মরবার সাহস নাই বলিয়া সমস্ত নির্ব্বাসিতই এই তিনটা কারণে যে আন্দামানে পাশবিক অত্যাচার সহ্য করিতেছে তাহার আভাস পাঠকগণ ক্রমে পাইবেন।

এক নম্বরে নারিকেল ছোবরা আর বেতের কাজ দুই নম্বরে নারিকেল ছোবরা কলে পিসার জন্য সিদ্ধ হয়, সে জন্য Boiler Husking machine এবং সরিষার হাত কুলুর কাজ, তিন নম্বরে সরিষার পাকুলু, রামবাস, এবং coir pounding এর কাজ, চার নম্বরে লোহার কারখানা ও সূতা রঙ্গের কাজ, পাঁচ নম্বরে কাঠের কাজ, ছয় নম্বরে নারিকেলের হাত কুলু এবং সরিষার পা কুলুর কাজ আর সাত নম্বরে নারিকেল ছোলা ও নারিকেলের শাস খোলার কাজ হয়।

জেলের প্রাচীর গুলি ভারতীয় জেলের প্রাচীরের ন্যায় উচু নহে। উচু থাকার দরকারও করে না কারণ জেলের বাহির হইয়া যাইবে কোথায়। দেশে পার হইবারও উপায় নাই। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় ভারতীয় জেলের তুলনায় অনেক নিম্নস্তরের।

শাসন বিভাগ

Major Marray I. M. S. জেল Superintendent, তিনি সপ্তাহে চারি দিবস জেলে আসেন। বাকী কয় দিবস তাহার সমস্ত আন্দামানের হাঁসপাতাল পরিদর্শন করিতে হয়। কারণ তিনি একাধারে জেল Superintendent এবং Senior Medical officer of Andamans, জেলের চারি দিবসের মধ্যে এক দিবস General parade, * এক দিবস Sanitation সমস্ত জেল ঘুরিয়া দেখে এবং চারি দিবসই জেল হাঁসপাতালে চোখ বুলায়। লোকটা বড় কড়া, লঘু গুরু যে কোন দোষই হউক না কেন তাহার নিকট ক্ষমা নাই, আর জেলার যাহা বলিবে তাহাই করিবে। জেল কর্ম্মচারীদের শত অন্যায় থাকিলেও তাহার চোখে পড়ে না, অন্যায় করিয়াছে জানিয়াও তাহাদের পক্ষই সমর্থন করিবে। রাজনৈতিক বন্দীদের উপর সর্ব্বদাই চটিয়া থাকিত, তাহাদের উপর বেপরোয়া ভাবে সামান্য দোষ পাইলেই গুরুতর দণ্ডের আদেশ দিত। যদি কোন মিথ্যা মোকদ্দমা জেলার তাহাদের বিরুদ্ধে সাজাইত তাহা জানিয়াও ছয় মাস চিঠি বন্ধ, ছয় মাস বেড়ি, ছয় মাস অন্ন থানা— তাহাদের উপর এই দণ্ডাদেশ হইত। বেত্র দণ্ডের আদেশ দিতে তাহার

---

* এক দিবসে সমস্ত বন্দীদের নালিশ শুনা হয় আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে পরিদর্শন করে। চিঠি বা কোন আবেদন বা অভাব অভিযোগ থাকিলে এই দিবসই করিতে হয়।

হৃদয়ে মোটেই বাধিত না। তাহার সমস্ত দোষের মধ্যে মস্ত একটা গুণ ছিল Punctuality, অনেক বিলাত ফেরৎদের মুখেও তাহার এ গুণের প্রশংসা শুনিয়াছি। আমারা যতদিন আন্দামানে ছিলাম তাহার মধ্যে একদিনও তাহাকে ঠিক সময়ের একটুও আগুপিছু হইতে দেখি নাই।

জেলার Barry সাহেবকে পূর্ব্বে আন্দামানে জেল কর্ম্মচারীদের over-seer বলা হইত। ১৯১৯ সাল হইতে তাহাদের পদ জেলার। এই ব্যাড়ি সাহেব জেলের সর্ব্বময় কর্ত্তা। superintendent পর্য্যন্ত অনেক স্থলে তাহাকে ভয় করিয়া চলে; এমন কি Chief Commissioner পর্য্যন্ত তাহার কথা একেবারে অবহেলা করিতে পারে না। জেলার নির্ব্বাসিত-দিগকে অত্যাচার করিয়া জেলের যথেষ্ট আয় বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছে এই কাঞ্চণের মোহেই সকল উপরতন কর্ম্মচারীদের নিকট সে পেয়ারের পাত্র এবং সুদক্ষ কর্ম্মচারী বলিয়া পরিচিত।

একজন অত্যাচারী, অত্যাচারেই যাহার আনন্দ, সে যদি এরূপ স্পর্দ্ধা ও প্রতিদ্বন্দ্বিহীন সুযোগ পায় তবে তাহার ক্ষমতা নির্ব্বিবাদে খাটাইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এখানে তাহার অবাধ অবারিত দ্বার। এখানে সে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া উপর ওয়ালাদের নিকট গোপন রাখিতে পারে। তাহাদের চোখে ধূলা দিতে পারে; তাহার বিরুদ্ধে মুখ খুলিবার সাহস কারো হয় না। যদি কেউ বেপরোয়া হইতে পারে—বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার পরই তাহার জীবন শেষ—একথা স্বীকার করিয়া লইতে পারে, তবে একথা উপর ওয়ালাদের কানে মাত্র পৌছাইতে পারে। এমন অসীম সাহস কেউ করে নাই সুতরাং তাহার প্রতিকারও কখন হয় নাই। যা কিছু

পরিবর্ত্তন হইয়াছে উহা রাজনৈতিক বিপ্লববাদীদের দ্বারা উহা তাহাদের কাহিনীর বর্ণনা কালে বিবৃত করিব। এই শাসন বিভাগের মধ্যে শুধু জেলার একাই যে এ প্রকৃতির তাহা নহে। প্রধান কর্ম্মচারী যেখানে ভাল নিম্নতন কর্ম্মচারীদের স্বভাব খারাপ হইলেও তাহাদের উপরওয়ালার গুণের প্রভাবে তাহাদের কতকটা ভাল হইতে হয়। কিন্তু এখানে Head of the department ই নীতি জ্ঞানহীন নিম্নতন কর্ম্মচারীরাও সঙ্গে সঙ্গে তেমনই।

তাহার অধীনে যমদুত কালদুতের ন্যায় কতকগুলি অনুচর আছে। একজন বড় হাওয়ালদার, নাম তাহার রাজকুমার কিন্তু স্বভাবটা সয়তানের। দুইজন ছোট হাওয়ালদার এক জনের নাম লালারাম; আর একজনের নাম জীবন। জীবনের মনটা গরলে ভরা হিন্দুর অপরাধটাই তাহার চোখে বেশী পড়ে কারণ সে জাতে মুসলমান। এই জীবনই এক সময়ে চাল চুরির অপরাধে ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়; ইহা অবশ্য কয়েদীরই ষড়যন্ত্রে ধরা পড়ে। ইহাদের অধীন একজন নির্ব্বাসিত জমাদার সে মাসিক ৮৲ টাকা বেতন আর সরকারী খোরাক পায়। ইহার নিচে প্রত্যেক নম্বরে একজন করিয়া Tindal তাহাদের বেতন ২৲ বকসিস্ ২৲ এবং খোরাক সরকারী। প্রত্যেক Tindal এর অধীন দুইজন করিয়া Petty officer আছে তাহাদের প্রত্যেকের মাসিক বেতন ৸৹ আনা বকসিস্ ১৲ এবং খোরাক জমাদার ও Tindal এর অনুরূপ। এই সকল Convict officer দের অধীন জেলে প্রায় ৮০ জন convict warder আছে। জমাদার, টেণ্ডেল, পেটি অফিসাররা পালা অনুসারে জেলের কাজ দিনের বেলায় চালায়। রাত্রে বাহিরেই

থাকে এবং স্বপাকে আহার করে কিন্তু আশিজন warder দের বাহিরে যাওয়ার হুকুম নাই তাহারা রাত্রে জেলে পাহারা দেয় এবং আহারাদি নির্ব্বাসিতদের সঙ্গে সঙ্গেই সমাপ্ত করিতে হয়। এই জমাদার হইতে warder পর্য্যন্ত সকলেই নির্ব্বাসিত। জমাদার, টিণ্ডেল ও পেটি অফিসারের পোষাক (uniform) কাল, লাল পাগড়ী, জমাদারের একটা বেল্ট আছে তাহাতে পিতলের গোলাকার তোকমায় **jamadar** টিণ্ডেলের তোকমায় **tindal** লেখা আছে। petty officer পর্য্যন্ত সকলেরই কোমড়ে একটা police head constable দের ন্যায় চাপরাস আছে। warder রা ৩ মাস অন্তর একবার বাহিরে যাওয়ার ছুটি পায় একদিনের জন্য। ৪ টার পূর্ব্বে আবার ফিরিতে হয়। এই টিণ্ডালও পেটি অফিসারদেরই সকল কাজ করিতে হয়। জমাদারকে শুধু বড় কর্ত্তাদের পিছনে পিছনে কুকুরের মত ঘুড়িয়া বেড়াইতে হয়। সমস্ত কাজের জন্য টিণ্ডাল দায়ী। টিণ্ডালও পেটি অফিসার তালা বন্ধ করিবে, কাজ আদায় করিবে, আমদানী রপ্তানী দেখাবে অর্থাৎ এক একটি নম্বরের জন্য সম্পূর্ণ দায়িত্ব টিণ্ডালের। কণ্টকের সাহায্যে কণ্টক উঠাইবার ব্যবস্থাটা এখানে বেশ পাকা। কয়েদীর জন্য কয়েদীকে দায়ী করিয়া incharge কয়েদীদের মনে গোলামীর এমন ভীতি জাগাইয়া রাখিয়াছে যে বেড়ি সাহেব যাহা বলিবে তাহা ছাড়া অন্য কিছু করার স্বাধীনতা তাহাদের আছে ইহা তাহাদের কল্পনাতীত।

এই convict officer নির্ব্বাচন করার প্রথম হাত বেড়ি সাহেবের। সুতরাং সে এমন লোক বাছিয়া নির্ব্বাচন করে—যে অসম সাহসী—গোয়ার গোবিন্দ, অর্দ্ধসভ্য, শক্তিশালী, হিতাহিত জ্ঞানহীন, চুকলিতে

মুকবরিতে ওস্তাদ এবং হুকুম তালিমে সর্ব্বদা প্রস্তুত এমন লোককেই নির্ব্বাচন করে ; এইরূপ প্রকৃতির লোকের দ্বারাই অঙ্গুলী সঙ্কেতে কার্য্য হাসিল করিয়া লয়। ইহার ষোল আনাই পাঠান চরিত্রে বিদ্যমান। পূর্ব্বে সমগ্র আন্দামানে পাঠান নির্ব্বাসিতগণ একছত্রাধিপতি ছিল। সের আলী নামক এক পাঠান কর্ত্তৃক ১৮৭২ সালে Lord Mayo নিহত হওয়ার পর সরকারের এ বিশ্বাস খর্ব্ব হয়। পূর্ব্বে খানসামা পাঠান—গারোয়ান পাঠান—নৌবাহক পাঠান—আর্দ্দালী পাঠান—জমাদার, টিণ্ডেল, পেটি অফিসার পাঠান। পাঠান যেন হলুদের গুড়া। হলুদের ব্যবহার যেমন সকল তরকারীতেই হয় সেইরূপ এই আন্দামানের সব কার্য্যেই পাঠান। পাঠান ছাড়া কোন কাজই চলে না। এই পাঠান প্রীতি জেল ও বাহিরের সর্ব্বত্রই ছিল। সরকারের এইরূপ সাহায্য পাইয়া এই পাঠানগণ স্বীয়প্রবৃত্তি চরিতার্থ এবং হিন্দুকে মুসলমান করিবার অবাধ সুযোগ পাইত। পাঠান চরিত্র বর্ণনা কালে তাহার ইতিহাস পাঠকগণকে উপহার দিব।

ভোর পাঁচটার সময় ঘণ্টা বাজিয়া উঠে। এই ঘণ্টাবাজার অর্দ্ধ ঘণ্টা পরেই ব্যাড়ি সাহেব সমস্ত সঙ্গপাঙ্গ নিয়া জেলে প্রবেশ করে। প্রত্যেক In-charge Tindal ও Pety Officer কুঠির তালাগুলি খুলিয়া দেয়। রাত্রিকালে প্রত্যেক লাইনে (corrider) পাহারা দেবার জন্য যে চারিজন Warder থাকে তাহারা হুক্‌গুলি খুলিয়া দিলেই এক এক কক্ষ হইতে এক একজন বাহির হইয়া জোরাজোরা (two by twos) চলিয়া যায়। সকল নম্বরের সংখ্যা যোগ করিয়া total মিলিয়া গেলেই ঠন্ করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া উঠে। উহার পর আবার নিচে যাইয়া প্রাঙ্গনে তিন ভাগে জোরাজোরা বসার পর টিণ্ডেল তাহার আপন

নম্বরের মোট সংখ্যা ঠিক আছে কিনা তাহা দেখা হইলেই "উঠ যাও" হুকুম হয়। হুকুম হওয়ামাত্রই হাতমুখ ধোওয়ার ও মলমূত্র ত্যাগ করিবার জন্য সকলেই দৌড়ায়। এই দৌড় competition এর জন্য নহে—স্থান অল্প বলিয়া সর্ব্বাগ্রে মলত্যাগের স্থান অধিকার করবার উদ্দেশ্যে এ দৌড়াদৌড়ি। আবার আর একটা বিপদ যে, জলের হাউদির নিকট পৌছিতে না পৌছিতেই গাঞ্জি (congi) অর্থাৎ জাউভাত আসিয়া পৌছে; অমনি "গাঞ্জি লেও, গাঞ্জি লেও" বলিয়া চিৎকার আরম্ভ হয়। এসময়ে দুদিকে টানাটানি। প্রাতঃক্রিয়াই শেষ করিবে কি গাঞ্জিই লইবে; সময় অতি অল্প, আবার ৬০।৭০ জনের মলত্যাগ করিবার জন্য মাত্র ৬।৭টী পায়খানার বন্দোবস্ত; সুতরাং প্রত্যেকের কার্য্য শেষ করিতে বহু সময়ের প্রয়োজন। গাঞ্জিওয়ালা অত সময় অপেক্ষা করে না উপস্থিত মতে যাহাকে পায় তাহাকে দিয়াই বিদায় হয়। যে আসিতে পারিল ত পাইল আর না পারিলে তাহার ভাগ্যে আর জুটিল না। যদিও বা Tindal এর নিকট গাঞ্জি পায় নাই জানায়, তবে পায়; কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু লাভ হইয়া থাকে—ডাণ্ডার ২।৪টা গুতা, আর অকথ্য ভাষায় অবিশ্রান্ত গালি। গাঞ্জিবাটার শেষভাগে তাহারা আসিয়া পাইল। প্রথম যাহারা পাইয়াছে তাহাদের ২।৫ জনের আহার শেষ হইলেই "উঠ যাও" হুকুম হইল; অমনি না উঠিয়া উপায় নাই। তাড়াতাড়ি নাকেমুখে দিয়া উঠিয়া আপন আপন দৈনিক কাজ করিবার জন্য হাতিয়ার-পত্র বুঝিয়া লইবার জন্য হুড়মার বাধিয়া গেল। এই হট্টগোলের মধ্যেই একজন আর একজনের সঙ্গে ঝগড়া বাধাইয়া দিল অমনি টিণ্ডাল আসিয়া এক ডাণ্ডা এটাকে, এক ডাণ্ডা

গুটাকে দিয়া ঠাণ্ডা করিয়া দিল। সকলের আগে ভাল হাতিয়ার-পত্র সংগ্রহ না করিলে শেষভাগে খারাপগুলিই ভাগ্যে পরিবে, তাহার ফলে অতি কষ্টেও সম্পূর্ণ কাজ করা সমস্ত দিনেও অসম্ভব হইয়া উঠেনা। তালা খোলার পর অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে এ কাজগুলি শেষ করিতে হয়।

৬টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত সকলেই আপন আপন কাজে ব্যস্ত থাকে। ১০ টার পরই স্নান আহারের সময়। যেই প্রাঙ্গনে বাহির হইল অমনি খানা বিতরণকারী খানা নিয়া হাজির। স্নানের সময় প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না। যে নম্বরে সর্ব্ব শেষে খানা বিতরণ হয় সে নম্বরে কতকটা সময় ঘটিয়া থাকে, এতদ্ব্যতীত অন্য নম্বরে এ সুযোগ মোটেই ঘটে না। বিদ্রোহী বন্দীদের সঙ্গে এ সকল সামান্য ব্যাপার নিয়া অধিকাংশ দিনই ঝগড়া বাঁধিত। আমাদের জিদ স্নান করিয়া খাবার নিব, পরে খাবার খাইয়া উঠিব। কিন্তু অন্যান্য নির্ব্বাসিতগণ ভয়ে স্নান না করিয়াই খাবার খাইয়া শেষ করিয়াছে, এ দিকে উঠিবার হুকুম হইয়াছে, এমন সময় আমরা মাত্র স্নান করিয়া আহার করিতে বসিয়াছি, উঠিবার হুকুম হইলেও আমরা উঠি না। এ সকল ছোটখাট ব্যাপার নিয়া পাঠানদের সঙ্গে আমাদের প্রতিদিনই একটা সংঘর্ষ লাগিয়াই থাকিত। এ সকল ব্যাপারে ব্যাড়ি সাহেবের যে কিছু ইঙ্গিত নাই তাহা নহে।

এই ১০টার পর ১২টা পর্য্যন্ত বিশ্রামের সময় কিন্তু কাজের চাপ এত বেশী যে এই ছুটির সময়ও কাজে নিযুক্ত থাকিয়া অনেকে সম্পূর্ণ কাজ করিয়া উঠতে পারে না। এই ছুটির সময়টা কেবল নিয়মাবলীতেই লিপিবদ্ধ কিন্তু আন্দামান নির্ব্বাসিতদের কারো ভাগ্যে উহা ভোগ করিবার সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। যে ভাবেই হউক ৪ টার সময় যার শ্রমের মূল্য যাহা

হইয়াছে তাহা বুঝাইয়া দেওয়ার পরই আবার খাবার আসিয়া উপস্থিত। তাড়াতাড়ি কোন প্রকারে আহার্য্য শেষ করিয়া আবার উৎসর্গের জীবের মত তিনভাগে জোরা জোরা বসিতে হয়। তাহারপর ব্যাড়ি সাহেব (lock up) এর পূর্ব্বে ঘুমটির চারিধারে সফর দেয় (চক্কর) তখন "সরকার" ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইয়া তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে হয়। সে সময় সকলে যদি সমভাবে দাঁড়াইতে না পারে তবে কোন এক জনের অপরাধ বা অনভ্যাস জনিত ত্রুটির জন্য সকলকেই ৫।৭ বার উঠাবসা করিয়া বৈঠ কারী দিতে হয়। আমাদের মধ্যে যাঁহারা সম্মানের পাত্র তাঁহাদের এরূপ অকারণে দণ্ড ভোগ করিতে দেখিলে দুঃখ হইত। যাঁহার হুকুমে এক সময়ে সহস্র সহস্র লোক জীবন দিতে প্রস্তুত ছিল, আজ তাহাকে একটা মূর্খ নীচ পেভাঙ্গের অঙ্গুলি নির্দ্দেশে হুকুম তালিম করিতে হয়!! এ অবস্থা যখন ভোগ করিতাম তখন সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিত; বোধ হয় এ অত্যাচারই আমাদের বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। শেষ সান্ত্বনা ভগবান যাহা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন এই উপসংহারে শেষ করিতাম।

সবল দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করে শুনি ও দেখি। যাহার স্বভাব ও প্রকৃতি নীচ, প্রবৃত্তি যাহার অপ্রশংসনীয়, যে ভাল মন্দ, লাভ লোকসানের বিচার করে না, সে অন্যের প্রতি অত্যাচারজনিত দুঃখেই আনন্দ পায়। আমাদের ব্যারী সাহেবের সমস্ত গোটা জীবনটাই সেরূপ। সত্যের বিপরীত, হিতের উল্টা দুষ্টের সেরা সে। মল্লযুদ্ধে, বাক্য যুদ্ধে, আমোদ-কৌতুকে বা বিদ্রূপে একজন অন্যজনকে পরাস্ত বা পরাভূত করিলে বিজেতার আনন্দ হইয়া থাকে। বালক অবস্থায় ভালরূপ পাঠাভ্যাস হইলে তাহার পুরস্কার স্বরূপ সমশ্রেণী বা সমপাঠীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিলে মনে

স্ফূর্ত্তি হয়, ইহা স্বাভাবিক। জয় লাতে আনন্দ হয় ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। এ আনন্দ বিজেতা ও বিজিতের লাভ ও ক্ষতিতে। এখানে দেখা যায় একদিকে একটা লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের এই ব্যারী সাহেবের অত্যাচারে তাহার নিজের বা অত্যাচার প্রপীড়িতের কোন পক্ষেরই লাভ নাই—মঙ্গল ও উন্নতির সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই—তাহার আনন্দ কারাগারের দম আটকানিবদ্ধ বায়ুর মধ্যে সদ্যঃ ছিন্ন-শির পারাবতের ন্যায় মর্ম্মান্তিক জাতনায়!! কোন কোন কার্য্যে বোধ হয় সয়তানকেও তাহার নিকট হার মানিতে হয়। সে যেন নির্য্যাতন ও নিষ্পেষণের অবতার—তাহার মন্ত্র যেন "পরিত্রানায় দুষ্কৃতায়, বিনাশয়চ সাধুনাং।"

রাত্রিকালে তৃষ্ণা পাইলে নিবারণের উপায় নাই। সন্ধ্যার পূর্ব্বে বন্ধ হওয়ার কালে সকলকেই লোহার বাটিতে একবাটি জল সঙ্গে করিয়া কুঠিবন্ধ হইতে হয়। কলাই বিহীন লৌহপাত্রে পানীয় জল থাকিলে অল্পক্ষণ পরই উহার অবস্থা যে কি হয় তাহা সকলেই জানে। তৃষ্ণা পাইলে এই অপরিষ্কার জল পান করিয়াই তৃষ্ণা-দেবীকে সন্তুষ্ট রাখিতে হয়। আবার মলত্যাগের পর রাত্রিকালে এই জলের সাহায্যেই শুদ্ধ হইতে হয়। জেলে রাত্রিকালে মলত্যাগের হুকুম নাই, যদি এ আদেশ কেহ অমান্য করে তবে তাহাকে ৫ আইনে গ্রেপ্তার করা হয়; তাহার ফলে সে দিবস তাহাকে সমস্ত দিন না খাইয়া কাটাইতে হয়। ইহাই ৫ আইন ভঙ্গের দণ্ড। প্রস্রাব ত্যাগের জন্য একটা অপ্রশস্ত মুখ ঘটির আকারের একটা ক্ষুদ্র পাত্র রাখে, দায়ে পরিলে উহাতেই উভয় কার্য্য শেষ করিতে হয়। কারাগর্ত্ত (Cell) অন্ধকার; কারণ এখানে বৎসরের

আট মাস সর্ব্বদা ঝড়বৃষ্টি থাকে, চন্দ্র সূর্য্যের হাসি মুখ খুব কম সময়ই দেখিতে পাওয়া যায়। এ অবস্থায় মলমূত্র ত্যাগকালে হিন্দুয়ানী ত্যাগ না করিলে উপায় নাই। প্রকৃতপক্ষে এখানে চাপের চোটে অনেক গোঁড়া হিন্দুর হিন্দুয়ানী নষ্ট হইয়া থাকে। ক্ষুদ্রায়তন অপ্রশস্ত মুখ একটী ঘট, যাহার মধ্যে ১/। কি ১/॥ সের আন্দাজ জল ধরে এরূপ একটা ক্ষুদ্র পাত্রে মলমূত্র ত্যাগ করিতে হয়। অমানিশার গভীর অন্ধকারের ন্যায় অন্ধকারে সেই আলকাতরা মাখা পাত্রটী খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় এবং ঠিক ঠিক মুখটী অতি কষ্টে খুঁজিয়া লইতে হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুদেরে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন "হিন্দু ধর্ম্ম এখন ভাতের পাতিলে ও জলের ভিতরে।" এখানে তদপেক্ষা আরও ক্ষুদ্রআকার ধারণ করিয়াছে। এখানে হিন্দুর সকল হিন্দুয়ানী নষ্ট হইয়া শুধু পানীয় জলে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। এখানে পানীয় জল জল-বিতরণকারী ব্যতীত অন্য কারো স্পর্শ করার হুকুম নাই। এই জল যদি কোন ব্রাহ্মণও স্পর্শ করে তাহা হইলেও মহা বিপদ। শুনিয়াছি যে এই জল ছোয়ার জন্য এখানে এক সময়ে নিতম্বদেশে ত্রিশ চাবুকও পুরস্কার পাইয়াছে।

খাদ্য

জেলের আহারের কষ্টই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ১৯১২ সালে প্রথম যখন শ্রীমন্দিরে স্থান পাই তখন ৭ দিবস এক প্রকার অনাহারেই ছিলাম। প্রত্যেক দিনই খাবার পাইতাম, কিন্তু গলাধঃকরণ সহজ ছিল না। যাহা দিত তাহার মধ্যে তৈল ও মসলা ছাড়া শুধু নুন ও জলে সিদ্ধ করা ডাল, আর বন জঙ্গল দ্বারা তৈয়ারী একটা তরকারি এবং ধান ও পাথর মিশ্রিত কতকগুলি লাল ভাত। তরকারীর মধ্যে কি আছে তাহা জানিবার জন্য কৌতুহল জন্মিল, কিন্তু অনেক চেষ্টা ও বহু গবেষণার পর কিছুই চিনিয়া লইতে পারিলাম না। একটা কথা আছে ক্ষুধা থাকিলে নুন দ্বারাও খাওয়া যায়। কিন্তু এতে এমন একটা দুর্গন্ধ যে মুখে দেওয়া মাত্রই উদ্গার আসে, শকুনির গায়ের মত দুর্গন্ধ। ইহা ছিল ঢাকা জেলের অবস্থা। দ্বিতীয়বার যখন Presidency জেলে যাই তখনও ঠিক তেমন অবস্থাই দেখি। এই জেল খারাপ খানার জন্য Notorious। সকল জেলেরই অবস্থা এক। এই দাস্তাদি পাচনের ব্যবস্থা সর্ব্বত্রই, তবে কোন কোন জেলে একটু নুন বেশী কোন কোন জেলে একটু লঙ্কা বেশী এই প্রার্থক্য।

আন্দামানে রেঙ্গুনের আতপ চাউল, সপ্তাহে ৬ দিবস অরহর ডাল, এক দিবস অর্থাৎ রবিবারে মসুরীর ডাল এবং ভারতীয় জেলের মত সেই দাস্তাদি পাচন। এখানে দুই বেলাই অর্দ্ধাংশ ভাত এবং অর্দ্ধাংশ রুটের

রুটি। এখানে শুধু ভাত খাইলে শরীর ভাল থাকে না বলিয়াই ভাত ও রুটীর ব্যবস্থা। আন্দামানের Penal Settlementএর সৃষ্টি হইতেই এই একঘেয়া ব্যবস্থা চলিয়াছে। এই খাবার খাইয়াই অতি শক্ত শক্ত কাজ করিতে হয়। সহজ কাজও শক্ত কাজের জন্য আহারের পৃথক ব্যবস্থা নাই, সকলেরই এক। তরকারী যে সকল দ্রব্যদ্বারা পাক হইত তাহা আমাদের দেশের গরুতেও খায় না। কোন কোন দিন শুধু কচু পাতা সিদ্ধ করিয়া দিত। কোন প্রকারে উদরসাৎ করিলেই যে মুক্তি তাহা নহে ইহার পর আবার গলা চুলকানী। শুনিতাম সময় সময় খাবার উপযুক্ত তরকারীও আসিত কিন্তু শ্রীফল পাকিলে যেমন কাকের আশা নাই তেমনি অবস্থা আমাদের। পাকশালায় (ভাণ্ডারীতে) আনামাত্রই অমুক জমাদার ১টা, অমুক হাওয়ালদার ২টা, অমুক হাওয়ালদার ৩টা, এরূপ ভাবে হাতেহাতেই শেষ হইয়া ইহার পর যাহা কিছু থাকিত তাহা কতক পাচকগণের পেটে আর কতক তামাকের মূল্যের জন্য উধাও হইয়া যাইত।

বাঙ্গলা দেশে সপ্তাহে এক দিন কি দুই দিন মৎস্য দিয়া থাকে। তরকারীর মধ্যে মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায় না, কাটা দেখিয়াই স্থির করিতে হয় যে আজ মৎস্যের দিন। এখানে তাহাও নহে; তিন মাস কি চারি মাস অন্তর একবেলা সময় সময় মৎস্য দিয়া থাকে। এখানে সকল পাচকই হিন্দুস্থানী। যাহারা কোন দিন মৎস্য খায় না তাহাদেরই উপর পাকের ব্যবস্থা। তাহারা মৎস্যগুলি মসলাসহ গরম জলে ফেলিয়া মৎস্যের খিচুরী করিয়া ফেলে। ইহাতে এক টুকরাও আস্ত পাওয়া যায় না। চাতক যেমন বৃষ্টির ধারার জন্য আকাশ পানে চাহিয়া থাকে কখন এক ফোটা

বারি বর্ষিত হইবে—কখন তাহার তৃষিত প্রাণ শীতল করিবে এখানেও মাছখোর বাঙ্গালীর অবস্থা তেমনি। কবে মৎস্যের ব্যবস্থা হইবে কবে তাহাদের শুষ্ক প্রাণে সলিল সিঞ্চন হইবে।

জলের ব্যবস্থা অদ্ভুত। সমস্ত বর্ষাকালের বৃষ্টির জল এক স্থানে জমাইয়া রাখা হয় তাহাই নল সংযোগে জেলে আসিয়া নির্ব্বাসিতদের পানের জন্য দেওয়া হইয়া থাকে একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই পানীয় জলের মূল্য খুব বেশী। খাবার সময় ১ পাউণ্ড করিয়া প্রত্যেকেই পাইবে। ব্যারি সাহেবের রাজত্বে ইহার বেশী মিলিবার হুকুম নাই। অন্যসব কাজ সমুদ্রের জলেই করিতে হয়। এই জেলের ভিতরেই সমুদ্রের জল রাখিবার বন্দোবস্ত আছে। এখানেও ভারতীয় জেলের ন্যায় ভোজ পাত্রের একই ব্যবস্থা—সেই অল্প মূল্যের লৌহপাত্র।

জেলের ঘানি।

(মানুষমারা কল)

এই জেলের ঘানির কথাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লোকের জীবনী-শক্তি (vitality) ঘানির কাজেই অধিক পরিমানে নষ্ট হইয়া থাকে। এবং অনেকের মুল্যবান জীবন এ নির্য্যাতনের ফলেই শেষ হয়।

জেলের মধ্যে ২, ৩ ও ৬ নম্বরেই ঘানির আড্ডা। ৩ ও ৬ নম্বরে সরিষার পা-কুলু ৮টী, ২ নম্বরে সরিষার হাত-কুলু ২০টী এবং ৬৬ নম্বরে নারিকেলের হাতকুলু ৪০টী। ১টী পা-কুলুতে চারিজনকে সমস্ত দিনে ১২০ পাঃ সরিষা হইতে ৪০ পাউণ্ড অর্থাৎ ৷৷০ অর্দ্ধমন এবং ১টী হাত কুলুতে ২ জনকে ৬০ পাউণ্ড সরিষা হইতে ।০ দশ সের তৈল বাহির করিতে হয়। ৬ নম্বরের ১টী হাত-কুলুতে ৮৫ পাউণ্ড নারিকেল হইতে সমস্ত দিনে একজনকে ৩০ পাউণ্ড অর্থাৎ ।৫ পনর সের তৈল বাহির করিতে হয়।

দেশ হইতে নবাগতদের মধ্যে যাহারা সবল এবং যাহারা ১১০ ধারায় দণ্ডিত অর্থাৎ পুরানো চোর—এখানে একবার করিয়া সেই মানুষমারা কলের বিভীষিকার কবলে তাহাদিগকে পড়িতেই হইবে। একবার সেই প্রাণঘাতি বিভীষিকার জালে পড়িলে তাহাতে জড়িত হইয়া মরনাপন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত কোন কথা বলার যো নাই। কোন আবেদন জানাইবার পূর্ব্বে হুজুর বলা মাত্রই টিণ্ডেল, পেটি অফিসারের ধমকানী, ব্যারী সাহেবের চোখ-রাঙ্গানী

আর সাহেবের গাম্ভীর্য্য দেখিয়াই আবেদন জানাবার প্রবৃত্তি দমিয়া যায়।

যাহারা বাহিরে শক্ত কাজে অনভ্যস্ত, তাহাদের ভোর হইতে ৪টা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত ভাবে চক্রের ন্যায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাজ করা কত কষ্ট-সাধ্য তাহা ভুক্তভোগী ছাড়া অন্য কেহ কল্পনায় আনিতে পারে না। এ কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি সম্পূর্ণ অক্ষম হইলেও তাহার অব্যাহতি নাই—চলনশক্তি থাকা পর্য্যন্ত নিস্তার নাই। অক্ষম বলিয়া যদি কাজ করিতে অস্বীকৃত হয় তবে জমাদার, টিণ্ডাল, পেটি-অফিসার ও ওয়ার্ডার মিলিয়া একযোগে হাতের সুখ মিটাইয়া বলপূর্ব্বক কাজে রত করায়। তাহাতেও যদি রাজি না হয় তবে রজ্জুদ্বারা ঘানির সঙ্গে হাত বাঁধিয়া বলির জীবের ন্যায় জবরদস্তি করিয়া ঘুরাইতে থাকে এ অবস্থায় অজ্ঞান হইয়া ভূপতিত হইলেও পরিত্রাণ নাই—মাটির উপর মৃত গোবৎসের ন্যায় রগড়াইয়া চলিতে থাকে। যখন সংজ্ঞাহীন হয় তৎপর 'কাজ করিতে নারাজ' এই অজুহাতে ব্যারী সাহেবের নিকট উপস্থিত করে। মার্শেল-লর অবতার—ব্যারী সাহেবের নিকট তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য মুখ খোলামাত্রই শার্দ্দূলের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া তাহার ভীতিবিহ্বলচিত্তে ভয়ের মাত্রা এত বাড়াইয়া দেয় যে তখন আর তাহার মুখে কথা সরে না। ইহার পর যদি হাওলাত বন্ধ করার হুকুম হয় তবে উপস্থিত রক্ষা। তাহা না বলিয়া যদি "কামমে লাগাও" হুকুম হয় তবে তাহার অবস্থা From burning pan into the fire. কাজে লাগাইয়া যথার্থই যদি তাহার অক্ষমতা বুঝিতে পারে তখন Absolutily refusing to work in the oil mill সাজান মোকদ্দমা টিকেটে লিখিয়া বিদায় করিয়া দেয়। এখন হইতে তাহার প্রাণ অর্পিত

হইল মারে সাহেবের হাতে। মাড়ে সাহেব তাহার জেল কোডের নিয়মে সমস্ত ধারানুযায়ী এক ধার হইতে হাতকড়ি, এরো-বেড়ী, ডাণ্ডা-বেড়ী, মার-ভাত, বেত্রাঘাত ইত্যাদি দণ্ড দিয়া পরে ৬ মাস Seperate confinement with bar fetters and invalid diet untill further order আদেশ দিয়া রাখিয়া দেয়। এ সকল দণ্ডের সময় কাটিয়া গেলে আবার তাহাকে সেই কাজেই নিযুক্ত করিয়া থাকে। একাজ না করা পর্য্যন্ত অথবা তাহার জীবনলীলা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত মুক্তি নাই। আর তাহার উপর যদি ভগবানের নিতান্তই দয়া হয়,—মরিয়া না মরে রাম এমন অরিষ্ট যদি সে হয়, তবে তাহার এই অপরাধের জন্ত তাহাকে বাহিরে Magistrate Courtএ পাঠাইয়া দণ্ড বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়।

পুরাতন নির্ব্বাসিতদিগের মধ্যে অল্প লোকেই ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া অনেক প্রতিবাদ করিয়াছে তাহার ফলে তাহাদের স্বাস্থ্যও নষ্ট হইয়াছে। এমন সাহসী লোকদের মধ্যে কেউবা ৪ বার, কেউবা ৭ বার, কেউবা ১০ বার পর্য্যন্ত কশাঘাতে (flogging) নির্য্যাতিত হইয়া নিজের জেদ বজায় রাখিতে পারিয়াছে। এই সকল জীবের মধ্যে দয়ালা, ফকিরা, হাজি, মুলু এই কয় জনের নাম উল্লেখযোগ্য। ব্রহ্ম প্রদেশীয়দের মধ্যেও এমন সাহসীলোক আছে তাহাদের নাম জানা নাই বলিয়া উল্লেখ করিতে পারিলাম না। দয়ালা হিন্দুর ছেলে; আন্দামানে অল্প বয়সে আসে এবং এখানে পাঠানদের অত্যাচারে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। এখানে মুসলমান হইলেও সরকারী খাতাপত্রে হিন্দুই থাকে। আইন অনুসারে সরকার তাহার খাতাপত্রে কোন পরিবর্ত্তন করিতে পারে না।

নানারূপ ঘানির যে পরিমাণ তৈলের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে সে

পরিমাণ তৈল যোগাইতে পারিলেই যে মুক্তি তাহা নহে। উহার উপর ব্যারী সাহেবের তহরী আছে। প্রত্যেক ঘানি হইতে গড়ে তাহার জন্য ১ পাউণ্ড অতিরিক্ত তৈল লইবার গোপন হুকুম আছে। ইহা Superintendent জানে না। এই তৈলের জন্য সরিষা বা নারিকেল বেশী দেওয়া হয় না, যাহা দেওয়া হয় তাহা হইতেই শরীরের রক্ত জল করিয়া, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া ভুষি (wax) পিশিয়া বাহির করিতে হয়। শেষ কালে এই ১ পাউণ্ড তৈল বাহির করিতে সমস্ত কাজের এক অষ্টমাংশ শক্তি ব্যয় হইয়া থাকে।

ভারতীয় জেলে দুই জনের ৬টা হইতে ১২ টার মধ্যে ১০ পাউণ্ড সরিষা হইতে তৈল দিতে হয় ৴৩৷৷ সাড়ে তিন সের। এবং অপর দুই জনের ১২টা হইতে ৫৷৷ টার মধ্যে উপরোক্ত পরিমাণ সরিষা হইতে সমপরিমাণ তৈল দিয়া থাকে। যাহারা কুলুতে কাজ করে তাহাদের ১ বেলা ছুটি—অতি হালকা কাজ করিতে হয়। আন্দামানে তাহা নহে সকলেরই ৬টা হইতে ৪৷৷টা পর্য্যন্ত কাজ করিতে হয়। বঙ্গীয় জেলে ১ মাসের বেশী একজনকে ঘানিতে রাখে না, কিন্তু এখানে কারো কারো উপর এত অবিচার হইয়া থাকে যে ৪—৪৷৷ বৎসর পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে ঘানির কাজে রাখা হইয়া থাকে। এ সকল কারণে যাহার পরমায়ু ৬০ বৎসর তাহার ৪০ বৎসর বয়সেই জীবনের শেষকাল উপস্থিত হয়। একবার একজন নবাগতকে ঘানির কাজে দিলে তিন মাসের পূর্ব্বে সে কোন কথাই বলিতে পারে না। আর বাহির হইতে যে সমস্ত পুরাতন নির্ব্বাসিত দণ্ড পাইয়া আসে তাহারা ছয় মাসের পূর্ব্বে কোন কথা বলিতে পারে না। এ সকল যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া যদি কেহ ব্যারী সাহেবের

নিকট অনুগ্রহ প্রার্থী হয় তাহার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করা হয় কুবাক্য ও গালাগালি দ্বারা। কোন ধর্ম্মভীরু যদি খোদা বা মালিকের দোহাই দিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করে তাহার উত্তরে "হিঁয়া খোদা কই নেহি হ্যায়, হাম খোদা—হাম মালিক হ্যায়" এই কথা বলিয়া তাহার ধর্ম্মভীরু প্রাণকে অন্নহীন করিয়া দেয়।

রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, হেমচন্দ্র দাস, উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনায়ক দামোদর সাভারকর, গণেশ দামোদর সাভারকর, নারায়ণ যোশী, ক্ষিতীশ চন্দ্র সান্যাল, শচীন্দ্র নাথ সান্যাল প্রভৃতিকেও ঘানিতে কাজ করিতে হইয়াছে। বারীন্দ্র বাবুর যখন ৯৬ পাউণ্ড ওজন তখনও তাহাকে এ কাজে রাখা হয়। জেল আইন অনুসারে যে যে কাজের উপযুক্ত তাহাকে তেমন কাজই দিতে হইবে। আন্দামান সরকার এই সকল লোককে কোন্ বিচারে যে ঘানির উপযুক্ত মনে করিল তাহা বুঝা শক্ত হইলেও ভুক্তভোগিরা বুঝিয়াছিল যে নির্য্যাতনের নিস্পেষণে তাহাদের জীবণকে অকর্ম্মণ্য করিয়া দেওয়া—আর কোনদিনও যেন তাহাদের মনে ভারতস্বাধীনতার স্পৃহা না জাগে সে প্রবৃত্তি যেন তাহাদের না হয়—এ উদ্দেশ্যেই তাহাদিগকে ঘানিতে দিত।

তৈল ওজনের ভার একজন Convict Warderএর হাতে। সে যেন ব্যারী সাহেবের পালকপুত্র। তাহার বিরুদ্ধে কোন নালিশই ব্যারী সাহেবের নিকট বিকায় না—তাহার বিরুদ্ধে সবই অবিশ্বাস যোগ্য। ইহার প্রধান কারণ প্রত্যেকের নিকট হইতে ওজনের সময় ১ পাউণ্ড তৈল অতিরিক্ত আদায় করা এবং তাহা সকলের নিকট গোপন রাখা। কম হইয়াছে জানাইলে কেউ যদি বিশ্বাস না করে এবং তাহার প্রতিবাদ করে অমনি

যমদূত কালদূত আসিয়া টুঁটি চাপিয়া বলে "শালা হামলোক ঝুটা বলতা হ্যায়" ইহার পর আর কারো 'টুঁ' শব্দ করার সাহস থাকে না। এতদ্ব্যতীত ওজনকারীকে মাসে মাসে কিছু দক্ষিণা না দিলে প্রায়ই তৈল কম হইবে। এত শোষনের মধ্যে নির্ব্বাসিতদের টিকিয়া থাকা কত কষ্ট তাহা পাঠক একবার বিচার করিয়া দেখিবেন।

পূর্ব্বে এই ঘানিওয়ালাদের উপর এমন অত্যাচার চলিত যে নির্দ্দিষ্ট কাজ পুরা না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদিগকে রাত্রি ৮ টা পর্য্যন্ত কাজে রাখিত এবং কাজ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদিগকে অভুক্তাবস্থায় থাকিতে হইত। জেলের নিয়ম অনুসারে সর্ব্বত্রই রবিবারে কাজ বন্ধ থাকে, কিন্তু পূর্ব্বদিবস তৈল ঠিকমত না হইলে রবিবারে পর্য্যন্ত তাহাদিগকে কাজে নিযুক্ত করিয়া পূর্ব্ব দিবসের প্রতিশোধ লওয়া হয়। অনেকে দণ্ডের ভয়ে—বেত্রাঘাতের আতঙ্কেই রবিবারে কাজ করিতে রাজি হয়।

দেশের সঙ্গে আন্দামানের কোন নিকট সম্বন্ধ নাই ; সে জন্যই ব্যারী সাহেব যাহা খুসী তাহাই করিয়া থাকে। সে জানে যে তাহার কোন কথাই বাহির হইবে না। কিন্তু বাঙ্গালীর বুদ্ধির কাছে এ বিষয়ে তাহাকেও হার মানিতে হইয়াছে। পূর্ব্বে এই মানুষমারা কলের অত্যাচার দীর্ঘকাল ক্রমান্বয়ে ভোগ করিতে করিতে অনেকে অকালে প্রাণ হারাইয়াছে, আর কেহবা নির্য্যাতন সহ্য করিতে না পারিয়া স্বেচ্ছায় উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়া অব্যাহতি পাইয়াছে। এরূপ ঘটনা প্রতি মাসেই ঘটিত, কিন্তু তাহার কোন প্রতিকার হইত না ; উপর ওয়ালাদের নিকট জানাইলে তাহারা শুনিয়াও শুনিত না। যাহার মনুষ্যত্ব আছে সেএসকল দেখিয়া দুঃখই প্রকাশ করিবে সন্দেহ নাই ; কিন্তু ব্যারী সাহেব অম্লান বদনে নির্ভীকভাবে

আরও ইন্ধন যোগাইত। এসকল ঘটনা Supdt. কি Chief Commissioner এর নিকট জানাইবে এ সাহসও কাহারও হইত না। এই সকল ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইল বিপ্লববাদীদের সাহসের ফলে। এই সকল পরোপকারের ফলে তাহারা যে সকলের নিকট শ্রদ্ধারপাত্র হইয়াছিল তাহা স্থানান্তরে উল্লেখ করিব।

বাচ্চা ফাইল

(BOYS GANG)

Boys gang কে আন্দামানে বাচ্চাফাইল আর বঙ্গদেশের জেলে ছোকরাফাইল বলে। এখানে ছোকরা শব্দটা খারাপ অর্থে ব্যবহার হয় বলিয়াই এখানে তাহার নাম বাচ্চাফাইল হইয়াছে।

ভারতীয় জেলে যেমন অল্পবয়স্ক বালকদিগকে অন্যান্য কয়েদী হইতে পৃথক রাখার বন্দোবস্ত আছে, এখানে তেমন নাই। এখানে নামে মাত্র একটা Boys gang আছে; তাহারা অন্যান্য বয়স্ক লোকদের সঙ্গে যে মেলামিশা করিতে পারে না এমন নহে। স্নান আহারও কাজের সময় প্রায় একত্রই থাকে, এক ওয়ার্ডেই বাস করে। ছেলেরা একধারে আর অপরাপর লোকেরা অন্য ধারে কাজ করে। অল্পবয়স্ক ছেলেরা সাধারণতঃ অল্পবুদ্ধি ভবিষ্যৎচিন্তাহীন ও সরলবিশ্বাসী হয়। সুতরাং ভালমন্দ বিচার-শক্তি অভাবে সহজেই লোভে পড়ে।

অল্পবয়সে তাহাদের মাতাপিতার কোল হইতে আইনের দোহাই দিয়া শাসনকর্ত্তাগণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মর্ম্ম বুঝিবার পূর্ব্বেই তাহাদিগকে হরণ করিয়া লইয়াছে, কিন্তু তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতিকল্পে কোন বিধান নাই।—এই কোমলমতি বালকদের সৎশিক্ষা দিলে তাহাদের স্বভাবের যে পরিবর্ত্তন হইতে পারে তৎপ্রতি সরকারের দৃষ্টি নাই। সাধারণতঃ লোকের ধারণা জেলখানা লোকের স্বভাব পরিবর্ত্তনের জন্য কিন্তু সরকারের কার্য্যকরী ব্যবহার তাহা নহে। তাহার উদ্দেশ্য শ্রমোপার্জ্জিত

অর্থে জেলের আয় বৃদ্ধি করা এবং এই আয়ের অর্থ সরকারী কোষাগারে সরকারী খরচের উদ্দেশ্যে সঞ্চিত করা। এই বালকদের শিক্ষার ব্যবস্থা নাই—অসত লোকের হাত হইতে রক্ষার প্রতি লক্ষ্য নাই—ভবিষ্যতে তাহারা যাহাতে মানুষ হইতে পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি নাই। জেলে ছেলে প্রায়ই অনেক লোক আছে—গোপ-দাড়ি হীন লাবণ্যযুক্ত সুশ্রী ছেলেদিগকে দেখিলে অনেকেরই লোভ জন্মিয়া থাকে। এই লোভের বশবর্ত্তী হইয়া একের উপর ঐকান্তিক আকৃষ্ট হয়; ইহার ফলে নানারূপ ঝগড়া, মারপিট, খুনাখুনীর সৃষ্টি হয়। অনেক সময় দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে এমন শত্রুতা হয় যে একজন অন্য জনকে খুন করিতেও দ্বিধাবোধ করে না। এখানে অধিকাংশই অশিক্ষিত, চরিত্রহীন ও মনুষ্যত্বহীন; জেলে আসায় তাহাদের অসৎপ্রবৃত্তি যে আরও বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে সন্দেহ কি? ইহা স্বাভাবিক যে, বলপূর্ব্বক কোন প্রবৃত্তিকে দমন করিবার চেষ্টা করিলে উহা চরিতার্থ করিবার স্পৃহা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এই সকল ঘটনা নিয়া এখানে অনেকের ফাঁসি পর্য্যন্ত হইয়াছে। এই ছেলেদিগকে লোকেরা বদমতলবে তামাক, বিড়ি, এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য যোগাইয়া থাকে। ছেলেরা যখন লোভে পড়িয়া নেশার বশবর্ত্তী হয় তখন তাহারা কুঅভিসন্ধি সফল করিতে প্রয়াসী হয়। আর ইহাতেও যদি অকৃতকার্য্য হয় তখন তাহাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মোকদ্দমা সাজান, কঠিন কাজে নিযুক্ত করা, মারপিট করা ইত্যাদি রূপ নির্য্যাতনের পন্থা অবলম্বন করে। এমন অবস্থায় আত্মসমর্পণ ছাড়া তাহাদের আর উপায় থাকে না। এ সকল ক্ষেত্রে ২।১টী ছেলেকে অসীম সাহস ও বুদ্ধির পরিচয় দিতে যে দেখা যায় নাই এমন নহে। এ সকল ছেলেদের রক্ষার ভার

অর্পিত হয় Convict Officer দের উপর; তাহাদের দ্বারা ছেলেদের উপকার হইবে কিনা এ বিচার সরকার করে না; সুতরাং রক্ষকই ভক্ষক হইবার উদ্দেশ্যে যত প্রকার নীচতা অবলম্বন করিয়া থাকে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে আন্দামানে পাঠানদেরই প্রাধান্য বেশী, আর পাঠান-গণই এ সকল বিষয়ে অতিরিক্ত পরিমানে অসংযত। তাহারাই এ সকল খারাপ কাজে নানা উপায় অবলম্বন করে। হিন্দুর ছেলেকে পাইলে তাহাকে শুধু চরিত্রহীণ করিয়াই সন্তুষ্ট হয় না, একেবারে কল্‌মা পড়াইয়া ছাড়ে। এভাবে অনেক হিন্দুর ছেলেকে বলপূর্ব্বক ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করাইয়াছে। যদি কোন হিন্দু এ সকল কাজে প্রতিদ্বন্দ্বী হয় তবে জেলের সমস্ত পাঠান ও অন্যান্য মুসলমান একযোগ হইয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়; এবং উল্টা তাহাকেই বদমাইস বলিয়া সকলের নিকট প্রচার করে। এসকল সংবাদ যখন কর্ত্তৃপক্ষের কর্ণে পৌঁছে তখন Divide and Rule নীতি অবলম্বন করিয়া হিন্দু মুসলমানের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাঁধাইয়া তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিবার নিমিত্ত পাঠানদলকে সাহায্য করে এবং হিন্দুদিগকে দুর্ব্বল দেখিয়া তাহাদিগকে নির্য্যাতনে প্রয়াসী হয়। ব্যারি সাহেব এসকল বিষয়ে অত্যন্ত সুদক্ষ। সে আজ ২৫ বৎসর যাবৎ জেলের কাজ করিয়া এসকল অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে—তাহার মাথায় যে কত রকম সয়তানী বুদ্ধি খেলিতে পারে তাহা অনায়াসেই অনুমেয়।

নাবালক ছেলেদের নিঃসহায় অবস্থায় অসীম সাহস না থাকাটা অত্যন্ত দোষের নহে। তাহারা 'যামাল্লা জয়' বলিয়া যেদিক সবল সেদিকেই আশ্রয় লইয়া থাকে। এরূপ জোর জবরদস্তি করিয়া বহু সুকুমার মতি বালকদের সর্ব্বনাশ করে। পূর্ব্বে এই সকল ছেলেদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল।

বিপ্লববাদীদিগের ক্রমাগত চেষ্টায় এ অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া যায় এবং ব্যারীনবাবু স্বয়ং এই সকল ছেলেদের রক্ষক হইয়া তাহাদিগকে অনেক বিপদ হইতে রক্ষা করেন। তাঁহার দেখিবার সুযোগ ছিল কেবল দিবা ভাগে, কিন্তু রাত্রিকালে তাঁহার কোন ক্ষমতা থাকিত না। রাত্রিকালে নরপিশাচ ওয়ার্ডারগুলি তাহাদের খারাপ উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিয়া লইত। এসকল ঘটনা হাওয়ালদার কর্তৃক ধরা পড়ায় অনেকে দণ্ডও পাইয়াছে। যাহারা দণ্ড পায় তাহাদের "লাল উর্দ্দি 'গেঙ্' বলে।" বাহিরে লাল উর্দ্দির যে 'গেঙ্' আছে তাহাতে প্রায় ২০০ ছেলে ও প্রৌঢ় থাকে। এসকল লোককে অত্যন্ত শক্ত কাজে রাখা হয়। এসকল অপরাধে এক পক্ষের দণ্ড হয় না, উভয় পক্ষই দণ্ডভোগ করিয়া থাকে; তবে দণ্ডের মাত্রার তারতম্য হইয়া থাকে।

এই সকল ছেলেদের মধ্যে সকলেই যে নৈতিক চরিত্রহীন তাহা নহে। অল্পবয়স্ক অজ্ঞান অবস্থায় হঠাৎ একটা কাজ করিয়া ফেলে। সেজন্য তাঁহাদিগকে মাতাপিতা ও সমাজদেহের সঙ্গে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন করিয়া নির্ব্বাসিত করা আমাদের নিকট বড়ই অবিচার বলিয়া মনে হয়। সমাজ দেহের সঙ্গে যদি অল্প বয়স হইতেই সম্বন্ধ না থাকে তাহা হইলে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদের আকর্ষণের প্রভাব তাহাদের উপর পড়ে না, ক্রমে শোনিতসম্বন্ধ দূর হইয়া যায়। যাহারা লেখাপড়া জানে না তাহারা পরস্পর পরস্পরের সংবাদ লইয়া মতাপিতার স্নেহ, জ্যেষ্ঠের ভালবাসা, কনিষ্ঠের ভক্তিশ্রদ্ধা লাভে পর্য্যন্ত বঞ্চিত হয়। এ অবস্থায় তাহারা কূলহারা সমুদ্রমগ্ন জীবের ন্যায় হাবুডুবু খাইতে থাকে। সহায়হীন অবস্থায় পড়িলে মানব মাত্রেরই সাহায্য পাইবার আকাঙ্ক্ষা

জন্মে। এই সাহায্য পাইবার প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া হয়ত অনেক সময় নাবালক ছেলেরা রাক্ষসের মুখেও উপস্থিত হইয়া থাকে। এখানে সৎলোকের সংখ্যা দুইশত লোকের মধ্যে ১জন আছে কিনা সন্দেহ, সুতরাং তাহারা সাহায্যের পরিবর্ত্তে অধিকাংশ স্থলে নির্য্যাতনই ভোগ করে। ছেলেদের কেহ যদি বিপ্লববাদীদের সংশ্রবে আসিয়া পড়ে তবে তাহার রক্ষা; নচেৎ আর দুর্গতির পরিসীমা থাকে না। আমরা তাহাদের মঙ্গলের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটা ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। জেলের ৭ নম্বর ওয়ার্ডে যুবকগণ থাকে। এই জেলে নারিকেলের কাজ হয়, ইহা বলা হইয়াছে। প্রায় ১০০।১৫০ লোক এখানে কাজ করে। নারিকেল খাইবার হুকুম যদিও নাই তথাপি অর্দ্ধ প্রকাশ্যে কেহই বাদ দেয় না। গোরা পাহারা, টিণ্ডেল, জমাদার সকলেরই মুখ চলে। আর যাহারা একঘেয়ে খানা খায়, যাহাদের ক্ষুধার তৃপ্তি হয় না তাহারা হাতে খাবার জিনিষ পাইয়া সংযম শিক্ষা করিবে এরূপ আশা করা ভুল। এনম্বরেই তৈল গুদাম এই গুদামের কর্ত্তা ছিল একজন ওয়ার্ডার। সে জাতিতে পাঠান এবং চরিত্রেও পাঠান। জেলার তাহার অত্যন্ত বাধ্য ছিল। কারণটা অন্যস্থানে পাইবেন।

এই ওয়ার্ডে একটী বার্ম্মা ছেলে ছিল, তাহার চেহারা খানা লাল টুকটুকে, মুখখানা কচি, ভাবখানা লাবণ্য যুক্ত। ইহার উপর অনেকেরই পৈশাচিক লোলুপদৃষ্টি ছিল। কিন্তু কেহই তাহাকে নষ্ট করিতে পারেনাই। তৈল গুদামের ওয়ার্ডার, টিণ্ডেল, পেটিঅফিসার প্রভৃতি নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। অবশেষে টিণ্ডাল (একজন পাঞ্জাবী মুসলমান অর্থাৎ পাঠানের ছোটভাই) ও তৈল

গুদামের ওয়ার্ডার উভয়ে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। এই দুষ্ট অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া ছেলেটী সর্ব্বদা সাবধানে থাকিত। এমন কি বিপদ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য কখনও একটুকরা নারিকেল স্পর্শ করে নাই। এই ষড়যন্ত্রকারীদের অন্তরায় ছিলাম আমরা। আমাদের ভয়ে অনেক সময় তাহারা সাবধান হইয়া চলিত। এক দিবস প্রাতঃকালে অন্য একটী বরমা ছেলে নারিকেলের ঢেরি হইতে একটী নারিকেল ভাঙ্গিতে ছিল। ইহার অনতিদূরেই ঐ সুন্দর ছেলেটী দাঁড়ায়। তাহার নামটা স্মরণ নাই, মনে করিয়া লওয়া হউক তাহার নাম "ঠৌ"। টীণ্ডেলের দৃষ্টী সর্ব্বদা ঠৌএর উপর থাকিত। কিন্তু কোনই ফাঁক পাইত না। সেইদিন সে অপর ছেলেটীকে নারিকেল দিয়াছে এই মিথ্যা অপরাধের জন্য তাহাকে পাকড়াও করিল। দুইজন ওয়ার্ডার তাহার দুই হাতে ধরিল এবং টীণ্ডেল তাহার সাধ্যানুসারে বৃথাই প্রহার করিতে লাগিল। এই নম্বরে যে সকল রাজনৈতিক বন্দীরা ছিল তাহারা হৈ চৈ করিয়া উঠিল, তখন টিণ্ডেল আর অধিক প্রহার না করিয়া তাহার টিকিট আনিয়া বলিল যে তাহার নামে জেলারের নিকট report করিবে; পরে তাহাকে cell বান্ধ করিয়া রাখিল। এদিকে আমাদের লোকেরা জেলারের নিকট এই ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য সংবাদ পাঠাইল।

১০টা বাজিয়া যাইবার পর সকলেই আহার করিবার জন্য বাহির হইয়াছে; 'ঠৌ'ও বাহির হইয়াছে। ঠৌ তখন একজন রাজনৈতিক নির্ব্বাসিতকে বলিল "আমার মাথা ঘুরাইতেছে"। তিনি তখন তাহাকে হাসপাতালে যাইবার হুকুম দেন। সে হাসপাতালে

গেল ; ডাক্তার তখন ছিল না সুতরাং compounder তাহাকে detain করিয়া রাখিল। বৈকাল বেলা জেলার লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার সর্দ্দার জোয়ালা সিংকে ডাকাইল। তিনি সকল ঘটনা জেলারের নিকট বলিলেন। তখন উভয়ে হাসপাতালে যাইয়া 'ঠৌ'এর জবানবন্দী লইল। তৎপর জেলার ডাক্তারকে পরীক্ষা করিতে ডাকাইল। ডাক্তার মারপিটের কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না বলিয়া report দিল। তখন ইহা প্রমাণ হইয়া গেল যে 'ঠৌ'কে মারা হয় নাই। এই সকল ঘটনার পূর্ব্বেই টিণ্ডাল জেলারের নিকট বলিয়া আসিয়াছে যে 'ঠৌ' বেফাইল গিয়াছিল বলিয়া ফাইলে আসিতে বলায় বোমগোলা ওয়ালারা টিণ্ডালকে ধমকাইয়াছে এবং গালি দিয়াছে। ডাক্তারের report শুনিয়া জেলার জোয়ালা সিংকেই মিথ্যাবাদী মনে করিল।

ইহার পর ষড়যন্ত্রকারীরা আমাদের লোকদিগকে জব্দ করিবার অভিপ্রায়ে ফন্দি আঁটিতে লাগিল। তাহাদের প্রধান সহায় ছিল জেলার ; সুতরাং তাহারা ভয় করিবে কাহাকে ? এক দিবস এই নম্বরে হুকুম দিল কেহ নারিকেল আহার করিতে পারিবে না। সরদার সের সিং বলিল "যদি কেহই না খায় তবে আমরাও খাইব না।" ১১টার পর সের সিং দেখিল অন্য লোকেরা নারিকেল খাইতেছে, কিন্তু টিণ্ডেল কিছু বলিতেছে না। তখন সের সিং টিণ্ডেলকে দেখাইয়া বলিল "এই দেখ আমিও নারিকেল খাইতেছি"। অমনি তেল গুদামের ওয়ার্ডার ১২।১৪ জন মুসলমান সহ দৌড়াইয়া মারপিট করিতে আসিল। সের সিং আকারে যেমন লম্বা চওড়া কাজেও তেমনি সে একাই সকলের যম স্বরূপ ; সুতরাং বেশী অগ্রসর হইতে কাহারও সাহস হইল না। অধিকন্তু আমাদের সকলেই

বর্থন সের সিংহের পক্ষ অবলম্বন করিল তখন শুধু বাক্য যুদ্ধই সুরু হইল। এমন সময় গোরা পাহারা হাওয়ালদাররা আসিয়া গোলমাল থামাইয়া দেয়। ইহার পর আমাদের সকলের বিরুদ্ধে riot করিতে প্রস্তুত বলিয়া case করিল এবং ৬ মাস ডাণ্ডা বেড়ি ও নির্জ্জন কারাদণ্ডের হুকুম দিল। যাহারা সাজা পাইল তাহাদের মধ্যে সর্দ্দার সের সিং, জোয়ালা সিং, গুরুমুখ সিং শ্রীযুত ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুত ভূপেন্দ্র কৃষ্ণ ঘোষ ইত্যাদি। পাঠক বুঝিতে পারিবেন ছেলের জন্য নরপিশাচরা কি না করিতে পারে।

নাবালক ছেলেরা যে লঘু পাপের জন্য গুরু দণ্ডের দণ্ডিত হইয়া থাকে তাহার একটা উদাহরণ দিতেছি। একটী ১৪ বৎসর বয়সের ছেলে সহপাঠীদের সঙ্গে বর্ষা কালে নৌকায় বিদ্যালয়ে অধ্যায়ন করিবার সময় অপর একটী ১১ বৎসর বয়সের ছেলের সঙ্গে কথায় কথায় ঝগড়া করে। ঝগড়া করিতে করিতে হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া ছোট ছেলেটিকে ধাক্কা দেয়, তাহার ফলে সে খরতর স্রোতে পড়িয়া অতল জলে ডুবিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। এই অপরাধের জন্য বিচারক তাহাকে যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ড দেয়। এ অপরাধের জন্য ১৪ বৎসর বয়স্ক ছেলের যে কি দণ্ড হওয়া উচিত তাহা আইনজ্ঞের বিচার্য্য বিষয়। আমাদের বিচারে গুরুদণ্ড হইয়াছে ইহাই বলিব।

এই আন্দামান সুদূর দেশে মাতাপিতার স্নেহ হইতে বঞ্চিত ছেলেদের আনিয়া কি দুরবস্থায় যে ফেলিয়া দেয় তাহা জানেন সৃষ্টিকর্ত্তা আর জানে ভুক্তভোগী নিজে। আমরা কল্পনা দ্বারা এ দুঃখের উপলব্ধি করিতে পারি না। এই আন্দামানে কোন্ আশায় এবং কি অবলম্বনে তাহারা আত্মবিশ্বাসী হইতে এবং আত্মরক্ষা করিতে পারে তাহার কোন উপায়

আমরা দেখিতে পাই না—আমাদের বুদ্ধি বা চিন্তাশক্তি তাহা খুজিয়া বাহির করিতে পারে না। এই গেল জেলের কথা, বাহিরের অবস্থা আরও শোচনীয়; সেখানে কোন স্বতন্ত্র ব্যবস্থাই নাই। সেখানে কোন পৈশাচিক প্রেমিকের সাহায্য ব্যতীত তাহারা কিছুতেই নানা আক্রমণ হইতে নিস্তার পাইতে পারে না। ভালমন্দ সকল কথা ভুলিয়া কোন প্রকারে আত্ম রক্ষা করে।

—:০:—

স্বাস্থ্য ও জলবায়ু

বারীন বাবু তাঁহার নির্ব্বাসিতের আত্ম কথায় লিখিয়াছেন "আন্দামান ম্যালেরিয়ার পীঠ স্থান বলিলে অত্যুক্তি হয় না।"—এ কথা অতি সত্য ও খাঁটি। পানীয় জল যে কি ভাবে নির্ব্বাসিতদের জন্য রক্ষিত হইয়া জেলে সরবরাহ হয় তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এখানে বৎসরে প্রায় আটমাস বৃষ্টি হয় তন্মধ্যে ৪ মাস অধিকমাত্রায় দেখা গিয়া থাকে। এখানকার স্বাস্থ্য জেলে ভাল থাকে এ কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। আমাদের দেশে লোকের ধারণা, জেলেই স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, লোক ক্রমে জীবনী শক্তিহীন হয়। জেলে যেরূপ স্বাস্থ্য থাকে বাহিরে সেরূপ থাকে না। কারণ বাহিরের জলবায়ু জেল অপেক্ষা অধিক খারাপ। বাহিরের মৃত্যু সংখ্যা জেলের মৃত্যু সংখ্যার সহিত তুলনা হয় না। জেলের স্বাস্থ্য ভাল বলিয়া কেহ যেন ভুল না করেন যে আমাদের দেশের স্বাস্থ্যকর স্থানেরই ন্যায় ভাল—ইহা আমাদের পক্ষে মন্দের ভাল।

ইহা অরণ্য পূর্ণ পাহাড়িয়া স্থান। বৃষ্টি পাইলে বনরাজি দৈত্যকুলের ন্যায় বাড়িয়া উঠে এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই লোকাবাস পর্য্যন্ত আবৃত করিয়া ফেলে। জেলখানা চার পরদা দ্বারা পরিবেষ্টিত, সুতরাং তাহাকে পরাজয় করিতে পারে না। এ কারণেই জেলের স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ভাল।

জেলের মধ্যে বাহিরে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। নির্ব্বাসিতদের

স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যেটুকু পরিচ্ছন্নতার আবশ্যক তৎপ্রতি সরকারের দৃষ্টি নাই। যাহারা কঠোর শ্রম করে, দিনের মধ্যে ১০ ঘণ্টা ঘানির চাকা ঘুরায়, তৈল ও ঘর্ম্মের মিশ্রনে তাহাদের জামা কাপড়ের এমন অবস্থা হয়যে কিছুতেই তাহা পরিস্কার করা সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়তঃ আহারের বন্দোবস্ত কাঁচা লোহার থালায়। সর্ব্বদা নগ্ন পদে থাকিতে হয়। মানসিক দুশ্চিন্তা বা অশান্তি ও আছে। তৃতীয়তঃ জন্মাবধি যেরূপ জল বায়ুতে বাস করিতে অভ্যস্থ তাহার অভাব। এ সকল কারণেই কাহার কাহার স্বাস্থ্য মোটেই টিকেনা। ৬মাস হইতে ১ বৎসরের মধ্যেই ইহধামের লীলা শেষ করিয়া তাহাদের চির বিদায় লইতে হয়। এখানে প্রতি বৎসর ১০০০।১২০০ পর্য্যন্ত নির্ব্বাসিত আসে। এই নবাগতদের মধ্যে প্রায় শতকরা ৭৫ জনই ৩০ বৎসরের মধ্যে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।

এখানে আসার পর এক বৎসর জোর ২বৎসর কেহ কেহ ভাল থাকে। ইহার পরই পেটের গোলমাল (অজীর্ণ রোগ) দেখা দেয়। সামান্য একটু অসুখ হইলে কাজের মাপনাই। কোনরূপ একটু নিয়ম করিয়া বিশ্রামের অবসর পায়না। এসকল অসুবিধার জন্যও অনেক সময় সামান্য রোগ ভীষণ আকার ধারণ করে। একজনের হয়ত রাত্রে ১০২ বা ১০৩ উত্তাপ হইয়াছে। প্রাতে তাহার উত্তাপ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিলে যে রূপ শক্ত কাজেই থাকুক না কেন তাহার সে কাজ করিতে হইবে। তাহার কোন ওজর আপত্তি শুনা হয় না।

একটী ৪৫ বৎসর বয়সের বৃদ্ধ আমার পাশে বসিয়া নারিকেলের ছোবড়ার কাজ করিতেছিল কিছুক্ষণ কাজ করার পর শরীর অসুস্থ বোধ করে। ও পেটি অফিসার কে হাসপাতালে যাওয়ার ইচ্ছা জানায়। পেটি

অফিসার ছিল পাঠান, সে তাহাকে উত্তরে "সাবিরে কাহেকো নেহি গিয়া, কামান কনে নেহি সাক্তে ইসি ওয়াস্তে এভি হাঁসপাতালমে জানে মাংতে, শালা বাহানা বানায়া কুট—কুট" বলিয়া ধমকাইয়া চলিয়া গেল। এলোকটী তিনমাস ঘানিতে কাজ করিয়া আসিয়াছে, শরীর দুর্ব্বল। তাহাদ্বারা এরূপ কাজ হওয়ার আশা নাই। ইহার ১৫।২০ মিনিট পরে আমাকে বলিল "বাবুজি! হামারা দিন খারবায়া হায়, চক্কর খাতে,—এ কথা বলিতে বলিতেই শুইয়া পড়িল। তখন সকলেই খবর পাইয়া আসিল। ইহার মধ্যেই তাহার শেষ কথাটুকু বলিয়া সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। এরূপ ঘটনা অনেক হইয়াছে কিন্তু তথাপি সরকার পক্ষের বা medical officer এর কোন দৃষ্টি আকর্ষণ করেনাই। লোকের স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ার এরূপ বহুবিধ কারণ আছে বাহিরের অবস্থা বর্ণনা কালে তাহা বিবৃত করিব।

অবিশ্রান্ত বারিধারার মধ্যেই জেলে লোকের আহার করিতে হয়। বিশেষ অনুগ্রহ হইলে cell এর বারান্দায় বসিয়া খাইতে পায়। বারান্দায় ১০।১৫ মিনিট পূর্ব্বে খাইতে দিবে না। বৃষ্টি থামিলে বারান্দায় যাওয়ার হুকুম হয়। একটী দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে করিতে ¾ অংশ লোকের জামা জাঙ্গিয়া ভিজিয়া যায়। এই ঠাণ্ডার সময় সেই ভিজা কাপড়েই থাকিতে হয়। আর রবিবারে যদি দুই সেট কাপড়ই ভিজা থাকে তবে পরিবর্ত্তন করিবার সুযোগ নাই। আধ্যাত্মিক অবস্থায় উন্নত হইলে লোক যে অবস্থায় পড়ে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে। এখানে সরকার আমাদিগকে জোর করিয়াই তাহা শিক্ষা দেন।

খাদ্য যে স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ার একটা প্রধান কারণ তাহা খাদ্য অধ্যায়ে বর্ণনা করিয়াছি। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

রাজনৈতিক নির্ব্বাসিত।

এই আন্দামানে সর্ব্ব প্রথম ব্রহ্মের স্বাধীনতা হরণ করিয়া রাজা থিবোকে বন্দী করা হয়। এই সময় কতকগুলি স্বাধীনতা প্রয়াসী দেশ প্রেমিককেও এই স্থানে নির্ব্বাসিত করে। স্বাধীনতা প্রয়াসীর তপ্ত নিঃশ্বাস এই আন্দামানের আকাশে বাতাসে প্রথম তাহারাই ছড়াইয়া দেয়। তাহাদের অনেকেই এখানে শেষ নিঃশ্বাসও ত্যাগ করিয়াছে। অবশিষ্ট যাহারা বাঁচিয়া ছিল তাহাদিগকে ৩০।৩২ বৎসর অন্তর, যখন ব্রহ্মের স্বাধীন চিন্তাকে পর্য্যন্ত লোপ করিয়া দিয়াছে তখন দয়া করিয়া Amnesty উপলক্ষে মুক্ত করিয়া দেয়। ইহার পরে তাহাদের এখানে অবস্থান কালেই দ্বিতীয় দফার রাজবন্দী আসে।

মনিপুরের যুদ্ধের পর মনিপুরের রাজ ভ্রাতা শূরচন্দ্র ও তাঁহার * সঙ্গে আরও কতজন নির্ব্বাসিত হইয়া এখানে আসে। রাজভ্রাতাকে দেশে অর্থাৎ বৃন্দাবনে ফিরাইয়া নেয়, আর অবশিষ্ট এখনও এখানে আছেন। তাঁহাদের অপরাধ নিজের দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য শত্রুপক্ষ ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কোন প্রকার ষড়যন্ত্র করিয়া যে তাঁহারা ইংরেজের নিষ্পেষণ হইতে রক্ষা পাইতে চাহিয়াছিলেন বা আত্ম স্বাধীনতা লাভ করিতে চাহিয়াছিলেন তাহাও নহে। নিজেরা স্বাধীন ছিলেন, সেই স্বাধীনতা ইংরেজ কাঁড়িয়া লইতে গিয়া বাধা পাইয়া ছিল। ইহাই তাঁহাদের অতি অমার্জ্জনীয় গুরু অপরাধ।

---

* See the History of Monipur

ইহার পর ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিয়া স্বাধীনতা লাভ করার অপরাধে দণ্ডিত হইয়া আর কোন লোক বহু বৎসর যাবৎ এখানে আসে নাই। ১৯০৮ সালের আলিপুর প্রসিদ্ধ যুদ্ধোত্তম মামলার নির্ব্বাসিতগণ ১৯০৯ সালে এখানে আসেন। পরে ক্রমে ক্রমে নাসিক ষড়যন্ত্র মামলা, খুলনা গ্যাঙ্ কেশ, লাহোর সিডিসান কেশ, ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা, রাজেন্দ্র-পুর ট্রেণ ডাকাতি, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা, প্রয়াগপুর ডাকাতি, শিবপুর ডাকাতি, বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা, বেনারস ষড়যন্ত্র মামলা, মালদহ খুন, ব্রহ্ম ষড়যন্ত্র মামলা, ও রাজাবাজার বোমকেসের নির্ব্বাসিত রাজ নৈতিক বন্দিগণ এখানে আসেন।

বারীন, উপেন, হেম প্রভৃতি ইঁহারাই সর্ব্বাগ্রে এই ঠিকানার অধিবাসী হন। বাঙ্গালী রাজনৈতিক বন্দী প্রথম এখানে আসেন বলিয়া তাঁহাদের ডাক নাম হইল "বাঙ্গালী",। বাঙ্গালী বলিলে সকলেই বুঝিয়া থাকে বোমাওয়ালা বা রাজ নৈতিক আসামী। তাঁহারা এখানে আসার পর ব্যারি সাহেবের সয়তানী বুদ্ধি খুব বাড়িয়া গেল, তাঁহাদের জন্য একটা ওয়ার্ড ছাড়িয়া দিল। তাঁহারা একই স্থানে থাকিবে কিন্তু কেহ কাহারও পাশা পাশি হইতে, কাহারও সঙ্গে কথা বলিতে, এমন কি মুখের দিকে তাকাইয়া হাসিতেও পরিবেনা। তাঁহাদের ভ্রমনের ব্যবস্থা একটা গোলাবর্ত্তের চতুস্পার্শ্বে; ২০হাত দুরত্ব রাখিয়া ঘুরিতে হইত। আবার about turn বলিলেই একেবারে ঘুরিয়া চলিতে হইত।

এই সকলের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য নিযুক্ত হইল পাঠান ওয়ার্ডার। পাঠানদিগের সম্বন্ধে পূর্ব্বে অনেক কথাই বলা হইয়াছে। ইহারা সভ্যতার কোন ধার ধারেনা, ভদ্রতার কোন চিহ্ন তাহাদের মধ্যে

লক্ষিত হয়না, ইহারা একেবারে আস্ত বর্ব্বরের জাত। এজাতটা গোয়েন্দা-গিরীও বিশ্বাস ঘাতকতা করিতে বড় পটু। এগুণের অধিকারী বলিয়াই তাহারা রক্ষক রূপে ভক্ষক হইয়াছে রাজ বন্দীদের। তাহাদের ভাষা সকলেরই নিকট অপরিজ্ঞাত সুতরাং ভাবের আদান প্রদান করিয়া যে তাহাদের মধ্যে সভ্যতার আলোক বিকাশ করিয়া তোলা তাহা একেবারে অসম্ভব। অপর দিকে প্রলোভন। সরকার তাহাদিগকে tindal করিবে, জমাদার করিবে এ সকল লোভ দেখাইয়া মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টির ভিতর থাকিয়াও তাহাদের আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছে। শুধু তাঁহারা পরস্পরে কথা বলিতে পারিবেনা ইহাতেই শেষ হয় নাই। তাঁহারা অন্য সাধারণ নির্ব্বাসিতদিগের সঙ্গে আলাপ করিলে উহা একটা গুরুতর অপরাধ। এসকল কথা বারীনবাবুর "নির্ব্বাসিতের আত্ম কথায়" পাঠকগণ জানিতে পারিবেন। শাসন যন্ত্রের পেষনে তাঁহাদিগকে জোর করিয়া মূক করিয়া রাখার ইচ্ছাই বোধ হয় এই নিয়ম প্রবর্ত্তনের কারণ। ইহাযে একেবারে নিস্ফল হইয়াছে তাহা নহে। আমার এক বন্ধু তিন বৎসর কাল কাহারও সঙ্গে কথা বলেন নাই, তাহার ফলে প্রথম প্রথম তাহার মুখ হইতে কথা বাহির হইত না। বাক্যেন্দ্রিয় আসাড় হইয়া গিয়াছিল। এখানেও সে উদ্দেশ্য থাকিতে যে পারে না তাহা বলা যায় না। যাঁহারা এই পেষণের মধ্যে নিষ্পেষিত হইতেছিলেন নিম্নে তাঁহাদের নামের উল্লেখ করিলাম।

মামলা।	নাম।
১। আলিপুর ষড়যন্ত্র (১২১ক ধাঃ)	১। শ্রীযুত বারীন্দ্র কুমার ঘোষ।
	২। " হেম চন্দ্র দাস।

মামলা		নাম
আলিপুর ষড়যন্ত্র	৩।	শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়।
২। নাসিক খুন। (৩০২ ধাঃ)		শ্রীযুত নারায়ণ যোশী।
৩। নাসিক ষড়যন্ত্র। (১২১,	১।	শ্রীযুত গনেশ দামোদর সাভারকর
১২৪ ১৩১ ১২২ ধাঃ)	২।	শ্রীযুত বিনায়ক দামোদর সাভারকর।
৪। ঢাকা ষড়যন্ত্র। (১২১ক ধাঃ)	১।	শ্রীযুত পুলিন বিহারী দাস।
৫। রাজাবাজার বোমার মামলা।	১।	শ্রীযুত অমৃতলাল হাজরা।
৬। প্রয়াগ পুর ডাকাতি। ৩৯৫ধাঃ	১।	" আশুতোষ লাহিড়ী।
	২।	" গোপেন্দ্রলাল রায়।
	৩।	" ক্ষিতীশ চন্দ্র সান্যাল।
	৪।	" ফনিভূষণ রায়।
৭। বালেশ্বর যুদ্ধ। (৩৯২ ধাঃ)	১।	৺জ্যোতিষ চন্দ্র পাল।
৮। শিবপুর ডাকাতি।	১।	শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র মোহন ঘোষ চৌধুরী।
(৩৯৬, ৩৯৫ ১২০ খ ধাঃ)	২।	" ভূপেন্দ্র কৃষ্ণ ঘোষ।
	২।	" সত্যরঞ্জন বসু।
	৪।	" হরেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ব্যাকরণতীর্থ
	৫।	" যতীন্দ্র চন্দ্র নন্দী।
	৬।	" সানুকুল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
	৭।	" সুরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস।
	৮।	" নিখিল রঞ্জন গুহ রায়।
	৯।	" শচীন্দ্র নাথ দত্ত।
৯। লাহোর ষড়যন্ত্র।	১।	ভাই পরমানন্দ
(১২১, ১২২, ১৩১, ১২৪, ১২৩, ধাঃ)	২।	পরমানন্দ সৌরিয়া

মমালা।	নাম।
	৩। ভাই শিব সিং
	৪। „ বিষন সিং
	৫। ভাই বিষন সিং
	৬। „ ঐ
	৭। „ ঐ
	। „ কৃপাল সিং
	৯। „ ৺জোয়ালা সিং
	১০। „ সোহন্ সিং
	১১। „ পৃথ্বী সিং
	১২। „ মদন সিং
	১৩। „ ভাল সিং *
	১৪। „ নন্দ সিং
	১৫। „ ৺নন্দ সিং
	১৬। ” লোড়িয়া সিং
	১৭। ” ৺ রোডা সিং
	২৮। ” উদম সিং
	১৯। ” ইন্দ্র সিং
	২০। ’ ঐ
	২১। ” মঙ্গল সিং
লাহোর ষড়যন্ত্র	২২। ভাই নাধান সিং
	২৩। ” কপুর সিং

২৪। " গুরুমুখ সিং

২৫। " গুরদেও সিং

২৬। " কালা সিং

২৭। " প্যারা সিং

২৮। " খোসাল সিং

২৯। " হৃদয় রাম।

৩০। " সের সিং

৩১। পণ্ডিত জগৎ রাম

৩২। ভাই বাছাবা সিং

৩৩। " লাল সিং

৩৪। লালা রাম সরণ

৩৫। ভাই হাজারা সিং

৩৬। " বিশখা সিং

৩৭। " ইন্দ্র সিং (গ্রন্থি)

৩৮। " কেদার সিং

নাম

১০। বরিশাল ষড়যন্ত্র ১। গ্রন্থকার

(১২১ক ধাঃ) ২। শ্রীযুক্ত ত্রৈলক্যনাথ চক্রবর্ত্তী

৩। " খগেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

১১। বেনারস ষড়যন্ত্র ১। " শচীন্দ্রনাথ সান্যাল।

১২১, ১২৪, ১২২, ১৩১ ধাঃ

১২। মালদহ খুন। ১। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস।

৩০২ ধাঃ

১৩। ব্রহ্ম ষড়যন্ত্র মামলা	১।	ভাই	হরদেও সিং
(১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪	২।	"	অমর সিং *
১৩১ ধাঃ)	৩।	"	৺ বুড্ডা সিং
	৪।	"	৺রাম রাক্ষা
	৫।	"	জীবন সিং
	৬।	মোঃ	মহাম্মদ মোস্তাফা
	৭।	আলি	আহাম্মদ।
	৮।	মাঃ	কৃপা রাম।
শেষ দল।	৯।		কপুর সিং
১৪। সিরাজগঞ্জ যুদ্ধ :—	১।		নিকুঞ্জবিহারী পাল
	২।		গোবিন্দচরণ কর

১৫। রাজেন্দ্রপুর ৩৯৬, ৩৯৫ ট্রেন ডাকাতি শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেন

১৬। লাহোর খালসা কলেজের

প্রধান শিক্ষককে ছোরা মারা (৩০২) ভাই চত্তর সিং

প্রথম যাঁহারা এখানে আসে কিছুদিন জেলে রাখার পর তাঁহাদিগকে বাহিরে কাজ করিতে পাঠায়। জেলে যতদিন প্রথমবারে ছিল ততদিন কাজ সম্বন্ধে বিশেষ কড়াকড়ি ছিল না। কিন্তু discipline সম্বন্ধে বড়ই কড়া কড়ি। শক্ত কাজ করিয়াও যদি দুইজনে একত্র হইয়া সুখ দুঃখের কথা বলিতে পারিত তবে সমস্ত দিনের পরিশ্রমটা পরিশ্রম বলিয়া মনে হইত না। এখানে মনের দুঃখ মনে চাপা দিয়া, হৃদয়ের আগুন হৃদয়ে পোষণ করিয়া দুঃখ ভোগ করা বড়ই অসহনীয়। মানুষের মনের অবস্থা ও শক্তি সকলের সমান থাকে না; সকলেই যে সকল যন্ত্রনা

নির্ব্বিকার ভাবে সহ্য করিয়া যাইতে পারে, দুঃখকেই যে সুখ বলিয়া মনে করিতে পারে তাহা নহে। শাসন সংযত কণ্ঠে মরম বেদনা মনে লুকাইয়া রাখিয়া যে ভাবে নিপীড়িত হইতেছিল তাহা কাহারও ব্যক্ত করবার সাধ্য নাই। একজন একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলে অন্যে যে কিছু সাহায্য করিতে পারে তাহার কোন উপায় নাই। ৺ইন্দুভূষণের উদ্বন্ধনে প্রাণ হারাইবার ইহাও একটী কারণ। যদি কোন বন্ধুকে তাঁহার সঙ্গে একত্র বাস করিতে দিত তবে তাঁহার অবস্থা ঐরূপ হইত না। আমরা আমাদের দেশ ভক্ত বীরবর ভাইকেও হারাইতাম না। সংবাদ পত্র নাই, কাহারও সঙ্গে কথাবার্ত্তা নাই, দেশের আত্মীয়, স্বজনের বৎসরে একখানা চিঠি ব্যতীত দুইখানা নাই,বন্ধনের উপর বন্ধন,নির্য্যাতনের উপর নির্য্যাতন, নির্জ্জনতার উপর নির্জ্জনতা। যাঁহাদিগকে বাহিরে পাঠান হইল তাঁহারা নিগড়ের বাহির হইয়া একটু হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিবে বলিয়া মনে করিলেন। মনে করিলে কি হইবে শনির দৃষ্টি সঙ্গে সঙ্গেই রহিল। প্রত্যেককেই ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপে পাঠাইল। কোন স্থানে দুই জনকে একত্র রাখিল না। বাহিরে জলবায়ু অত্যন্ত খারাপ একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সুতরাং এখানে আসিয়া তাঁহাদের স্বাস্থ্য যে নষ্ট হইবে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। যে ভাবেই হউক কোনরূপ দুঃখে কষ্টে তাঁহারা দিন কাটাইতে লাগিল। মুখের জোরে তাঁহারা যখন একটু সুবিধা করিয়া লইলেন তখন লালমোহন সাহা নামক পরশ্রী কাতর একজন বাঙ্গালী তাঁহাদের বিরুদ্ধে গোপনে সরকারের নিকট একটা মিথ্যা রিপোর্ট দেয় যে Chief Commissionerকে হত্যা ও তাঁহার অফিস উড়াইয়া দিবার জন্য তাঁহারা বিস্ফোরক (explosive) যন্ত্র প্রস্তুত করিতেছেন। এই সংবাদ পাইয়া C. C কোন সত্যের অনু-

সন্ধান না করিয়াই অনতিবিলম্বে তাঁহাদিগকে আজীবনের জন্য আবার জেলে বন্ধ করিয়া দিল। অন্যান্য সাধারণ নির্ব্বাসিতগণ যদি বাহিরে কোন অপরাধ করে তবে তাহাদের বিচার আদালতে হয়, আদালতের বিচারে দোষী হইলে তাহাদিগকে জেলে আবদ্ধ করে বা অন্য কোন দণ্ড দেয়; কিন্তু এই রাজবন্দীদের কোন বিচার হইল না, তাহাদিগকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিল না। জোর করিয়াই জোর যার মুল্লুক তার প্রবাদের পরিচয় দিল। আজ পর্য্যন্তও উহার কোন মীমাংসা হইল না যে বাস্তবিক কোন দোষের জন্যই তাঁহারা আবদ্ধ হইয়াছিলেন কি না। যে দেশের বা স্থানের সঙ্গে অন্য কোন রাজ্যের কোন অংশের সঙ্গে যদি সম্বন্ধ না থাকে তবে সে স্থানে যা তা করিয়া ধামা চাপা দেওয়া যায় তাহা এ ব্যাপারেই স্পষ্ট প্রমাণ হয়।

বাহির হইতে জেলে আসিলে যে তাঁহাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার হয় তাহা পাঠকগণ পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছেন এখানে পুনরুক্তি করা নিষ্প্রয়োজন। আমাদের রাজবন্দীগণও সে ব্যবস্থা হইতে নিষ্কৃতি পাইল না। তাঁহাদের প্রত্যেককেই ঘানিতে দিল। প্রথম যখন দেশ হইতে আসে তখন তাঁহাদিগকে হাল্‌কা কাজ দিবার হুকুম ছিল। এবার-কার এ ব্যবস্থার আদেশ পাইয়া ব্যারী সাহেব তাহার সম্পূর্ণ কেরদানি দেখাইয়া বাহাদুরী নিবার সুযোগ পাইল। বারীন বাবুকে যখন ঘানিতে দেয় তখন তাঁহার ওজন ছিল ৯৬ পাঃ, ক্রমে কমিয়া ৯২ পাঃ আসিয়া পৌছিল কিন্তু তথাপি তিন মাসের পূর্ব্বে তাঁহার সম্বন্ধে কোন বিবেচনা করা হইলনা। এবার ব্যারি সাহেব বুঝিল যে তাহার যথেচ্ছাচার চালাইবার এই উত্তম সুযোগ। যাহা খুসী তাহা করিলে C. C. পর্য্যন্ত উচ্চবাচ্য

করিবে না। বরং সন্তুষ্ট হইবারই অধিক সম্ভবনা। তাঁহাদের কাজে কর্ম্মে চলা ফেরায়, ভোজনে শয়নে যতদূর অসুবিধা হইতে পারে ব্যারি তাহার চুরান্ত করিতে ত্রুটী করিল না। এবার তাঁহাদের দুঃখের উপর দুঃখ বাড়িয়া যন্ত্রনা অসহ্য হইয়া উঠিল। তাহাদের উপর যে একদিন হঠাৎ কালের খড়গ পড়িল, তাঁহারা ভারতীয় জেলে স্থানান্তরিত বা কারা-মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সে কোপ কখনও প্রত্যাহার হয় নাই। বহুবৎসর যাবৎ তাঁহারা এ জেলেই বাস করিয়াছিলেন। বহুবার আবেদনের পর government বড় সদয় হইয়া আদেশ দিলেন যে তাঁহারা বাহিরের বেতন প্রাপ্ত নির্ব্বাসিতদের ন্যায় নিজের প্রাপ্য বেতনে জিনিষ পত্র ক্রয় করিয়া নিজে পাক করিয়া খাইতে পারে। জেলের নিয়ম ভঙ্গ করিলে বেত্রাঘাত পর্য্যন্ত ভোগ করিতে হইবে। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল কোন রূপ অপরাধের জন্য রাজনৈতিক নির্ব্বাসিতদিগকে বেত্রাঘাত করিতে পারিত না; অর্থাৎ মরার উপর খাড়া ধরিবার হুকুমটিও সঙ্গে সঙ্গে আসিল। এসময়ে তাঁহারা অল্পসংখ্যক লোক ছিলেন। বারীন, হেম, উপেন, পুলিন, সুরেশসেন, উল্লাসকর, ননীগোপাল, ইন্দু ভূষণ, ইত্যাদি এবং সাভারকর ভ্রাতৃদ্বয় ও নারায়ন যোশী। ইহাদের মধ্যে পুলিন বাবুর সম্বন্ধে হুকুম আসিল যে তিনি light labour এবং পুস্তক পাঠ ছাড়া অন্যান্য সুবিধা ভোগ করিতে পারিবেন। এখানে ব্যবস্থা হইল এক যাত্রায় পৃথক ফল। অল্প কয়টী প্রাণী এই বৃহৎ বন্দিশালার মধ্যে আছে; এক এক জনকে পৃথক করিয়া রাখিলে কেহ কাহারও মুখ পর্য্যন্ত দেখিতে পায়না। এরূপ ভাবে দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে। বহুবৎসর পর তাহাদের দুরবস্থার সংবাদ বঙ্গীয় সংবাদ পত্রে (Bengalee & Amrita Bazar Patrika) প্রকাশ হইল। ইহার পর তাঁহাদের উপর কড়া

পাহারার ব্যবস্থাটা আরও শক্ত হইল। দুঃখের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাইল।

ইং ১৯১৪ সালে যখন বড় লড়াই বাঁধে তখন ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে আরও রাজ নৈতিক বন্দী সেখানে আসিয়া জুটিল। বহু বৎসর পর ভারতের নবীন সহযাত্রীদিগকে পাইয়া তাঁহাদের হৃদয় মরুতে যেন বারি-ধারা বর্ষিত হইল। পূর্ব্বে যে সকল লোকের নাম দেওয়া হইয়াছে তাঁহারা সকলেই সেখানে অনেক লোক হওয়াতে সরকারের ব্যবস্থানুসারেই এক নম্বরে ১০।১২ জন করিয়া থাকিত কিন্তু হুকুম যে, কেহ কাহারও সঙ্গে কথা বলিতে পারিবেনা। আমরা বাক্ সংযমী নহি, বিশেষতঃ বাঙ্গালীরা একটু অধিক বাকপটু, সুতরাং এদণ্ড আমাদের নিকট বড় গুরুদণ্ড বলিয়া মনে হইল। প্রথম প্রথম ব্যারিসাহেব নবীন যাত্রীদিগকে ভয় দেখাইয়া, চোখ্ রাঙ্গাইয়া কাজ হাসিল করিতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু কোন চেষ্টাই সুফল প্রসব করে নাই। বিশেষতঃ শিখ ও রাজপুতগণ বীরের জাতি; কাহাকেও ভয় করে না। সরকার পক্ষে ভয়ের কারণ ছিল দুইটী, এক দিকে শিখদের প্রতাপ অপর দিকে বাঙ্গালীর বুদ্ধিবল। শিখদের বীরত্বকে যত ভয় করিত বঙ্গালীর বুদ্ধিবলকে তদপেক্ষা অধিক ভয় করিত।

নির্য্যাতনের এক অংশ

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার শ্রীযুত পরমানন্দ সৌরিয়া নবীন যাত্রীরূপে আসিয়া কুঠি বন্ধ হইয়া কাজ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার বয়স ১৭।১৮ হইবে, তিনি যাহা খুসী তাহাই করিতেন। তাহাকে coir pounding

দেওয়া হইয়াছিল। তিনি কোনদিন ২ পাউণ্ডের পরিবর্তে ২আঃ কোন দিন ৪আঃ তার বাহির করিতেন। এ সংবাদ ব্যারি সাহেবের কানে যায়। একদিবস সকাল বেলা তাকে অল্প বয়স্ক দেখিয়া সম্পূর্ণ কাজ আদায় করিবার জন্য বড় তিরস্কার করে এবং অকথ্য ও অশ্লীল ভাষায় গালি দেয়। তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না। প্রতিদান স্বরূপ তিনি ব্যারিসাহেবের ভুড়িতে এক লাথি মারিয়া ভূতলশায়ী করেন এবং তাহার উপর আরও যথাসাধ্য প্রয়োগ করিতে চেষ্টাকরেন। এই সময়ই জেলের Tindal, জমাদার, ওয়ার্ডার প্রভৃতি পঙ্গপালের ন্যায় আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলিল; তাঁহাকেও কিছু উত্তম মধ্যম ভোগ করিতে হইল। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার মধ্যে আনন্দের কোন অভাব হয় নাই। তাঁহার যেমন নাম, সর্ব্বদাই তাহার মধ্যে সে ভাবের প্রাবল্য দেখা যাইত। তাঁহার যখন ফাঁসির হুকুম হয় তখনও তাঁহার মধ্যে সর্ব্বদা পরমানন্দ ভাব বিরাজ করিত। পরমানন্দের এ বীরত্ব প্রদর্শনের ফলে তাহাকে ২০ঘা বেত্রদণ্ড, ৩মাস বেড়ী পাইতে হইল। আর পুনঃ আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত কুঠিতে নির্জ্জন বাসের ব্যবস্থা হইল।

এই ঘটনার পর পরমানন্দ তিন দিবস কিছুই আহার বা পান করেন-নাই। একদিবস ব্যারি সাহেব আসিয়া না খাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তাহার উত্তরে সে বলিল "ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইবার জন্য উপবাস করিতেছি। ব্যারি সাহেব বলিল "কি প্রার্থনা।" তাঁহার উত্তরে তিনি বলিল "ইংরেজ রাজ্যের ধ্বংস কামনা।" তাহার মুখে একথা শুনিয়াই সে প্রস্থান করিল।

রবিবারে কাজ করিবার নিয়ম নাই, জেলে ঐ দিন বিশ্রামের দিন।

কোন অসৎউদ্দেশ্যে চত্তর সিং, উদম সিং, পৃথী সিং, পরমানন্দ প্রভৃতি ৬ জনকে রবিবারে ময়দানের ঘাস ছিড়িবার জন্য আদেশ দেয়। তাঁহারা উহা করিতে অস্বীকার করেন। ইহার ফলে তাঁহাদিগকে ঐদিবসেই court করিয়া প্রত্যেককে ৬মাস কুঠিবন্ধ, অন্নখানা ও ৬মমাস বেড়ী দণ্ড দেয়। ইংরেজ রাজ্যে কোন স্থানেই রবিবারে court হয় না। কিন্তু রাজবন্দীদিগের বেলায় সবই special! কোন প্রকারে অত্যাচারের দ্বারা জব্দ করাই বোধ হয় ইহার উদ্দেশ্য।

শিখরা বীরের জাতি। তাহারা মরণকে ভয় খুব কমই করে। চত্তর সিংকে সেদিন যে বন্ধ করিল, ছয়মাস পার হইয়া যাওয়ার পরও তাঁহাকে মুক্ত করিলনা। until further order করিয়া রাখিয়া দিল। এভাবে দিন যাইতে লাগিল, তিনি জেল কর্ত্তৃপক্ষের উপর মৌখিক কোন প্রকার অস্ত্র প্রয়োগের বাকী রাখিলেন না। ক্রমে ১বৎসর,২বৎসর পার হইয়া গেল। একদিবস ওজন করিবার সময় তিনি Superintendentকে আক্রমন করেন। এখানে মাসে দুই দিবস Superintendent নিজে প্রত্যেক নির্ব্বাসিতকে ওজন করে। এই অক্রমণের ফলে সে স্থানেই তাহাকে অত্যন্ত নির্য্যাতন ভোগ করিতে হয়। Superintendentএর সম্মুখেই প্রহরীগণ নির্দ্দয় ও নির্ম্মম ভাবে তাহাকে এরূপ প্রহার করে যে তাহার ফলে তাঁহাকে ৫.৬ ঘণ্টা জ্ঞানহীন অবস্থায় থাকিতে হইয়াছিল। প্রহার কালে একজন প্রহরীর হস্তস্থিত লগুড় দ্বিখণ্ড হইয়া যায়। অজ্ঞান অবস্থায় ২।৩টা injection এর পর তাহার চৈতন্য হয়। ইহারই পর তাঁহার স্বাস্থ্য নানা অসুখে নষ্ট হয় ও ওজন হ্রাস হইয়া তিনি অতি দুর্ব্বল হইয়া পড়েন। এখানে সরকারের যে ভাব তাহা দেখিয়া বুঝিলাম যে মৃত্যুর

পূর্ব্বে তাঁহাকে cell হইতে বাহির করিবে না। তাঁহার জন্য যে cell হইল তাহাও special তেতালার উপর শেষ কুঠির মধ্যে আবার উহার সম্মুখটা লোহার শিক ও জালদ্বারা আবৃত। ওখানে স্নান আহার ও মল মূত্র ত্যাগ করিতে হয়। মেথর ব্যতীত অন্য কোন কয়েদীর সেখানে যাইবার উপায় নাই। এ ভাবে চারি বৎসর পার হওয়ার পর jail reform Committee যখন ওখানে যায় তখন তাহার সঙ্গে দেখা করে। ক্রমে দুইদিবস তাহার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর তাহারা তাহাকে cell এর বাহির করিবার জন্য recommend করে। যে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁহাকে দণ্ড দিয়াছিল তখন সে উপস্থিত ছিলনা বলিয়াই ৪॥বৎসর পর ঐ Recommend এর ফলে তিনি cell হইতে মুক্ত হইতে পারিয়াছিলেন।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার ভাই ভান সিং নামক আর একজন সহযাত্রী দশ বৎসর নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া এখানে ছিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না, বয়সও যে কম ছিল তাহা নহে। তাঁহাকে তিন পাউণ্ড নারিকেলের তার দিয়া তিন পাউণ্ড দড়ি দিবার কাজ দেয়। তার (coir) দিবার বেলায় যেমন ওজন করিয়া দেয় আবার নেবার বেলাও তেমনি ওজন করিয়া নেয়। তারগুলি ভাল শুকান না থাকিলে দড়ি প্রস্তুত করার বেলায় শুকাইয়া কম হইয়া যাইবার কথা। মাঝে মাঝে এরূপ হইত বলিয়া তাহার task ticketএ ক্রমে কয় দিবস short task লিখা হয়। ইহা নিয়া তাহার সঙ্গে জেল কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে বচসা হয়। ভাই ভান সিংহের কথা "ঠিক তিন পাউণ্ড তার দিয়া তিন পাউণ্ড রসি হইতে পারে না" তাহার মুখখানা বড় চোস্ত। এরূপ হবার যথেষ্ট কারণও আছে। পূর্ব্বে এখানে গোরা সিপাহি পাহারা ছিল না। এই সকল আয়োজন

আমাদের জন্যই। যেখানেই যাই সেখানেই বাবুর ন্যায় এই গোরা সিপাহী আমাদিগকে সর্ব্বদা গ্রাস করিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। এই গোরা সিপাহিদের মধ্যে একটা লোক বেশী মাত্রায় অসভ্য ছিল। একদিন সে ভাই ভান সিংহকে দড়ি মোটা হইয়াছে বলিয়া গালি এবং তাহার হস্তস্থিত যষ্ঠি দ্বারা একটা গুঁতা দেয়। তিনিও তাহার পরিবর্ত্তে যথেষ্ট গালি দেন। তাঁহার অভিযোগ ছিল যে তাঁহাকে অন্যায় ভাবে সাজা দিয়াছে।

এই কারণে তাঁহাকে প্রথম standing handcuff পরে তিন মাস কুঠি বন্ধ করে। এই দণ্ড দেওয়ার পর তিনি কাজ ছাড়িয়া দেন, পরে তাঁহাকে আবার ৬ মাসের জন্য barfetters, কুঠি বন্ধ, কম খানা দণ্ড দেয়। ইহার পরেও তিনি কাজ করিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। তাঁহার উত্তর ছিল "যতদিন দণ্ড ভোগ করিব ততদিন কাজ করিব না। আমাকে কুঠির বাহির ও অন্যান্য দণ্ড হইতে মুক্ত করিয়া দিলে কাজ করিব।" তখন supdt Major Mary, সুতরাং কোন মীমাংসা তাহা দ্বারা সম্ভবপর নহে। তাঁহাকে আবার "until further order" বেড়ী, কুঠি বন্ধ, "কমখানা" দণ্ড দেয়। ইহার পর ভাই ভান সিং একেবারে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। কর্ত্তৃপক্ষের যে কোন লোককে দেখিলে অবিশ্রান্ত গালি দিতেন।

এই সমস্ত অন্যায় দণ্ডাদেশের প্রতিকারের জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য কেবল নিজের প্রতি অবিচারের প্রতিকার নহে, ভবিষ্যতে আর কাহাকেও যাহাতে অন্যায় ভাবে দণ্ড দিতে সাহস না হয় সে জন্যই তিনি এই নির্য্যাতনকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। প্রতিবাদ হিসাবে, supdt. বা jailor যখন তাঁহার নিকট আসিত তখন

তিনি দাঁড়াইতেন না, সময় সময় পেছন ফিরিয়া থাকিতেন। এ অপরাধের জন্য জেলার প্রথম তাঁহাকে গালি দিত, তিনি তাহার পরিবর্ত্তে গালি দিতেন। ইহার পর jailor যখন তাহার নিকট যাইত তখন ৫।৬ জন প্রহরী বলপূর্ব্বক তাহাকে হাতকড়ী দ্বারা দাঁড় করাইয়া রাখিত। তখন তিনি বলপ্রয়োগ করিতেন বলিয়া প্রহরীগণ তাঁহাকে প্রহার করিতেও ত্রুটি করিত না। ইহার পর parade day ব্যতীত আর কেহ তাহার নিকট আসিত না। সয়তানের সয়তানি দেখাইবার জন্য এক দিবস ব্যারি সাহেব বেলা ১০টার সময় আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করে ভান সিং! ক্যায়সা হ্যায়? একথা শুনা মাত্র ভান সিং জমাটবাধা ক্রোধের ঝাল মিটাইলেন। ইহার পর ব্যরি সাহেব তাহাকে চত্তর সিংহের জন্য যে cell নির্ম্মিত হইয়াছিল সেই cellএ নিয়া যাইতে হুকুম দিল। চত্তর সিংহের জন্য ৩টী cell নির্ম্মিত হইয়াছিল ১,২,৪ ও ৭ নম্বরে। ভাই ভান সিংহ তখন ২ নম্বরেই ছিলেন। তাঁহাকে special cellএ নিয়া যাবার জন্য হাওলদার, গোরা পাহারা, টিণ্ডাল, জমাদার আসিয়া উপস্থিত হইল। ১০টার পর আমরা রাজবন্দী প্রায় ৮।১০ জন বাহির হইয়াছি। তাঁহাকে যখন স্থানান্তরিত করিতে আসে তখন তিনি কুঠি হইতে বহির হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। সুতরাং তাহাদের সঙ্গে রীতিমত দ্বন্দ চলে। তিনি একা সুতরাং বিশেষ সুবিধা করিতে পারিলেন না। তখন তাঁহাকে অনেক অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল। মানুষের উপর এমন নির্ম্মম অত্যাচার কখনও দেখি নাই। ইতিমধ্যে ব্যারি সাহেব আসিয়া পড়িয়াছিল, আমরা যে কয়জন রাজবন্দী ছিলাম সকলেই দৌড়াইয়া উপরে গেলাম কিন্তু বারান্দার প্রধান ফটক বন্ধ ছিল।

কাজেই আমরা প্রবেশ করিতে পারিলাম না। আমাদের সকলকেই attempt of mutinyর অপরাধে দায়ী করিয়া কুঠি বন্ধ করিল (আমি, ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, গোপাল বরি, হরদেত সিং পরমানন্দ, লাল সিং হাজ্ঞাড়া) মারে সাহেব বড় চালাক সে সর্ব্বদাই বাঙ্গালী পাঞ্জাবীকে কোন কাজেই এক হইতে দিত না। এ জন্যই বাঙ্গালী ৩ জনকে ছাড়িয়া দিয়া বাকী কয়জনকে ছয় মাসের জন্য বেড়ি ও কুঠি বন্ধ করিয়া দিল। ব্যারি সাহেবের ইহাতেও ঝাল মিটিল না আবার একদিন গায়ে পড়িয়া ঝগড়া বাধাইবার চেষ্টায় যাইয়া তাহাকে নানা কথায় উত্তেজিত করিতে লাগিল। ভাই ভান সিংও ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি মৌখিক ও কায়ীক যত প্রকার অস্ত্র ছিল। কোনটাই প্রয়োগ করার ত্রুটী করেন নাই। এমন সময় ব্যারি সাহেব তাহার পারিষদদিগকে ডাকিয়া আনিয়া তাহার উপর অমানুষিক অত্যাচার করে। তখন আমাদের কেহই ও নম্বরে ছিলাম না। ভবিষ্যতে এমন করিবে বলিয়াই বোধ হয় সকলকে অন্যান্য নম্বরে বদলি করিয়া দিয়াছিল। সে দিবস তাঁহার কোন জ্ঞান ছিল না। দুই দিন তিনি অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া থাকেন। যদিও তাঁহাকে হাসপাতালে নেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু সেখানে কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। অত্যধিক প্রহারের ফলে তাঁহার শরীরের বহু স্থান ক্ষত বিক্ষত হইয়া পড়িয়াছিল। পরে আমাশয় দেখা দিল। দিনের পর দিন তাঁহার দুঃখে কষ্টে কাটিতে লাগিল। কেহ যে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবে তাহারও উপায় নাই। অসুখ হইলেও তখন আমাদের স্থান হাসপাতালে নাই। ভাই ভান সিংহকে যখন হাসপাতালে আনা হয় তখন বৃদ্ধ সোহং সিংহ হাসপাতালেই ছিলেন। কিন্তু হাসপাতালে আসিলেও তাহার সঙ্গে দেখা

করার উপায় ছিল না। যাহাতে দেখা না করিতে পারেন তাহার জন্য special পাহারা নিযুক্ত করা হইল। দরকার যতই বেশী হয় ততই আমাদের বুদ্ধিও খোলে সুতরাং কোন উপায়ে তাহার সঙ্গে যে দিন হাঁস-পাতালে আনা হয় সেই দিনই সোহং সিং আলাপ করিতে সমর্থ হইলেন। দেখা করিয়া তাঁহার সহিত কথা বলিতে চেষ্টা করেন কিন্তু কথা বলিবেন কাহার সঙ্গে! তাঁহার তখন কথা বলিবার শক্তি নাই!! তাঁহার মুখদিয়া রক্ত বমন হইতেছে, মলের সঙ্গে রক্ত দেখা দিতেছে। কম্পাউণ্ডার তাহাকে ঔষধ খাওয়াইল তাহা গলাধঃকরণ করিতে পারিলেন না। এই মর্ম্মান্তিক দৃশ্য ভাই সোহং সিং স্বীয় চক্ষে দেখিয়া ৭ নম্বর ওয়ার্ডে রোগ মুক্ত না হইয়াই ফিরিয়া আসেন এবং সকলের নিকট উহা বর্ণনা করেন। কিছুদিন পর একটু সুস্থ হইয়া ভাই ভান সিং শেষ দেখা করিবার জন্য সকলের নিকট সংবাদ দেন। যে কোন উপায়েই হউক ভাই সের সিং হাসপাতালে যাইয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া তাহার শেষ কথা শুনিয়া আসেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া সকলের নিকট সকল নম্বরে হৃদয় বিদারক সংবাদ দেন। এ সংবাদে সকলেই উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং এক বৃহৎ ধর্ম্মঘট (general strike) সৃষ্টি হয়। এই ধর্ম্মঘট হইবার পূর্ব্বে সকলেই ইহার বিচারের জন্য supdtকে জানায় কিন্তু কাহারও কোন কথায় supdt কর্ণপাত করিল না বলিয়া সকলে আরও অধিক উত্তেজিত হইয়া ধর্ম্মঘট করে। এই ধর্ম্মঘটের মধ্যে বাদ পড়িল তাহারাই—পুরাতন দল, অসুস্থ ও অনিচ্ছুক যাহারা। একদিন হঠাৎ ১১টার সময় যখন ধর্ম্মঘটের সংবাদ পৌছিল তখন পুনরায় ব্যারিসাহেব ও supdt Major Marry আসিয়া নাম মাত্র সকলকেই জিজ্ঞাসা করিয়া ৬ ছয় মাস বেড়ী, কুঠি বন্ধ *

* কুঠি বন্ধ অর্থ separate confinement

ও কয় মাস দণ্ড দিয়া চলিয়া গেল। এবারে জেলে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। ব্যারি সাহেবও একটু নরম হইল। যাহারা ধর্ম্মঘট করিয়াছিল তাহাদের টিকিটে অপরাধ লিখিল conspired with others to refuse work তাহাদের পোষাক হইল 'c' মার্কা আর আহারের সময় হইল ভিন্ন। যখন তাহারা স্নান ও আহার করিতে বাহির হইত তখন জেলের সমস্ত কয়েদী তালা বন্ধ থাকিত। এরূপে দুঃখের দিন চলিতেছে; এদিকে ভাই ভান সিং তাহার মধ্যেই আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া মানব লীলা সম্বরণ করিলেন। ইহার পূর্ব্বে chief commissioner আসিয়া সকলের সঙ্গে দেখা করে। কেহবা সম্পূর্ণ ঘটনা জানাইতে চেষ্টা করিয়াছে আবার কেহবা কোন কথাই বলে নাই। তখন c. c. ছিল Mr Dugglas এও মারে সাহেবের চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। এদের আসা যাওয়াটা একটা নিয়ম রক্ষা। ভবিষ্যতে কোন কথা উঠিলে যেন সাফাই সাক্ষ্য দিবার মত একটা রিপোর্ট থাকে।

ভাই ভান সিংহ আজ এজগতে নাই কিন্তু যে অসীম তেজস্বিতা ও বীরত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন তাহা আমরা কখনও ভুলিতে পারিবনা। তিনি কোন বিষয়েই জেল কর্ত্তৃপক্ষের নিকট মাথা নত করেন নাই। মৃত্যুকেও বরণ করিয়া তিনি তাঁহার আত্ম সম্মান রক্ষা করিয়া গিয়াছেন তাঁহার নিজের মতে নিজে দাঁড়াইতে পারিয়াছেন ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব। তাঁহার দণ্ড মাত্র ১০বৎসর ছিল। চেষ্টা করিলে তিনি অনায়াসে এই ১০ বৎসর কাল কাটাইয়া বাহিরে আসিতে পারিতেন, কিন্তু পরাধীন হইয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা সংগ্রামে মৃত্যুই বোধ হয় তাঁহার নিকট সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ও বাঞ্ছনীয় ছিল বলিয়া তিনি আজ মরণকে বরণ করিয়া অমর হইয়াছেন।

General strike যখন হয় তখন ৪৪ জন বন্দী তাহাতে যোগ দেয়। ইহার ২৫ দিবস পর chief commissioner কারণ অনুসন্ধান করিতে আসে। তাহার উদ্দেশ্য, সাধারণতঃ সরকারী পক্ষে যাহা থাকে, ঘটনাটী কোন প্রকারে ধামাচাপা দেওয়া। যাহাদের সঙ্গে দেখা করিয়াছে তাহাদের সকলেই বলিয়াছে এবং কারণ দেখাইয়াছে যে বৃথা ভাই ভান সিংহকে মারা হইয়াছে। তাহাদের উত্তরে প্রত্যেককেই বলিয়াছে যে তাহাকে প্রহার করা হয় নাই, উল্টা তাহাদিগকেই অপরাধী বলিয়া মনে করিয়াছে। শ্রীযুত ত্রৈলোক্য বাবু যখন অভিযোগ জানান তখন তাহার উত্তরে তাঁহাকে বলে যে সে তোমার চাচা না ভাতিজা তারজন্য তুমি কেন বলিতে আস। তাহাকে মারা হয় নাই, সে একটা বদমাইস, সে তাহার উপযুক্ত দণ্ড পাইয়াছে। তখন ত্রৈলোক্য বাবুর হাঁপানীর আক্রমণ প্রবল ছিল। তিনি বলিলেন আমার asthma থাকা সত্ত্বেও আমাকে হাস্পাতালে রাখা হয় নাই কেন? তিনি তাঁহার টিকেট হইতে দেখাইলেন যে ৩০ তারিখে তাহার অসুখ এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে ৩।৪ জন লোক তাঁহাকে হাঁসপাতালে বহন করিয়া লইয়া যায়, তখন তাঁহাকে detain করে পর দিবস হাঁসপাতালে ভর্ত্তি করে। কিন্তু পর দিবস supdt মারে সাহেব আসিয়া ডাক্তারকে ধমকাইয়া বলিল, একে কেন ভর্ত্তি করা হইয়াছে এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে হাঁসপাতাল হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। ৩১শে তারিখ তাঁহার অসুখ বৃদ্ধিপাইয়াছিল বলিয়াই তাঁহাকে ভর্ত্তি করে। c. c. কে যখন এ অবস্থা বলিলেন এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি একথাটি বিশ্বাস করিতে পার যে ৩১ শে তারিখ আমি সম্পূর্ণ নিরোগ ছিলাম।" তখন মারে সাহেবকে নিরুত্তর দেখিয়া " এ সকল তোমার বাহানা।" এই বলিয়া চলিয়া গেল।

১৩। নির্য্যাতনের এক অংশ।

প্রয়াগপুর ডাকাতি মোকদ্দমার শ্রীযুত আশুতোষ লাহিড়ী ১০ বৎসর নির্ব্বাসন দণ্ড পাইয়া আন্দামানে আসেন। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি,এ। এখানে আসা মাত্রই তাঁহাকে কঠিন কাজে দেওয়া হয়। সে কাজ ৬মাস পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে করিয়া কাজ পরিবর্ত্তন করিয়া দিবার জন্য Major Murrayকে জানান। মেজর তাঁহার কথাতে কর্ণপাত না করিয়া তাঁহাকে এই কাজেই রাখে। তাঁহার আবেদনে কর্ণপাত না করায় আশু বাবু কাজ করিতে অস্বীকার করেন। অস্বীকার করায় তাঁহাকে cross bar fetters with standing hand cuffs 10 and 7 days respectively দেয়। এই দণ্ড শেষ হওয়ার পরও ক্রমান্বয়ে আশুবাবু কাজ করিতে অস্বীকার করিয়া চলিলেন আর সরকার পক্ষও পর পর দণ্ড বৃদ্ধি করিয়া যাইতে লাগিল। সকল প্রকার জেল দণ্ড দিয়া শেষে warned for flogging টিকিটে লিখিয়া দিল। ইহার পরেও আশু-বাবু কাজ করিলেন না বলিয়া শেষে তাঁহাকে দণ্ড বাড়াইয়া দিবে এ ভয় দেখায়,তাহাতে ও কাজ করিতে রাজি হইলেন না। পরে দণ্ড বাড়িয়া যাইবে এই ভয়ে আমরা সকলেই অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে কাজ করিতে বাধ্য করি। পূর্ব্বে কাজ ছিল দৈনিক দুই পাউণ্ড ছিলকা। এবার কমাইয়া তাঁহাকে দৈনিক একপাউণ্ড করিয়া দিল আর বলিল এক মাস কাজ করিলেই কাজ বদলাইয়া দিবে। তাঁহাকে শেষ কালে ১৫ ঘা বেত্রাঘাত ও পাইতে হইয়াছিল। তাঁহার পক্ষে জেলের কোন দণ্ডই বাকী ছিল না। সকলই ভোগ করিয়াছিলেন। ইনি যখন ধরা পড়েন তখন এম, এ, ক্লাসে পড়িতেছিলেন। জীবনে তিনি কোন শক্ত কাজ করেন নাই। এ

অবস্থাতে একটী অল্প বয়স্ক যুবককে প্রথম যে কঠিন কাজ দিয়াছিল তাহা অত্যন্ত অবিচার বলিতে হইবে। তাহা হইলেও ইনি ৬মাস সে কাজ নির্ব্বিবাদে করিয়া ছিলেন। এরূপভাবে নির্য্যাতনকে ইচ্ছা করিয়াই নির্য্যাতন করা বলিতে হইবে।

আমাদের এক মোকদ্দমার ত্রৈলোক্য বাবুকে অসুস্থাবস্থায় আন্দামানে পাঠান হয় তাহা পাঠকগণ জানেন। ইনি হাঁপানি রোগের আক্রমনে প্রায় একরূপ অচল ছিলেন তথাপি তাহাকে Coir Pounding দেয়। রুগ্নাবস্থায় তাঁহার পক্ষে একাজ করা বড় কঠিন। তথাপি তিনি কোন প্রকারে কাজ করিতেছিলেন। শচীন্দ্র নাথ সান্যালকে ঘানিতে দেওয়া হয় এ সংবাদও পাঠকগণ রাখেন। সান্যাল কাজে অক্ষম হইয়া strike করেন সে সঙ্গে ত্রৈলোক্য বাবুও তাঁহার সঙ্গে strike করিয়া সহানুভূতি দেখান। সে সময় তাঁহাকে cross barfetters for 10 days ও standing hand-cuffs for 7 days দণ্ড দেয়। এসময়েই তাঁহার উপর সরকারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পড়ে। তাহার পর martial law অর্থাৎ আমেদাবাদ ও জালিয়ানওয়ালা বাগ মামলার নির্ব্বাসিতদের কতক জনকে ঘানিতে দিয়া অত্যাচার করায় প্রতিবাদ করে। martial law prisoner দিগকে ঘানিতে দেওয়া হইলে পর তাহারা সকলেই ঘানি ঘুরাইতে অস্বীকার করে। তাহারা ছিল সত্যাগ্রহী; তাহাদিগকে ঘানি ঘুরাইতে দেওয়া হইলে পর তাহারা তাহাদের আদর্শনীতি অবলম্বন করিল। তাহাদের একজনকে ঘানিতে বাঁধিয়া ঘুরাইতে হুকুম দিল। হুকুমের সঙ্গে সঙ্গেই মেশিন চলিতে লাগিল। সে যখন শুইয়া পড়িল তখনও বৃত্তাকারে ঘুরাইতে ত্রুটি করিল না। ইহাতে তাহার পিঠের এক

প্রচণ্ড চর্ম্ম উঠিয়া গেল। এই প্রকারে অর্দ্ধমৃত করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। এই সংবাদ যখন রাজবন্দীদের কাহারও কাহারও কানে পৌঁছিল তখন তাহারা জেলারকে ডাকাইয়া মৌখিক প্রতিবাদ করিলেন। অপর দিবস আবার যখন পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় ব্যবহার করিতে টিণ্ডাল জমাদারগণ প্রস্তুত হইল তখন সেই নম্বরের রাজনৈতিক বন্দীরা হৈ চৈ করিতে লাগিল ইহার ফলে আর তাহাদিগকে কুলুতে বাঁধিয়া অত্যাচার করে নাই। কিন্তু যাহারা হৈ চৈ করিয়াছিল তাহাদের সকলকেই cell বন্ধ করিয়া দিল। পূর্ব্ব হইতেই কোন প্রতিবাদের অপরাধে ত্রৈলোক্য বাবুকে একবার ৪ দিবস penal diet দণ্ড পাইতে হয়। এবং নিধান সিংহকে ৩ মাস কুঠিবন্ধ (নির্জ্জনবাস) করে ও এরূপ ভাবে একটার পর একটা করিয়া প্রায় ৩ বৎসরই তাহাকে নানারূপ দণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল। তাহাকে ১॥ পাউণ্ড ছিলকার কাজ দেয়। ত্রৈলোক্য বাবুর ডাণ্ডা বেড়ি ও separate confinement (নির্জ্জনবাস) দণ্ড ছিল। তাহার সহিত ভূপেন্দ্র ঘোষ, নিধান সিং, করমচাঁদ ও আরও ২।৩ জনকে বন্ধ করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করা হইল। সেই দিন supdtএর Inspection day ছিল। supdt যখন আসিল তখন তিনি তাহাকে পূর্ব্ব বর্ণিত অত্যাচারের ঘটনাগুলি বলিলে তাহার উত্তরে তাঁহাকে বলিল "who is the superintendent of the jail, you or I" প্রত্যুত্তরে ত্রৈলোক্য বাবু বলিলেন, "তুমি supdt বলিয়াই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি এইরূপ অন্যায় ভাবে তাহাদের উপর কেন অত্যাচার করিলে।" তাহার উত্তরে supdt বলিল "তাহার কি, তুমি বদমাইস; বদমাইসি করিয়া জেলের শৃঙ্খলা নষ্ট করিতেছ।" ত্রৈলোক্য বাবু বলিলেন "সাবধান

হইয়া কথা বল"। supdt Major Barker বলিল "চুপরাও কুত্তাকা বাচ্চা"। ত্রৈলোক্য বাবু বলিলেন "শালা শূয়ারকা বাচ্চা তোম চুপরাও"। ইহার পর নিধান সিংহের সহিত থাবার পরও বচসা হয়। general strike এর পর অসুস্থ শরীরে এক পাউণ্ডের বেশী কাজ করিতে পারেন নাই বলিয়া ত্রৈলোক্য বাবুকে আবার ৩।৪ বার নানারূপ দণ্ড ভোগ করিতে হয়। আন্দামানের অধিকাংশ সময়টাই তাহাকে দণ্ডে দণ্ডে কাটাইতে হইয়াছিল।

আমাদের বাঙ্গালীদের মধ্যে শিবপুর মামলার ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষও বহুবার নানা প্রতিবাদের ফলে অনেক নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত শিখ ও বাঙ্গালীদের মধ্যে আরও কেহ কেহ যে নির্য্যাতন অর্থাৎ জেল দণ্ড ভোগ না করিয়াছে তাহা নহে। তবে যাহাদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য তাহাদেরই নাম নিম্নে উল্লেখ করিলাম।

পৃথ্বী সিং, কালা সিং, বিশন সিং, প্যায়ারা সিং, অমৃতলাল হাজরা, ভাই সোহং সিং, ছোট পরমানন্দ, অমর সিং, জোয়ালা সিং, জীবন সিং, নন্দ সিং, উদাম সিং, যতীন্দ্রনাথ নন্দী, যতীশ পাল, লাল সিং, বিশাখা সিং ইত্যাদি।

পুরাতনদের মধ্যে ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়ের নাম নির্য্যাতন ভোগের কারণে জেলে অতি প্রসিদ্ধ। জেলের সমস্ত কয়েদী আজও তাহার নাম ভুলিতে পারে নাই। ননীগোপাল যখন ওখানে ছিল তখন পর্য্যন্ত আমরা এখানে আসি নাই সুতরাং স্বচক্ষে দেখিতে পারি নাই, তবে সাধারণ নির্ব্বাসিতদের মুখে শুনিয়াছি "ননীগোপাল মানুষ নহে দেবতা।" অত্যাচারী জমাদার মিরজা খাঁর অত্যাচারে যখন কখনও

বিচলিত হয় নাই তখন এই কালা পাহাড়ের মুখেই লোকে একথা শুনিতে পাইয়াছে। পরে এই পাঠান মিরজা খাঁর এই বিশ্বাস সত্য সত্যই হইয়াছিল যে ননীগোপাল বাস্তবিক দেবতার অংশ। ননীগোপাল ৪৷৷ মাস অনাহারে ছিল, লজ্জা নিবারণের জন্য বস্ত্র ব্যবহার পর্য্যন্ত করে নাই। অর্থাৎ সে জেলের কোন নিয়মেরই অধীন ছিল না।

শ্রীযুত গণেশ দামোদর সাভারকর পুরান দলের মধ্যে সর্ব্ব বিষয়ে অগ্রগণ্য ছিলেন আমরা শেষ পর্য্যন্তও দেখিয়াছি সরকারী নিয়মের বিরুদ্ধে কোন প্রতিকার করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হন নাই। ইনিও ব্যারির দৃষ্টিতে পড়িয়া বহুবার নানা প্রকারের দণ্ড ভোগ করিয়াছেন। আমরা চিরদিনই দেখিয়াছি ব্যারি সাহেব ইঁহাকে একটু ভয় করিয়া চলিয়াছে।

১৪

প্রায়োপবেশন।

ননীগোপালের কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এতদ্ব্যতীত যখন ৺ভান সিংহের জন্য বড় ধর্ম্মঘট হয় তখন সর্ব্বাগ্রে পৃথ্বী সিং ও ভাই সোহং সিং আহার পরিত্যাগ করেন। ভাই ভান সিংহের উপর যে নির্ম্মম অত্যাচার হইয়াছে ইহার প্রতিকার না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা আহার করিবে না ইহাই তাহাদের সঙ্কল্প। ছয় দিন পর্য্যন্ত তাহারা কিছুই আহার করে নাই। ৬ষ্ঠ দিবসে বৃদ্ধ সোহং সিং অজ্ঞান হইয়া পড়ে তাহাকে উঠাইয়া হাঁসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় পরে force feeding করাতে তাহার সংজ্ঞা আসে। ইহার ২ দিবস পর পৃথ্বী সিংহকে হাঁস-পাতালে নিয়া যায়। পৃথ্বী সিং ৪॥ মাস অনাহারে থাকে আর সোহং সিং আমাদের সকলের অনুরোধে ২॥ মাস পর খাইতে আরম্ভ করেন। তাহার বয়স প্রায় ৫০ হইবে, আর পৃথ্বী সিংহের বয়স ৩৫শের অধিক হবে না। এই সঙ্গে জীবন সিংহও প্রায়োপবেশন আরম্ভ করে। এই জীবন সিংহ ১৪ দিবস জল পর্য্যন্ত পান না করিয়া চলিতে পারিত। এই প্রায়োপবেশনের করুণ পৃথ্বী সিংহের স্মরণশক্তি দুর্ব্বল হইয়া যায়, সোহং সিংহের স্বাস্থ্য নষ্ট হয় এবং জীবন সিংহের অজীর্ণ রোগ দেখা দেয়। এই সময়ের মধ্যে ব্রহ্ম ষড়যন্ত্র মামলায় নির্ব্বাসিত পণ্ডিত রামরক্ষা প্রভৃতি আসিয়া পৌছেন। তাহাদের মধ্যে অমর সিংহ ধর্ম্মঘটে যোগ দেয়।

পণ্ডিত রামরক্ষা জাতিতে ব্রাহ্মণ। তিনি যখন এখানে আসেন তাঁহার

যজ্ঞোপবীত কাড়িয়া লয়। তিনি কর্ত্তৃপক্ষকে জানান যে তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ; যজ্ঞোপবীত ব্যতীত জল গ্রহণ করিতে পারেন না। তাঁহার কথায় কর্ণপাত করে নাই। অবশেষে বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিতে হয়। প্রায় দুই মাস প্রায়োপবেশনের পর তাঁহার উদরে একটা বেদনা দেখা দেয়। অনেক সময় বেদনায় চীৎকার করিতেন কিন্তু তাহার কোন চিকিৎসা হইত না। রাত্রিকালে যন্ত্রণায় যখন চীৎকার করিতেন তখন warder চীৎকার বন্ধ করার অভিপ্রায়ে তাহার উপর জল ঢালিয়া দিত।

কিছু দিন এ ভাবে থাকার পর তাঁহার হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং পরে মৃত্যু-মুখে পতিত হন।

এই ধর্ম্মঘটের সময় বালেশ্বর যুদ্ধ মামলার একমাত্র জীবিত আসামী জ্যোতিষচন্দ্র পাল সকলের সঙ্গে যোগ দেয়। প্রায় ২ মাস পর সে প্রায়োপ-বেশন আরম্ভ করে। ভান সিংহের মৃত্যুতে সকলেরই মনে এক অন্তর্দ্রোহ মর্ম্ম পীড়া ছিল তাহার উপর আবার তাঁহার সঙ্গে জেল সরকারের একটা ঝগড়া হইয়া যায়। যখন ধর্ম্মঘট চলে তখন শীতকাল। শীত যদিও ওখানে বেশী নহে তথাপি খালি গায় থাকা যায় না। কয়েদীর শীতের সম্বল একমাত্র কম্বল ও কম্বলকোট। এখানে যাহাদের উপর নির্জ্জন বাসের আদেশ হয় তাহারা কুঠির ভিতর একটী জাঙ্গিয়া ও একটী জামা ছাড়া আর কিছুই রাখিতে পারে না। একে শীতকাল এবং শরীর দুর্ব্বল বলিয়া জ্যোতিষবাবু কম্বল কোট গায়ে দিয়া কুঠির ভিতরে নিয়া যাইতেন, তিনি যে এ আরাম ভোগ করেন তাহা সরকারের চোখে সহ্য হইল না। এক দিবস কুঠির মধ্য হইতে তাহাকে কম্বল কোট বাহির করিয়া দিতে বলা

হয়। তিনি তাহাতে অসম্মত হওয়ায় জমাদার ও হাওলদার বলপূর্ব্বক তাহা বাহির করিতে চায়। সে সময় ধ্বস্তাধস্তি হয় পরে, দেহ হইতে খুলিয়া লইতে অক্ষম হইয়া কম্বলকোটটাকে ছিঁড়িয়া টুক্‌রা করিয়া বাহির করিয়া লয়। ইহার পরই সে নির্জ্জনতার মধ্যে প্রায়োপবেশন আরম্ভ করে। কিছুদিন এভাবে চলার পর তাহার মানসিক অবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। এ সংবাদ supdtকে দেওয়া হইল কিন্তু কিছুই করিল না। একদিন রাত্রিকালে ভীষণ চীৎকার করিতে আরম্ভ করে তখনও জেল সরকারদের ধারণা যে সে ইচ্ছা করিয়া এরূপ করিতেছে। কখন ও ভাল কখনও মন্দ এভাবে চলিতেছে ক্রমে যখন তাহার অবস্থা খারাপ হইয়া পড়ে তখন তাহাকে হাসপাতালে লইয়া যায়। হাসপাতালে নিয়া তাহাকে সেই নির্জ্জন স্থানেই রাখে তখন একেবারে জ্ঞান শূন্য উন্মাদ হইয়া পড়ে। তাহার আর প্রতিকারের কোন উপায় রহিল না। প্রায় ১ মাস ৭ দিন পর তাহাকে জেলের বাহিরে Haddo district এ পাগলা গারদে পাঠায়। সেখানে নিবার পর তাহার অবস্থা আরও অধিক খারাপ হয়। পরে জানিতে পারিলাম যে এখানে ভাল লোক থাকিলেও উন্মাদ হইতে পারে। উন্মাদকে অধিক উন্মাদ করার উদ্দেশ্যেই বোধহয় এ স্থানের সৃষ্টি।

এখানে আসিয়া যখন তাহার অবস্থা আরও খারাপ হইল তখন দায় এড়াইবার জন্য তাহাকে বহরমপুর পাগলা গারদে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। ইহার পর তাহার অবস্থা যে কি, বাঁচিয়া আছে কিনা কিছুই জানিতে পারি-নাই। এখন তাহার সংবাদ কিছু কিছু জানিতে পারি। আর তাহার মাতা যখন government এর নিকট দরখাস্ত করেন সে সংবাদ

সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া ১৯২১ কি ১৯২২ সালে তাহার কতক অবস্থা জানিতে পারিলাম।

আমরা প্রথম দিবস জেলে প্রবেশ করার পরই দৌড়াইয়া আসিয়া যিনি জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন "আপনাদের সঙ্গে কি political prisoner আসিতেছে" তিনিই এই জ্যোতিষ চন্দ্র পাল। আমাদিগকে এই কথাটুকু জিজ্ঞাসা করিয়া দ্রুত পলায়ন করার কারণ তিনি সেই দিবস আমাদিগকে জানাইয়াছিলেন "এখানে কোন দুইজন রাজনৈতিক নির্ব্বাসিতের আলাপ করার হুকুম নাই, আর আপনারা নূতন আসিয়াছেন। আপনাদের সঙ্গে আমাদিগকে কোন অবস্থায়ই মিশিতে দিবেনা। মিশামিশি কারো দৃষ্টিতে পড়িলেই দণ্ড দিয়া সেই নম্বর হইতে অন্য নম্বরে পাঠাইয়া দেয়। আপনারা দেশ হইতে আসিয়াছেন আপনাদের নিকট দেশের অনেক নূতন সংবাদ জানিবার আশা আছে সেই জন্যই দৃষ্টি এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিয়াছি।" ইনি এখানে অনেক কার্য্যেই সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। নানা সময়ে নানা কারণে তাহাকে অনেক নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছে তাহা নির্ব্বিবাদে সহ্য করিয়া সৎ সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন। আবার বহুবৎসর পর সংবাদ পাই ১৯২৫ সালের ৮ই জানুয়ারী দেশভক্ত "মৃত্যুর পর আমার আত্মা পরলোক থাকিতে পারিবে বলিয়া আমার মনে হয় না, আমার দেশপ্রেম যদি আন্তরিক হয় তাহা হইলে আমার মাতৃভূমিকে সেবা করিবার জন্য আমি আবার এই পৃথিবীতে আসিব, ইহা নিশ্চয়" এই বলিয়া কারাবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া * তিনি অনন্ত মুক্তির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

* পরে জানিতে পারিয়াছি তিনি মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে সুস্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার মানসিক অবস্থা সময় সময় ভাল থাকিত।

এই ধর্ম্মঘটের সময়ে ভাই নন্দ সিংহের শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। জেলে আসার পরই তাঁহার ওজন প্রায় ৪০ পাউণ্ড কমিয়া যায়। এই নির্জ্জন বাসের কালে তাঁহার অল্প অল্প জ্বর হইতে থাকে পরে তাঁহার Tuberculosis দেখা দেয়। ইহার অল্পদিন পরেই জেলে পড়িয়া তাঁহার ৪০ পাউণ্ড ওজন কমে। পরে separate confinement with bar-fetters and invalid diet four months দণ্ডের ফলেই তাঁহার মৃত্যু। ইনি militaryতে কাজ করিতেন। ইনি যে regimentএর লোক উহা Indian forceদের মধ্যে শক্তি ও উচ্চতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইনি লম্বায় প্রায় সাতফুট। জেলের invalid dietই তাঁহার শক্তি হ্রাস ও Tuberculosis মৃত্যুর কারণ।

রাজনৈতিক নির্ব্বাসিতগণ কর্ত্তৃক জেলের পরিবর্ত্তন। (Reform)

রাজনৈতিক বন্দীদের এখানে আসিবার পর হইতে শেষ পর্য্যন্ত জেলের নির্য্যাতনের আমুল পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বারবার অনেক সংগ্রামের পর, অনেক দুঃখ কষ্ট ভোগের পর অনেক ঝড় বায়ু তাহাদের উপর প্রবলবেগে বহিয়া যাইবার পর সরকার পক্ষকে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে হইয়াছিল যে বোমাওয়ালারা নির্য্যাতনে দমিবার পাত্র নহে, তাহারা অত্যাচারকে চোখের সামনে দেখিয়া বিনা প্রতিবাদে সহ্য করার পাত্র নহে। তাহাদের এই চরিত্র বলের প্রভাবের নিকট জেলকর্ত্তৃপক্ষের গর্ব্ব শেষ কালে খর্ব্ব হইয়াছিল তাহারই প্রমাণ স্বরূপ কয়েকটী কথা পাঠক-গণকে জানাইবার ইচ্ছায় এই অধ্যায়ের অবতারণা। এ সকল খণ্ড যুদ্ধ, পাঠ করিয়া পাঠকগণ তৃপ্তি পাইবেন কি না জানি না। যাহারা দেশ ছাড়া, চির জীবনের জন্য দেশের মাটী হইতে নির্ব্বাসিত, যাহারা আপন পরিজনের স্নেহ ভালবাসা হইতে বঞ্চিত, এখানে যাহাদের আপনার বলিতে কেহই নাই তাহাদের উপর কিরূপ নির্ম্মম অমানুষিক অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয় তাহা দেশবাসীর নিকট সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত তাহাই দেশবাসীকে জানাইবার অভিপ্রায়ে ২।৪টী সংবাদ দিতেছি।

১

ভোজনের পর ভুক্তাবশিষ্ট ভূমি হইতে উঠাইয়া পরিষ্কার করা ঝাড়ুদার বা মেথরের কাজ। আমাদের সঙ্গে একটা গোলমাল বাধাইবার উদ্দেশ্যে

টিণ্ডাল ও পেটি অফিসার উপর-ওয়ালাদের প্ররোচনায় সেই পরিত্যাজ্য অবশিষ্ট আমাদের দ্বারা উঠাইবার জন্য চেষ্টা করিত। অন্যান্য সাধারণ বন্দীরা ভয়ে উঠাইয়া লইত, আমরা তাহা করিতাম না। এ কারণে তাহাদের সঙ্গে বাক্যের খোঁচাখুঁচি খুব চলিত। এ সকল ঝগড়া লইয়া ব্যারি সাহেবের নিকট গেলে সামনে কোন একটা মীমাংসা করিত না তাহার অর্থ এই যে কাঁটা দ্বারা কাঁটা উঠাইবার চেষ্টা করা এবং গোলমাল-টাকে পাকা করিয়া তোলা। অনেক ঝগড়ার পর যখন আমরাই জয়ী হইলাম তখন convict officerরা জব্দ হইয়া আমাদের শত্রু হইয়া উঠিল এবং ব্যারি সাহেবের উদ্দেশ্য সফল হইল। আমরা জয়ী হইলেও আমাদের পিছন হইতে কেউ একেবারে লোপ পাইল না। আমরাও উল্টা সাধারণ বন্দীদিগকেও বাধ্য করিলাম তাহারা যেন ভয়ে ঝুঁটা (ভুক্তাবশিষ্ট) না উঠায়। এরূপ ঝগড়া প্রায় ১৯১৯ সাল পর্য্যন্ত চলে ইহার পর প্রতি-নিয়ত পরাস্ত হইতে হইতে উহা একটা স্থায়ী পরিবর্ত্তিত নিয়মে পরিণত হয়।

২

কলু।

(আন্দামানের ভাষায় ঘানি।)

যাহারা লেখাপড়া করিয়া জীবনের সকল সময় কাটায়, যাহাদের ব্যবসা কুলিমজুরী নহে, যাহারা সামাজিক প্রথার দোষে শ্রমজীবীদের সঙ্গে সমভাবে কখনও চলিবার সুযোগ পায় নাই, যাহারা কঠিন শ্রম করিতে অনভ্যস্ত, অন্য সহজ কাজ থাকা সত্ত্বেও তাহাদিগকে কঠিন কাজে দিলে কিরূপ মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়! তাহাদের সম্বন্ধে কোন বিবেচনা না করার উদ্দেশ্য নির্য্যাতন ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় কি না তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। রাজনৈতিক বন্দীদিগের মধ্যে অনেককেই কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। এই সকল কাজের মধ্যে জেলে তৈলের ঘানি টানাই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। জেলে আসিলে সকলেরই অবস্থা এক, ভদ্র অভদ্র নাই, দুর্ব্বল সবল নাই, পারগ অপারগ নাই, গুণী নির্গুণ বিচার নাই, ছোট বড় সকলেরই প্রতি একরূপ দৃষ্টি, একরূপ ব্যবহার। সরকারের এই সমদৃষ্টির ইতিহাস একমাত্র জেলের ভিতরেই কিন্তু দেখা যায় বাহিরে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। বাহিরে কালা সাদার অমিল যথেষ্ট আছে। ইংরাজ কর্ম্মচারীরা আমাদিগকে নেটিভ বলিয়া যে ঘৃণা করে এবং এই ঘৃণার ফলে যে আমাদের প্লীহা ফাটে তাহার খবর আমরা সর্ব্বদাই পাই। জেলের বিচারের ন্যায় সরকার যদি সকলকে

নিজেদের সঙ্গে মিলাইয়া বাহিরে এক নজরে দেখিত, সকলকেই যদি এক মনে করিত তবে আমাদের এখানে আসিয়া পচিতে হইত না. আমাদের সমাজ ধর্ম্ম ও দেশের উপর অত অত্যাচার হইত না।

যে সকল দুর্ব্বল ও অক্ষম লোককে ঘানিতে দেওয়া হয় তাহাদের উপর প্রত্যহ অনেক অত্যাচার হয়। তাহা কোন রাজনৈতিক নির্ব্বাসিতের চোখে পড়িলেই প্রতিবাদ করে এই প্রতিবাদের ফলে নির্য্যাতনকারীদের কাজে বাধা দেওয়া হয় বলিয়া সরকারের নিকট আমাদের বিরুদ্ধে অনেক খবর পৌছায়। আমরা বন্দী হইয়া সরকারের ইচ্ছানুরূপ কার্য্যে বাধা দেওয়াতে তাহাদের সহ্য হইলনা। তাহারই ঝাল মিটাইবার জন্য আমাদিগকে নানা উপায়ে জব্দ করিবার চেষ্টা করে। তাহা যে শুধু এই ক্ষেত্রেই করে তাহা নহে আমরা যতবার যত বিষয়ে জেলের নির্য্যাতন কমাইয়া পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়াছি ততবারই আমাদের উল্টা বিনা কারণে নির্য্যাতিত হইতে হইয়াছে। আন্দামানের সমস্ত সময়টাই রাজনৈতিক বন্দীদের এ ভাবে কাটিয়াছে। আমরা যখন কিছুতেই পরাজয় স্বীকার করিনা তখন আমাদের অজ্ঞাতসারে অত্যাচার করিতে চেষ্টা করে। পাঠকগণ জানেন যে ৬নং ই কলুর আড্ডায় কখনও কোন রাজনৈতিক বন্দীকে রাখা হইতনা। তাহার কারণ আমাদের অজ্ঞাত সারে সেখানে অত্যাচার করার সুবিধা হইত। তথাপি তাহা আমাদের চক্ষু কর্ণের গণ্ডী এড়াইয়া যাইতে পারিত না। আমরা এক একটী ঘটনা উল্লেখ করিয়া Chief Commissioner ও supdt কে জানাইতে লাগিলাম। গভর্ণমেণ্টের একটা ধারা আছে যে তাহার সাধারণ একটা কর্ম্মচারী, এমন কি একটা ১৫ টাকা বেতনের আরদালিও যদি একট. অন্যায় করে এবং

তাহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উপস্থিত হয় তবে তাহার সর্ব্ব উপরিতন কর্ম্মচারী হইতে নিম্নের সকলেই তাহাকে সাহায্য করিতে ত্রুটি করে না। উপরিতন কর্ম্মচারীদের নিকট অভিযোগ আনিতেও ফল যাহা সর্ব্বত্র হইয়া থাকে এখানেও তাহাই হইতে চলিল। কিন্তু আমরাও একেবারে নাছোড় বান্দা হইয়া লাগিলাম—বহু বৎসর এভাবে চলিতে লাগিল। একটা শেষ মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত নিরস্ত হইবে না বলিয়া আমাদের মধ্যে কেহ কেহ সঙ্কল্প করিল। অবিশ্রান্ত গতিতে প্রতিবাদের ফলে অত্যাচারের সংখ্যা ক্রমে কমিয়া আসিল। কিন্তু একেবারে বন্ধ হইলনা। তৈল কম হইলে পূরা না হওয়া পর্য্যন্ত রাত্রি সাতটাই হউক কাজ করিতেই হইবে। শনি-বার সম্পূর্ণ কাজ না দিতে পারিলে রবিবারের আশায় সে দিনের মত রাত্রি কালের জন্ত অব্যাহতি দিয়া রবিবার দিবস কাজ করাইয়া কাজ পুরা করিয়া লয়। এক দিবস রবিবারে কাজ করাইয়াছে বলিয়া পরমানন্দ supdtকে জানায়। তাহার উত্তরে you have nothing to do with that, you are not superintendent of the jail? পরমানন্দকে একথা বলিল বটে কিন্তু জেলার যে কাজটা অন্তায় করিয়াছে ইহা বুঝিয়া আফিসে যাইয়া তাহাকে শাসাইয়া দেয়, এবং পরে আমরা থাকিতে এরূপ কাজ আর কখনও হয় নাই।

একবার martial law of Gujrat prisonerদের কোন এক জনের উপর ভীষণ অত্যাচার হয়। কলুর ডাণ্ডার সঙ্গে তাহার হাত বাঁধিয়া বলপূর্ব্বক ঘুরাইতে থাকে, চলিতে অসমর্থ হইয়া সে ভূমিতে পড়িয়া যায় তখন ভূমির উপর দিয়াই তাহাকে ঘুরাইতে থাকে একারণে তাহার সমস্ত শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া রক্ত ধারা বহিতে থাকে। ত্রৈলোক্য বাবু একবার ইহার

প্রতিবাদ করেন। সে সময় supdt এর সঙ্গে তাঁহার বচসা হইয়া যায় সে জন্য তাঁহাকে দণ্ড ভোগ করিতে হয় বটে কিন্তু সে লোকটীকে আর কখনও কলুর কাজে দেওয়া হয় নাই। একথা পূর্ব্বে একবার উল্লেখ করিয়াছি। ক্রমে প্রতিবাদের পর প্রতিবাদের ফলে অত্যাচারের মাত্রা কমিয়া আসিল এবং সকলেই একটু আরাম পাইল।

Jail Reform Committee যখন আন্দামানে যায় তখন একটা চীনাকে ঘানিতে কাজ করিতে দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করে "তোমার ওজন কত এবং কতদিন যাবত কলুতে কাজ করিতেছ ?"

তাহার উত্তরে সে বলে "আমার ওজন ৭০ পাঃ এবং ৩ বৎসর যাবৎ কলুতে কাজ করিতেছি।" এ কথা শুনিয়া তাহারা আশ্চর্য্য হইয়া গেল এবং capital townএ আসিয়াই supdtকে একখানা কড়া চিঠি দেয়। তথাপি তাহাকে কলুর কাজ বদলাইয়া অন্য কাজ দেয় নাই। আমরা জেলে ছিলাম বলিয়া যে অত্যাচারটা আমাদের চোখেই পড়ে শুধু তাহাই নহে। উহা উপরোক্ত ঘটনা হইতেই পাঠকগণ বুঝিয়া লইবেন। অন্যান্য সংবাদ ৯ম অধ্যায়ে পাঠকগণ জানিতে পারিবেন।

ছোট ছোট ছেলেদের (prisoner in boys gang) ঘানির কাজে দেওয়া নিষিদ্ধ। তাহাদের জেল অপরাধের জন্য মাঝে মাঝে কলুতে দেওয়া হইত। অতি অল্প বয়সের নাবালক ছেলেদের এরূপ হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রমের কাজ দেওয়া যে অন্যায় তাহা শুধু আমাদের নিকটই নহে উহা সরকারেরও নিকট বলিয়াই কলুতে এমন কি শক্ত কাজে ও দেওয়া নিষিদ্ধ করিয়াছে। আমরা সরকারের উক্তির উপরই নির্ভর করিয়া সংগ্রামে ব্রতী হইয়া জয়ী হইয়াছিলাম।

৩। (বাচ্চা ফাইল)

১০ম অধ্যায়ে বাচ্চা ফাইল (boys' gang) সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। তাহাদিগকে পৈশাচিক অত্যাচার হইতে মুক্ত করিবার জন্য বারীণবাবু প্রভৃতি প্রথমে অনেক চেষ্টা করেন এজন্য কুপ্রবৃত্তি পোষণ কারী পাঠানগণ "বাঙ্গালীদের" শত্রু হইয়া উঠে। যখন fact and figure দিয়া supdtকে মুগ্ধ করে তখন তাহার সাহায্যে অনেক নাবালক ছেলেকে বারীনবাবু ও অন্যান্যেরা অনেক বিপদ হইতে রক্ষা করেন। অবশেষে supdt, আমাদের সদভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া পরে ছেলেদের বারীণবাবুর হাতে সঁপিয়া দেয়। তখন হইতেই ছেলেদের দুর্গতির পরিবর্ত্তন হইয়া সমস্ত দুঃখের অবসান হইল।

৪। (জেল)

জেলে কয়েদীরা সকাল হইতে বেলা ৪ টা ৪॥ টা পর্য্যন্ত নানাবিধ শক্ত কাজ করে কিন্তু বৈকাল বেলা তাহারা স্নান করিবার জন্য জল পায় না। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও পাই না। ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে লোক সমস্ত দিবস ঘানিতে কাজ করিয়াও এই অবস্থায় যদি তাহাদের দুই দিবস স্নান না করিয়া থাকিতে হয় তবে যে কিরূপ যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। এই জলের জন্য সাধারণ কয়েদিরা আমাদের মুখের দিকে চাতকের ন্যায় তাকাইয়া থাকিত। তাহাদের ধারণা, তাহারা বলিলে কিছু হইবে না—বাবুরা বলিলেই হইতে পারে। আমরা বলিলে আবার জবাব পাইতাম "তোম্‌লোক্‌কা জরুরত নেহি, তোমলোক কাহাকেওয়াস্তে বল্‌তে" তখন জিদের বশবর্ত্তী হইয়া মিথ্যা বলিতে বাধ্য হইতাম "হামলোককো জরুরত হ্যায়।"

আমরা এক নম্বর হইতে অন্য নম্বরে যাইতে পারিতাম না। অতএব বাধ্য হইয়া আমাদের জন্য জল আনিয়া দিত তখন সকলেরই কাজ চলিত।

যদিও এ সকল সামান্য সামান্য বিষয়, তথাপি ইহার জন্যও আমাদের কম শক্তি ক্ষয় করিতে হয় নাই।

পানীয় জল পূর্ব্বে কাহাকেও এক পাউণ্ডের বেশী দেওয়া হইত না, দরকার হইলেও পাইত না। ইহা নিয়া সময় সময় তুমুল ঝগড়া চলিত। নাছোড়বান্দাদের সঙ্গে জয়ী হওয়া সহজ কথা নহে। পরে ভয়ে আমাদিগকে দিত কিন্তু অন্যান্যকে বঞ্চিত করিত। যতদিন সকলের পক্ষে ইহার সুবিধা না হইল ততদিন পর্য্যন্ত আমরা প্রতিবাদ করিতে বিরত হইতাম না ইহার ফল শেষকালে এমন হইল যে কেহ কেহ গোপনে পানীয় জলে স্নান পর্য্যন্ত করিতে পারিত। এখানে পানীয় জল জলওয়ালা ছাড়া অন্য কেউ স্পর্শ করিতে পারিত না। এই জল ছোঁয়ার জন্য পূর্ব্বে বেত্রাঘাতও কেহ কেহ পুরস্কার পাইয়াছে। আমরা যখন জোর করিয়াই জল স্পর্শ করিতে আরম্ভ করিলাম তখন উচ্চ জাতির মধ্যে আর কেহ বাকি রহিল না।

৫। (পুস্তকালয়)

প্রথম যখন রাজনৈতিক নির্ব্বাসিতগণ এখানে আসে তখন এখানে তাহাদের জন্য পুস্তক পাঠের কোন ব্যবস্থা ছিল না। পরে এই অসুবিধা দেখিয়া তাহারা নিজেদের বাড়ী হইতে পুস্তক আনায়। সেই সকল পুস্তক গুদামে রাখা হইত এবং সপ্তাহে একবার অর্থাৎ রবিবারে একখানা করিয়া দেওয়া হইত এবং পরের রবিবারে তাহা বদলাইয়া আর একখানা নিজের বই আনিতে পারিত। নিজেদের পুস্তক নিজেরা পাঠ করিবে তাহাও একের পুস্তক অন্যে পাইবেনা। ক্রমে যখন তাহাদের পুস্তক বৎসর বৎসর আনিতে আনিতে অনেক জমা হইয়া যায় এবং যত্নের অভাবে নষ্ট হইতে

থাকে, তখন supdt এর নিকট তাহারা এই আবেদন জানায় যে,"আমাদের পুস্তকগুলি আমাদের তত্ত্বাবধানে রাখিলে নষ্ট হইবে না এবং আমরা একে অন্যের পুস্তকও পাঠ করিতে পারিব।" তাহাদের এই আবেদন কোন আমলেই আসিল না। পরে Chief Commissionerকে জানায় এবং তিনিই ইহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া central towerএ একটা রাজনৈতিক নির্ব্বাসিতদের পুস্তক দ্বারা ক্ষুদ্র পুস্তকালয় স্থাপন করিবার আদেশ দেন। Chief Commissioner যদি আমাদের কোন উপকার করিয়া থাকেন তবে ইহাই। এই পুস্তক অন্য কোন নির্ব্বাসিতকে পাঠ করিতে দেওয়া হইবে না আমাদের দ্বারা ইহা স্বীকার করাইয়া লয়। প্রত্যেকেই বৎসরে একটী করিয়া parcel ও একটী করিয়া চিঠি পাইতে পারে। এরূপ ভাবে পুস্তক আনাইতে আনাইতে সকলের পুস্তক একত্র হইয়া পুস্তকাগারে প্রায় ২০০০ হাজারের অধিক পুস্তক জমা হইল। তন্মধ্যে ধর্ম্ম,রাজনীতি, ইতিহাস, উপন্যাস, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি নানা বিষয়ের অনেক মূল্যবান পুস্তকই জমা হয়; কোনটিরই অভাব থাকে না। আমাদের শ্রীযুত হেমচন্দ্র দাস এই পুস্তকালয়ের তত্ত্বাবধান করেন। এই পুস্তকালয়ের জন্য কমিশনার সাহেব কতকগুলি নিয়ম করিয়া দেয় তাহার মধ্যে একটা নিয়ম ছিল যে, যাহার নামে পুস্তকালয়ে পুস্তক জমা থাকিবে না সে এই পুস্তকালয় হইতে পুস্তক পাঠ করিবার জন্য পাইবে না। আমাদের যাহারা শেষে আসিয়াছে তাহাদের সঙ্গে পুস্তক না থাকাতে অনেকেই অনেক অসুবিধা ভোগ করিয়াছে।

জেল committee যখন আন্দামান পরিদর্শন করিতে যায় তখন জেলে সকল কয়েদির জন্য পুস্তকপাঠের ব্যবস্থা নাই দেখিয়া অত্যন্ত

আশ্চর্য্য হয়। এবং এ সম্বন্ধে তাহারা অত্যন্ত খারাপ মন্তব্য পাশ করে এবং তাহারা ওখানে আসিতে আসিতেই অনতি বিলম্বে সকলের পুস্তক পাঠের ব্যবস্থা করিতে আদেশ দেয়। এই সংবাদ জেল supdt এর নিকট পৌঁছা মাত্রই কমিশনার সাহেবকে জানায়। কমিশনার সঙ্গে সঙ্গেই supdtকে লিখিয়া জানায় "Govt কিছু টাকা বৎসরে বৎসরে দিবে, রাজনৈতিক নির্ব্বাসিতগণ তাহাদের পুস্তক সকল কয়েদিকে পাঠ করিতে দিতে রাজি আছে কিনা তাহা আমাকে জানাও।" আমাদিগকে এ সংবাদ জানাইবার পর আমরা কতকগুলি সর্ত্তে সম্মত হই। সর্ত্তের মধ্যে ছিল governmentকে এখনই ২০০৲ টাকা দিতে হইবে, আমাদের পুস্তক আমাদেরই থাকিবে এবং তাহা আমাদের ইচ্ছা মত যাহাকে ইচ্ছা দিতে পারিব, পুস্তক ছিঁড়িয়া গেলে বাঁধাই খরচ government দিবে, তত্ত্বাবধান চিরদিনই আমাদের লোকের হাতে থাকিবে। এই সর্ত্তে government রাজি হওয়া মাত্রই আমরাও রাজি হইলাম আমাদের মনে যে সদিচ্ছা ছিল তাহা পূর্ণ হওয়াতে সকলেই আনন্দিত হইলাম। সকল কয়েদিকে পুস্তক পাঠ করিতে দিবার জন্ত আমরা বহু বৎসর যাবৎ চেষ্টা করিতে ছিলাম। Jail Committee এখানে না আসিলে হইত কিনা কে জানে।

পুস্তকালয় যদিও হইল কিন্তু সাধারণ লোকের পাঠের উপযোগী পুস্তক আমাদের এখানে নাই। পরে আমাদের কেহ কেহ নিজেরা তাহাদের উপযোগী পুস্তক আনাইয়া দেয়। আর government এর টাকা দ্বারাও তাহাদের পাঠের যোগ্য পুস্তক আনান হয়।

৬।

জেলে রবিবারে ১০ টার পর আহারাদি শেষ করিয়া বেলা ৩ টা পর্য্যন্ত কুঠিতে বন্ধ থাকিতে হয়, কিন্তু মল-মূত্র ত্যাগের জন্য কোন পাত্রের ব্যবস্থা নাই। ইহার মধ্যে যদি কাহারও মল-মূত্রের বেগ হয় তাহা হইলে কুঠির মধ্যেই কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়। আর অতিরিক্ত চালাক হইলে কুঠির প্রাচীরে প্রস্রাব করিয়া কাজ সারে। রাজনৈতিক নির্ব্বাসিতদিগকে গুঁতার ভয়ে ডাকিলে খুলিয়া দেয়। ব্রহ্ম দেশীয় লোকেরা বড় কদর্য্য, তাহাদের ঘৃণা নাই বলিলেই হয়। এসকল কর্ম্ম তাহারাই বেশী করে। এ বিষয়ে পরিবর্ত্তন নিতান্ত আবশ্যক মনে করিয়া আমরা supdtকে জানাই; জানাইবার পরও এ ভাবেই চলে; আমরাও বারবার এ সম্বন্ধে জানাইতে লাগিলাম। পরে রবিবারে এবং ছুটির দিনে কুঠিতে মল-মূত্র ত্যাগের জন্য পাত্র দিবার ব্যবস্থা হয়।

৭।

Coir pounding জেলের মধ্যে শক্ত কাজ। আমাদের মধ্যে নিতান্ত দুর্ব্বল না হইলে কেহ কাজ হইতে মুক্তি পায় না। প্রথম প্রথম নিয়ম ছিল সমস্ত দিনে যতটা কাজ হইত ততটাই দিতে হইত, কিন্তু তাহাদের কর্ত্তা পক্ষের (?) নিয়ম অনুসারে প্রাপ্য দুই পাউণ্ড। সমস্ত দিন ভয় দেখাইয়া বে-আন্দাজি কাজ করাইয়া ৩—৫ পাউণ্ড পর্য্যন্ত আদায় করিত। আমাদের নিতান্ত পুরাতন বন্ধুগণ দেখিলেন যে এ নিতান্ত অত্যাচার, তখন তাহারা আমাদের দেশের তুলা দণ্ডের ন্যায় একটা মাপকাঠি তৈয়ার করিল। ইহার নাম "বাঙ্গালী কাটা"। ইহা আমাদের হেম বাবুর অবিষ্কার। এই আবিষ্কারের ফলে সকলেরই শ্রম লাঘব হয়। আজ পর্য্যন্তও এই কাটার সঙ্গে "বাঙ্গালী"দের নাম জড়িত আছে।

বন্দী নিবাস রহিত।

১৯১৯ সালে কি ১৯১৮ সালের শেষ ভাগে জেল কমিটি যখন আন্দামান পরিদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে আসেন তখন আমরা সকলে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ৬খান দরখাস্ত করি। বারীণবাবু প্রভৃতি পুরাতন বাঙ্গালী ১টী, নবাগত বাঙ্গালী ১টী, সভারকর একটী, লাহোর মামলার শিখ প্রভৃতি ২টী এবং ব্রহ্মদেশের ষড়যন্ত্র মামলার একটী। এতদ্ব্যতীত তাহারা সভারকর, চত্তর সিং, অমর সিং, বারীনবাবু, হেম বাবু প্রভৃতির সঙ্গে এখানকার অবস্থা সম্বন্ধে আলাপ করে। ইহার মধ্যে সাভারকরের সঙ্গেই বহুক্ষণ গোপনে privately আলাপ করে। আমাদের দরখাস্তের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল Andaman penal settlement উঠাইয়া দিবার যুক্তি-যুক্ত কারণ দেখান্ ইহা ছাড়া বাহিরের লোকেরাও বেনামা অনেক সংবাদ দিয়া আমাদের এই উদ্দেশ্যকে সফল করিবার জন্য অনেক সাহায্য করিয়াছে। আমরা যে সকল কারণ দেখাইয়াছি তাহার মধ্যে জলবায়ু খারাপ, মৃত্যুর সংখ্যা অধিক বলিয়া নানারূপ heinous crime হয়, ৪০ বৎসরের হিসাব দেখাইয়া দেখান হইয়াছে যে বৎসর বৎসর government এর ক্ষতিই হইতেছে সংক্রামক ব্যাধি অধিক পরিমাণে লোকের স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেছে। নৈতিক চরিত্র হিসাবে এখানে এত নীচ যে তাহা ব্যক্ত করা যায় না। এমন অবস্থায় লোককে এখানে আনিয়া কিছুতেই তাহাদের স্বভাবের পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে না দৃষ্টান্ত সহ এই সকল ঘটনার সমর্থন করিয়া দরখাস্ত দেই, আমাদের দরখাস্তের মূল উদ্দেশ্য ছিল আন্দামান উঠাইয়া দিয়া সর্ব্বব্যাধির মূল নষ্ট করা। আমাদের এই দরখাস্ত পাইয়া উহা সত্য কিনা জানিবার

জন্য তাহারা চেষ্টা করেন। যখন উহা সত্য বলিয়া তাহাদের নিকট প্রমাণ হয় তখন আন্দামান নির্ব্বাসন উঠাইয়া দিবার পক্ষে তাহারা মন্তব্য পাশ করেন, তাহার কারণ আমাদের দরখাস্ত অনুরূপই দেখাইয়াছে, কেবল পরিবর্ত্তন ভাষার। ইহার আন্দোলন জেলে ও বাহিরে খুব হইয়াছিল ইহারই কিছুদিন পরে Home memberর Hon'ble Mr. Guyne কে India government পাঠায়, আমরাও সেই সময় একই মর্ম্মে তাহার নিকট একটা দরখাস্ত পাঠাই। তাহার সেখানে আসার উদ্দেশ্য ক্রমে কোন্ উপায়ে আন্দামান উঠাইয়া দেওয়া যায় তাহা জানা। তিনি এখানে আসার পর সকল কর্ম্মচারীর ভাত মারা যায় দেখিয়া তাহারা তাহাকে যুক্তিদ্বারা মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করে সাহেবও তাহাতে কতকটা মুগ্ধ হইয়া একটা ধারণা করিয়া যায়। শত হইলেও এখানকার কর্ম্মচারিরা সাদা চামড়া। যে উপায়েই হউক তাহাদের ভরণ পোষণ করিতেই হইবে।

Mr. Guyne এখানে থাকিতে থাকিতেই বঙ্গীয় রাজনৈতিক নির্ব্বাসিতগণকে বাঙ্গালা দেশে পাঠাইয়া দিবার হুকুম সিমলা হইতে আনয়ন করেন। তিনি যে জাহাজে রওনা হন আমরাও ঠিক সেই জাহাজেই দেশে ফিরি। Mr. Guyne কলিকাতা অবতরণ করিবার কালে আমরা সিঁড়ির ধারে তাহাকে ঘেরিয়া ধরিলাম। তখন তাঁহাকে অনেক প্রশ্নের পর জানিতে পারিলাম যে তাহারা ক্রমে ১০ বৎসরের মধ্যে আন্দামান উঠাইয়া দিতে চেষ্টা করিবে।

৯।

জেলের ভিতরে মারপিট, নির্য্যাতন ইত্যাদি একটা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। এই অত্যাচারের ফলে ভান সিংহের ন্যায় কতলোক যে

মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে, তাহার কেহ হিসাব দিতে পারে না। পরে বোমা-আলাদের গুঁতায় এমন অবস্থা হইয়াছিল যে কেহ কাহারও উপর ভয়ে হাত উঠাইত না। পাছে 'বাঙ্গালীরা' সাক্ষ্য হইয়া কোন report বা আন্দোলন করে এই ভয়টা সকলের মধ্যেই সংক্রামক হইয়া উঠে। ছোট খাট অনেক পরিবর্ত্তন এখানে হইয়াছে—জেলে খানা কম বেশী নিয়া একটা ঝগড়া প্রত্যহ হইয়া থাকে। খোরাকী নিয়া, বসন নিয়া, খাবার ভাল মন্দ নিয়া অনেক মসলা খরচ করার পর একটা স্বাভাবিক অবস্থায় আসে। পরে খাবার কম না হইয়া অধিকাংশ দিন বেশীই হয়। এবং ঐ উদ্বৃত্ত খাদ্য দ্রব্য উহাদিগকে দেওয়া হয়—যাহারা ঘানি ইত্যাদি শক্ত কাজে নিযুক্ত।

—০—

১০।

ছাপাখানা।

নারিকেল ছোবার তার দ্বারা দড়ি পাকানই এখানে হালকা কাজ। এতদ্ব্যতীত আর কোন কাজই সহজ নহে। যাহারা লেখা পড়া জানে তাহাদের জন্য কোন ব্যবস্থাই নাই। Writer বা মুন্সি ইত্যাদি কাজের জন্য যে কয়জন লোকের দরকার সে কয়জন ব্যতীত অন্যান্য সকলে একই দুরবস্থা ভোগ করে। আর রাজনৈতিক নির্ব্বাসিতগণ লেখাপড়ার কোন কাজই পায় না। এ সকল নিয়া অনেক আবেদন নিবেদন চলে ও ইহা অনেক বৎসর যাবৎ চলিতে থাকে, কিন্তু সরকারের মতের পরিবর্ত্তন করিতে আমরা সক্ষম হইলাম না। তথাপি আমাদের দাবী ছাড়িলাম না। জেলে যদি ভদ্রলোকের মত কাজ করিতে হয় তবে এমন কাজ ভিতরে নাই, আছে কেবল ফাটকে। সেখানে থাকিলে বাহিরের লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হইতে পারে এ কারণে আমাদিগকে ওখানে দিবে না, কারণ আমরা অন্দরমহলের বাসিন্দা। আমাদের দৃষ্টি চার পরদার বাহিরে যাওয়া নিষিদ্ধ। জেলে যখন অন্য কোন সহজ কাজ আমাদিগকে দিতে পারে না, আর আমাদের যন্ত্রণায় যখন সরকার অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল তখন জেলে একটা ছাপাখানা খুলিয়া সেখানে আমাদিগকে কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা করিল। তখন হইতেই এ জেলে ছাপাখানার সৃষ্টি। এই ছাপাখানায় আমাদের লোক অপেক্ষা সাধারণ লোকই বেশী সংখ্যায় কাজ করিত এবং তাহারা ও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে একটু আরাম পাইল। পূর্ব্বে লেখা পড়া জানা লোক হইলেও একবার ঘানিতে কাজ করিতেই হইত। এই ছাপাখানা হওয়াতে এবং লেখা পড়া জানা লোকের প্রয়োজন হওয়াতে তাহারা শক্ত কাজ হইতে মুক্তি পাইল।

১১ :

বই বাঁধাই

আমাদের হেমবাবুর অজানা কোন কাজই ছিলনা। তিনি যখন আমাদের Librarian ছিলেন তখন আমাদের ছোট ছোট বইগুলি সামান্য সামান্য মাল মসলা দ্বারা সুন্দর করিয়া গোপনে গোপনে বাঁধিয়া রাখিতেন। হঠাৎ এক দিবস ইহা জেলারের দৃষ্টিতে পড়ে। তখন জেলার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া তাহার ২।৪ খানা পুস্তক এবং বন্ধু-বান্ধবদের ২।১ খানা পুস্তক সুন্দর করিয়া বাঁধাইয়া লয়। ক্রমে এ সংবাদ supdt ও জানিতে পারিল এবং সেও তাহার অনেক পুস্তক বাঁধাইয়া লইল। তাহাতে আরও সন্তুষ্ট হইয়া হেমবাবুদ্বারা একটা book binding department খোলে; এখানে আন্দামান গভার্ণমেন্টের, library ও ছাপাখানার সকল কাজই হইতে লাগিল। রাজনৈতিক নির্ব্বাসিত দের জেল পরিবর্ত্তনের চিহ্নের মধ্যে Library, press, Book-binding, abolition of Andaman এই কয়টাই প্রধান। আর তাহাদের উপর নির্য্যাতনের একটা চিহ্ন আছে হাত-কড়ির। সকল নির্ব্বাসিতকে দেওয়ালের গায়ে কয়ড়ার সঙ্গে হাত কড়ি (standing hand-cuffs) দেওয়া হয়, কিন্তু আমাদের প্রথম দলকে হাত-কড়ি দেওয়ার জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত। ছাদের মাঝখানে একটা কয়ড়া পুতিয়া তাহার সঙ্গে একটা লৌহ সলাকা ঝুলাইয়া হাত কড়ি দেওয়া হইত। তাহার উদ্দেশ্য দেওয়ালে বা অন্য কোন স্থানে যেন কোনরূপ সাহায্য লইতে

না পারে। এ চিহ্ন আজও বর্ত্তমান আছে পুরাণো লোককে জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়া থাকে "বাঙ্গালী লোককা হাত কড়ি।"

হাঁসপাতালে অসুস্থাবস্থায় ভর্ত্তি হইলে দণ্ডিত লোকের দণ্ড অর্থাৎ বেড়ি মুক্ত করা হইত না। এ সকল নিয়া আন্দোলন হওয়াতে পরে হাসপাতালে ভর্ত্তি হইলে সকলকেই দণ্ড হইতে হাসপাতালে অবস্থান করার কয় দিবস অব্যাহতি দিত।

এখানে আমরা যত মঙ্গলই করি না কেন যত পরিবর্ত্তনই হউক না কেন সাধারণ নির্ব্বাসিত বাঙ্গালীদের অনেক ক্ষতি হইয়াছে। আমরা এখানে আছি বলিয়া তাহারা warder, writer এরূপ কোন দায়িত্ব পূর্ণ কাজ পাইত না। তাহারা দায়ত্ব পূর্ণ কাজ পাইলে আমাদিগকে কোন গোপন কাজে সাহায্য করে ইহাই ছিল সন্দেহের কারণ। তাহাদিগকে আমাদের সঙ্গে মিশিয়া একটু সুখ দুঃখের আলাপ করিতে দেখিলেই টিণ্ডেল পেটি অফিসার তাহাদের উপর কটাক্ষ দৃষ্টিপাত করে এবং আমাদের অসাক্ষাতে শাসায়। এখানে বাঙ্গালীদের সংখ্যা খুব অল্প। সুতরাং বঙ্গভাষী বা বঙ্গবাসী জানিলে একটু জানিবার বা আলাপ করিবার প্রবৃত্তি তাহাদের হইত কিন্তু সরকারের বাঙ্গালী প্রীতির অভাবে তাহাদের প্রবৃত্তি নিবৃত্তি হইত না। শুধু বাঙ্গালী বলিয়াই যে তাহারা আমাদের সঙ্গে আলাপ করিতে আসিত তাহা নহে। জেলে বাঙ্গালীদের "বাঙ্গালী" বলিয়া যথেষ্ট নাম আছে তাহার জন্য ও তাহাদের একটু আলাপ করিয়া জানিবার প্রবৃত্তি বেশী হইত। জেলের ভিতরে বাঙ্গালীদের আদর নাই আমরা এখানে আছি বলিয়া। বাহিরে তাহাদের কেমন আদর আছে তাহা পাঠকগণ পরে জানিতে পারিবেন।

চতুর্দ্দিক রক্ষা করিয়া যাহা বলা যাইতে পারে তাহা বলিলাম, জেলের কথা এখানেই শেষ। আমাদের ওখানে যাবার পূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্ব—নির্ব্বাসিতদের উপর যে কি অমানুষিক অত্যাচার হইয়াছিল তাহা আমরা চোখে দেখি নাই বলিয়া লিখিলাম না। তাহা পাঠকগণ বারীণবাবু, উল্লাস কর বাবু ও সভার কর বাবুর পুস্তক পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন।

এই গেল জেলের কথা। ইহার পর আন্দামানের বাহিরের কথা আরম্ভ করিব, এই বাহিরের বিবরণেই প্রকৃত আন্দামানের পরিচয় পাঠকগণ জানিতে পারিবেন।

১ম ভাগ সমাপ্ত।